জন রিচার্ডসন বেনেট

দ্য অরিজিন অফ ফ্রিমেসনারি এ্যান্ড নাইটস্ টেম্পলার

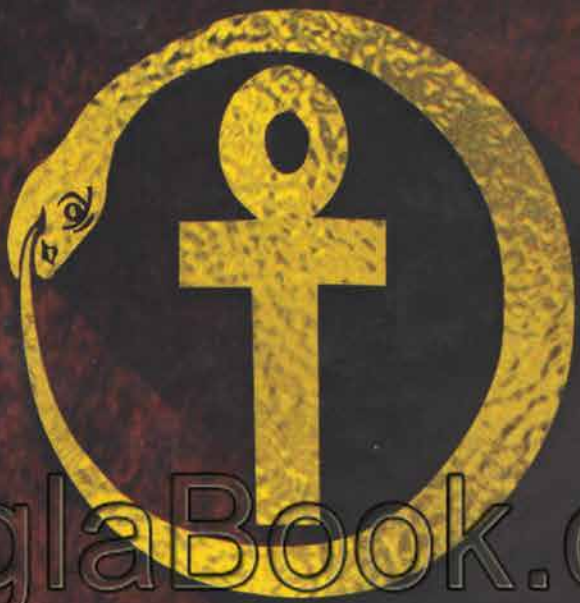

BanglaBook.org

অনুবাদঃ শাহেদ জামান

ফ্রিমেসনারির সত্যিকার ইতিহাসের সাথে একটি জাতির ইতিহাসের অনেক অংশে মিল আছে। যে কোন জাতির মতো ফ্রিমেসনারিরও আছে ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ঐতিহাসিক যুগে এই সংগঠনকে নানা রকম সমসাময়িক দলের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়, যাদের নকশা এবং গঠন ছিল একই রকম। এসব দলের সাথে ফ্রিমেসনারির সংযোগকে প্রমাণ করার জন্য পাওয়া যায় নানা দলিল এবং অন্যান্য তথ্য, যেগুলো কোন ঐতিহাসিকই নাকচ করে দিতে পারেননি।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ: সাজিদ শুভ্র

জন রিচার্ডসন বেনেট

দ্য অরিজিন অফ ফ্রিমেসনারি এ্যান্ড নাইটস্ টেম্পলার

রোদেলা

দ্য অরিজিন অফ ফ্রিমেসনারি অ্যান্ড নাইটস টেম্পলার
জন রিচার্ডসন বেনেট
অনুবাদ শাহেদ জামান

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৮

রোদেলা ৪৫০

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
সাজিদ শুভ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ২২০.০০ টাকা মাত্র

The Origin Of Fremasonri And Knights Templar By John R. Bennett P.E.C
Translated by Shahed Zaman
First Published *Ekushe Baimela 2018*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 220.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-92381-5-7 Code: 450

লেখকের উৎসর্গ

"সকল ফ্রিমেসন, এবং যারা তাদের সহকর্মীকে
ভালবাসে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে"

‘কোন সংগঠন বা নিয়মের সঠিক রূপটি বুঝতে হলে তার আদর্শকে ভেতর থেকে না দেখে উপায় নেই।’

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

এই বইটি সংকলন করার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল মেসনিক পাঠকদের কাছে ফ্রিমেসনারি এবং নাইটস টেম্পলার সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত, সঠিক এবং তথ্যবহুল দলিল উপস্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং মেসনিক লেখকদের সাথে আমি আলোচনা করেছি। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সকল তথ্য, তারিখ এবং অন্যান্য প্রমাণ নেয়া হয়েছে রিডপাথের হিস্টরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, জোসেফ ফ্র্যান্সিস মিশো'র হিস্টরি অফ দ্য ক্রুসেডস, বৃটিশ ও আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়া, বাইবেলিয় ইতিহাস, অ্যালবার্ট জি ম্যাকি, রবার্ট ম্যাকয় এবং জর্জ অলিভারের লেখা থেকে। সেই সাথে আরও অনেক সুপরিচিত লেখকের সাহায্য নেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকের কাছে সংক্ষিপ্ততম সময়ে সর্বোচ্চ তথ্য পৌঁছে দেয়া যায়, এবং এর ফলে বড় বড় এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ভরা বই নিয়ে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে না হয়। সে সব বই থেকে তারা যা জানতে পারতেন, তা এই বইতেই জানা যাবে বলে আমার ধারণা।

মেসনদের সাথে জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতে পেরেছি, এই সংগঠনের প্রতীকবাদ, দর্শন এবং ইতিহাস সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তির জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, ততই বৃদ্ধি পায় এই সংগঠনের রীতিনীতির উপর তার বিশ্বাস। কিন্তু খুব কম মানুষের মধ্যেই সেই ধৈর্য, সময় এবং ইচ্ছা দেখা যায়; যেটি দরকার মেসনদের বিপুল ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য।

এই কথাটি মাথায় রেখে, এবং মেসনারি সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জনের প্রতি নিজের ইচ্ছা থেকেই প্রায় বিশ বছর সময় ব্যয় করে আমি ফ্রিমেসনারি এবং নাইট টেম্পলারদের এই ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছি। এই বছরগুলোতে আমি কষ্ট স্বীকার করেছি শুধু ভালবাসার খাতিরে, এবং আশা করেছি যে আমার কাজে মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের উন্নতি হবে।

পাঠক যদি এই তথ্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলে সন্দেহ নেই যে তার উপলব্ধির মাত্রা আরও বিস্তৃত হবে।

এই বইয়ের ছবিগুলো নেয়া হয়েছে রিডপাথের হিস্টরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামক বই থেকে। বাইবেলের দিন তারিখ এবং অন্যান্য তথ্যগুলো আর্চবিশপ আশার-এর হিসাব অনুযায়ী গৃহিত।

জন আর. বেনেট
মাস্কেগন, মিশিগান
এপ্রিল ১৯, ১৯০৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদকের ভূমিকা

ফ্রিমেসনরি এবং নাইট টেম্পলারদের নিয়ে লেখা এই বইটি বাঙালি পাঠকের জন্য অনুবাদ করতে পেরে ভাগ্যবান অনুভব করছি। প্রাচীন সংঘ ফ্রিমেসনরি এবং তাদেরই অঙ্গ সংগঠন নাইট টেম্পলারদের নিয়ে অনেক কিছুই শোনা যায়, কিন্তু তাদের জন্ম ইতিহাস এবং অন্যান্য তথ্য বেশিরভাগ মানুষের কাছেই অজানা। এই বইটি জ্ঞানপিপাসু পাঠকের কাছে তাই ভাল লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বইটি পড়ার আগে পাঠকের কিছু ব্যাপার মনে রাখা ভাল বলে আমার মনে হয়। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে, এবং বইতে লেখা তথ্যসমূহ সেই সময়ের উপযোগী ছিল। বর্তমানে তাদের অনেক তথ্যই পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সাল ও তারিখের হিসাব, ঐতিহাসিক চরিত্র এবং স্থানের নাম ইত্যাদির জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছে বাইবেল, এবং সে সব নামকে বাইবেলের উচ্চারণ এবং বানানেই রাখা হয়েছে। এছাড়া তথ্যপ্রমাণাদি ছাড়া যা কিছু বলা হয়েছে বা দাবি করা হয়েছে তা একান্তই লেখকের মতামত, এবং তা হুবুহু বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

শাহেদ জামান
জুন, ২০১৭
ঢাকা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

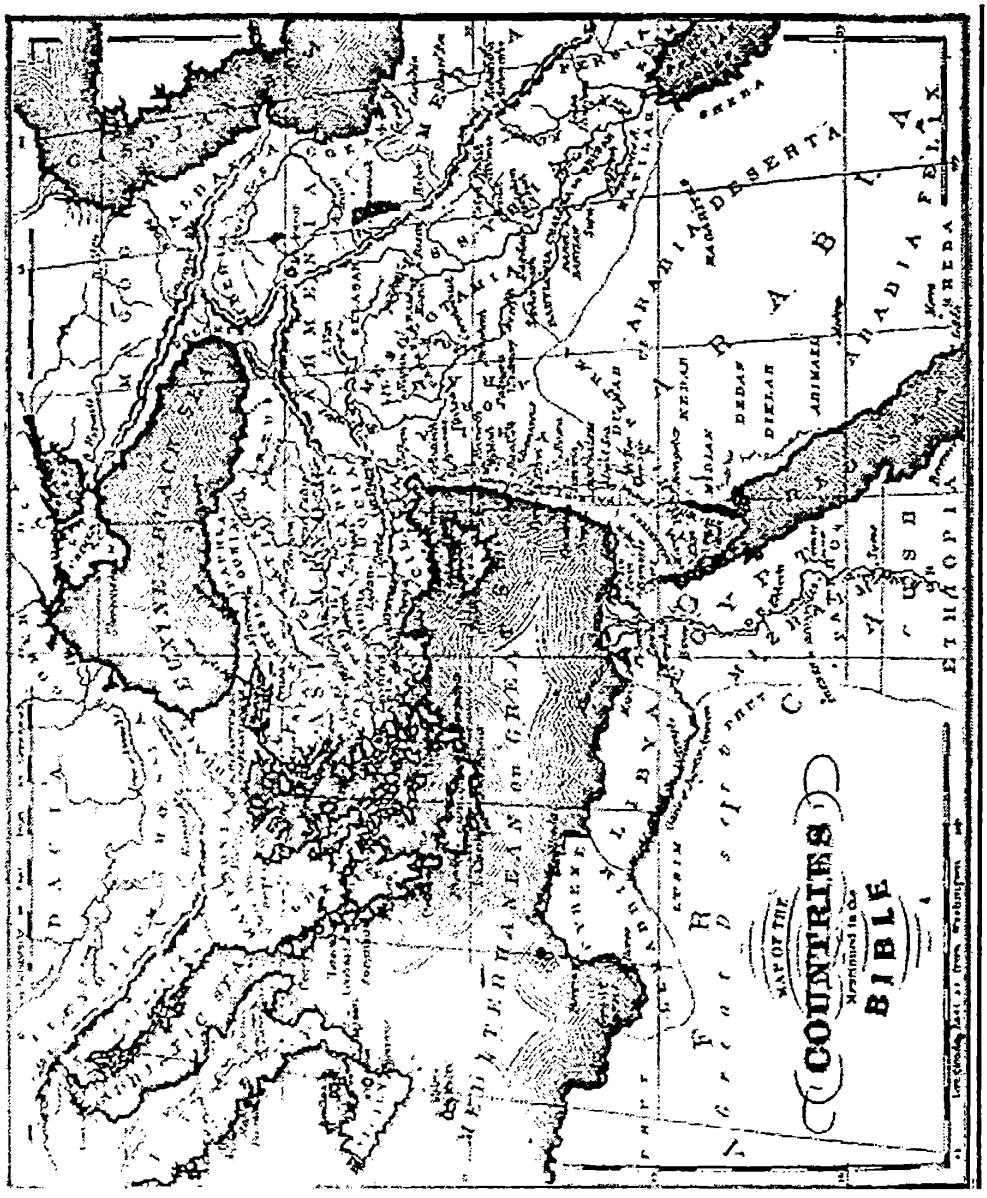
MAP OF THE
COUNTRIES
BIBLE
ARABIA DESERTA
ARABIA FELIX
ETHIOPIA
MEDITERRANEAN SEA
GREECE
ITALY
GALLIA
HISPANIA
MAURITANIA
NUMIDIA
AFRICA
CYRENE
ALEXANDRIA
JERUSALEM
DAMASCUS
BABYLON
NINEVEH
SUSA
PERSIA
INDIA
ARMENIA
PARTHIA
MEDIA
ASSYRIA
CHALDEA
ARABIA
SYRIA
PALESTINE
EGYPT
ARABIA
MESOPOTAMIA
CANAAN
PHOENICIA
ASIA MINOR
CYPRUS
CRETE
RHODES
SICILY
SARDINIA
CORSICA
BALEARIC ISLES
ATLANTIC OCEAN
PERSIAN GULF
RED SEA
INDIAN OCEAN
CASPIAN SEA
BLACK SEA
ARAL SEA
EUPHRATES
TIGRIS
NILE
JORDAN
JORDAN
DEBAR
DIEBAR
ANIMALI
KERAN
MAGNUS
SERRA
MAGNUS
SERRA
MAGNUS
SERRA

ফ্রিমেসনারি

ফ্রিমেসনারির সত্যিকার ইতিহাসের সাথে একটি জাতির ইতিহাসের অনেক অংশে মিল আছে। যে কোন জাতির মতো ফ্রিমেসনারিরও আছে ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ঐতিহাসিক যুগে এই সংগঠনকে নানা রকম সমসাময়িক দলের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়, যাদের নকশা এবং গঠন ছিল একই রকম। এসব দলের সাথে ফ্রিমেসনারির সংযোগকে প্রমাণ করার জন্য পাওয়া যায় নানা দলিল এবং অন্যান্য তথ্য, যে গুলো কোন ঐতিহাসিকই নাকচ করে দিতে পারেননি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা–অর্থাৎ যে যুগে ফ্রিমেসনারির সাথে সংযুক্ত ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী (Pagan) সময়ের রহস্যময় ইতিহাস, সেই সাথে ইলিউসিস (Eleusis), সামোথ্রেস (Samothrace) এবং সিরিয়ার প্রাচীন পুরোহিতগণ–তার সাথে বর্তমানে আমরা যে ফ্রিমেসনারিকে চিনি তার কোন মিলই নেই। সে সময় যা ছিল তা সম্পূর্ণ আলাদা এক বিজ্ঞান, যাকে আমরা বলতে পারি মেসনিক প্রতীকবাদ। এর মাধ্যমেই গঠিত হয় প্রাচীন এবং আধুনিক সংগঠনসমূহের প্রধান ভিত্তি। তাদের বাহ্যিক চেহারায় অমিল থাকলেও সবারই আভ্যন্তরীন রূপ একই ছিল। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফ্রিমেসনারির শেকড়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমাদের সাহায্য করে প্রাচীন বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন চিন্তাধারা, যেগুলো আমাদের কাছ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোন সঠিক দলিল, মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মাটির বুকে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর বিভিন্ন জীবাশ্মের মতোই তাদের কথাগুলো আমাদের কাছে সেই সময়ের অবস্থা বুঝে নিতে সাহায্য করে।

মানুষের তৈরি প্রতিটি সংগঠনই নানাবিধ ছোট এবং বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। তাদের উৎপত্তি এবং তাদের মূলনীতিসমূহ নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি, রক্ষাকর্তা সরকার এবং সংগঠনের সদস্যদের নিজ নিজ অভ্যাস এবং মতামতের উপর। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হওয়া এবং ছাপাখানা চালু হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল গুটিকয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

BanglaBook.org

থাকত। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আর দর্শন নিয়ে কেবল পুরোহিতরাই চিন্তা করত। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষিকাজ। তবে খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে স্থাপত্য হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা। মানুষের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সময় আসে এই শাখার মাধ্যমে। প্রথম যুগের স্থপতিদের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল মনের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারা। তারাই ছিলেন প্রথম প্রাকৃতিক দার্শনিক। এই ধারণায় কোন ভুল নেই যে নিজেদের উন্নতির জন্য তারা একটি সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিলেন। তারা যে স্থাপত্য কীর্তি রেখে গেছেন তার সঠিক কোন নির্মাণকাল ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। ঐতিহ্য আমাদের বলে যে এখন যেমন ফ্রিমেসনরা একত্রিত আছে, সেই সময়েও তারা একই ভাবে একত্রিত হয়েছিল। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার চর্চা প্রথম শুরু হয় মিশরে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে। অন্যান্য জাতি তখনও অজ্ঞানতায় ডুবে ছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং স্থাপত্য অনুশীলনের কাজই শুরু হয়েছিল সবার প্রথমে।

ফ্রিমেসনারি কেবল প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি একটি অনুমাননির্ভর বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তৈরি নয়। এটির মধ্যে ধর্মীয় মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকের ব্যবহারও আছে। সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়, চিরন্তন জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা সবাই পাই, তা মেসনারির মধ্যেও আছে, কেবল প্রতীক এবং রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে। কিন্তু এই শিক্ষামূলক কিংবদন্তী কোথা থেকে এল? সবাই কি তাদের পিতামাতার কাছ থেকে এমন কিংবদন্তী সম্পর্কে শিক্ষা পায়? তথ্য প্রমাণ বলে পায়। যদিও একই কিংবদন্তী নয়, এবং সে সব গল্পের নায়কও সব সময় একই থাকে না, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অনেক কিছু গরমিল হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি কাহিনীরই মূলভাব থাকে এক। এমন এক কিংবদন্তী, যাতে মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা বলা হয়, ধর্মীয় ভাবধারার কথা বলা হয়, শোক এবং আনন্দের বিপরীতমুখি আবেগের কথা বলা হয়।

প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসকে এখনও সঠিকভাবে আমরা বুঝতে পারিনি, তাদের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান বা যুক্তিকে বুঝে ওঠা দূরে থাক। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণাগুলো মানবজাতির অগ্রগতিকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, সেই ধারণাসমূহের জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন রহস্যময় প্রতীকের মধ্যে।

---

১ নির্ঘণ্টের প্রতীক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

BanglaBook.org

প্রাচীন কিংবদন্তী

প্রাচীন কিংবদন্তী সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো তা হলো : মিশরের ওসিরিয় কাহিনী, সিরিয়ার আদোনিসিয় কাহিনী পারস্যের মিথরিয় কাহিনী, থ্রেসের ক্যাবিরিয় কাহিনী, সেল্টদের ড্রুইডিক কাহিনী, গথিকদের মধ্যে প্রচলিত স্ক্যান্ডিনেভিয় কাহিনী, এবং গ্রীসের ডায়োনিসিয় এবং ইলিউসিনিয় কাহিনী।

বহুঈশ্বরবাদীদের প্রতিটি দেবতাই জনসমক্ষে উপাসনার পাশাপাশি একটি গোপন পূজা পেত। এই পূজা অনুষ্ঠানে কেবল তাদেরই অংশ নিতে দেয়া হতো যারা প্রবেশাধিকার বা Initiation পেত। স্ট্রাবো এই নিয়মের প্রমাণ হিসেবে লিখেছেন "গ্রিক এবং বর্বর উভয় পক্ষের মাঝেই এটি সাধারণ নিয়ম ছিল যে তারা বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করত। এই সব অনুষ্ঠান কখনও হতো প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে।" এসব কাহিনীগুলোর মধ্যে একদম প্রথমে আসে "মিশরের আইসিস এবং ওসিরিসের কাহিনী।"

মিশরীয় কাহিনী

মিশরকে বরাবরই ধরা হয় সকল গল্প বা কাহিনীর জন্মস্থান হিসেবে। এখানেই প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা হয়েছিল। এখানেই সত্যকে প্রথম রূপকের চাদরে মোড়ানো হয়, এবং ধর্মের মূল ধারণাসমূহকে তাদের প্রতীকের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মিশর থেকে এই প্রতীকভিত্তিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে গ্রিস, রোম এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে। সেখান থেকে আরও বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে জন্ম হয় এক সংগঠনের, যার নাম ফ্রিমেসনারি। মিশরিয় সমাজে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেত পুরোহিতরা। তাদের মালিকানায় ছিল রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ জমি। তারা ছিল সেই পবিত্র সংঘ যাদের হাতে জাতীয় ধর্মবিশ্বাস, মন্দিরসমূহের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসর্গের লক্ষ্য এবং মিশরীয়দের শিক্ষা ও সাধারণ সংস্কৃতিকে চালিয়ে নেয়ার ভার ছিল। মিশরের এই পুরোহিতরা ছিল এক পবিত্র গোষ্ঠী, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেত পৌরোহিত্যের ভার। রাজ্যের সরকার ব্যবস্থায়ও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, এবং মিশরের রাজারা পুরোহিতদের প্রাথমিক প্রজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

প্রাচীন সমাজসমূহে যে সব রীতিনীতির প্রচলন ছিল তার মাঝে মিশরীয় কাহিনীই সবচেয়ে কঠোর এবং বিশ্বাসযোগ্য। বহু যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল এই রীতি, এবং পুরোহিতরাই ছিল এর একমাত্র শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই তাদের এই প্রয়োজনে শিক্ষিত করা হতো। "মিশরীয়দের শিক্ষা", যেটি মোজেস পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়, সেটি এই কাহিনীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

পিরামিডের দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাসেই রয়েছে রহস্যের চাদর। এর ইতিহাস হচ্ছে এক স্বপ্ন, যাতে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং অতীতের অর্জনসমূহের কথা বলা হয়েছে। এখানেই প্রথম তৈরি হয় এক পূর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্য। গ্রিস, রোম এবং আসিরিয়ার জন্ম হওয়ার অনেক আগে থেকেই মিশর ছিল যুদ্ধ এবং বিজয়ের অবিসংবাদিত নায়ক। অ্যাথেনস নগরী গড়ে উঠেছিল যে প্রস্তরে, যাতে লেখা হয়েছিল ফিডিয়াস (Phidias) এবং প্র্যাক্সিটেলিস (Praxiteles) এর গল্প, মিশরের পূর্ণদশাতেও তাদের ব্যবহার শুরু হয়নি। বিশ্বাসীদের পিতা, আব্রাহাম যখন যাযাবর হয়ে ঘুরতেন এবং তাঁবুতে বসবাস করতেন, তখন মিশরের সিংহাসনে বসতেন একজন ফারাও। এর মাত্র কিছু বছর পরেই ইসমাইলিয় (Ishmaelitish) ব্যবসায়ীরা মসলা, মলম এবং অন্যান্য দ্রব্য উটের পিঠে বোঝাই করে প্রথমবারের মতো গিলিয়াদ থেকে নীলনদের দিকে যাত্রা শুরু করে। তার কয়েক বছর পর মিশর পায় এক বিশাল নিয়মিত সেনাবাহিনী, যুদ্ধের রথ, পদাতিক সৈন্য এবং প্রচুর অশ্বারোহী। আইসিস এবং ওসিরিসের এই মিশরীয় সমাজেই তৈরি হয় এক প্রাচীন অথচ অসাধারণ সভ্যতা। এখানেই জন্ম হয় সে সব ধারণার, যেগুলো পরবর্তীতে মানুষের জীবনের প্রতিটি অংশে স্থান করে নেয়।

এই কাহিনীসমূহের প্রধান দুই চরিত্র হচ্ছে আইসিস এবং ওসিরিস, যারা মিশরের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছেন। তাদের অলৌকিক বৈশিষ্টকে বাদ দিয়ে যদি সাধারণ মানুষের কাতারে নিয়ে আসা হয় তাহলে দেখা যায় যে তারা ছিলেন এই দেশের প্রথম রাজা (ওসিরিস) এবং রানী (আইসিস)। একই সাথে তারা ছিলেন ভাই এবং বোন। উন্নততর বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধির মাধ্যমে তারা সে সময়ের অসভ্য এবং অশিক্ষিত বর্বর অধিবাসীদের কাছে পূজনীয় হয়ে ওঠেন, এবং তাদের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের পথে নিয়ে যান। তাদের নেতৃত্বে অসভ্য অন্ধকারের দেশ আলোকিত হয়, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আইসিস মানুষকে শেখান কি করে লাঙল ধরতে হবে, পাকা শষ্য থেকে রুটি বানাতে হবে। সেই সাথে তিনি ঘর এবং সমাজের জন্য আইন তৈরি করেন, মানুষকে নৈরাজ্য ও সংঘাত থেকে বিরত করেন। ওসিরিস গড়ে তোলেন থিবিস নগর, যার ছিল শত দরজা। মন্দির এবং প্রার্থনার বেদী তৈরি করেন তিনি, পবিত্র ধর্মাচরণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব পবিত্র স্থাপনা সমূহের দেখাশোনা করার জন্য পুরোহিতও নিয়োগ দেন তিনি।

এই সমস্ত অর্জন এবং নিজের জনগণের উপর প্রভাব নিশ্চিত করার পর ওসিরিস এক বিপুল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। আইসিসকে শাসনভার দিয়ে বিশ্বজয়ে বের হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি। "কারণ তার আশা ছিল যে মানুষকে তিনি সভ্য করে তুলতে পারবেন, এবং তাদের জন্তু-

BanglaBook.org

জানোয়ারের মতো জীবন থেকে বের করে আনতে পারবেন।" তিনি এতে সফলও হন, কিন্তু ফিরে আসার পরেই তাকে তার ভাই টাইফন হত্যা করে। এরপর আইসিস আর কখনও বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করেন, এবং নিজের প্রজাদের ন্যায়ের সাথে শাসন করতে মনস্থির করেন। "তার করুণা এবং দয়া ছিল অন্য যে কোন রাজপুত্রের চাইতেও বেশি, তাই মৃত্যুর পর তিনি দেব-দেবীদের মাঝে স্থান পেয়েছিলেন। স্বর্গীয় আজ্ঞা অনুসারে তাকে মেমফিসে সমাহিত করা হলো, যেখানে এখনও ভালকান উপত্যকায় তার সমাধি দেখা যায়।"

ওসিরিস যে পবিত্র ধর্মাচরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীতে তার অনেক পরিবর্তন আসে, এবং শেষ পর্যন্ত তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রিসের ইলিউসিসে রক্ষিত কপি অনুসারে এই দুই অংশকে বলা হতো 'বড়' এবং 'ছোট'। প্রথমটি ছিল ওসিরিসের কাহিনী, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হতো আইসিসের কাহিনী। দ্বিতীয় কাহিনীটি ছিল প্রথম কাহিনীর মাঝে লুকায়িত গোপন জ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

বড় কাহিনীতে দেয়া হয়ছে ওসিরিসের ইতিহাসের প্রতীক উপাখ্যান, যাকে মিশরীয়রা নিজেদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র জ্ঞান বলে বিবেচনা করত। হেরোডোটাস এবং অন্যান্য প্রাচীন লেখকরাও এই বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। এই জ্ঞানের প্রবেশাধিকার পাওয়া ছিল পুরোহিতদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। যদিও তাদের মধ্যে সবাই এর অধিকার পেত না, কেবল সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, এবং জ্ঞান ও দক্ষতায় উৎকর্ষের অধিকারী পুরোহিতরাই ছিল এর দাবীদার।

মিশরীয় কাহিনীর মূল পটভূমি হচ্ছে মেমফিস, এবং বিশাল পিরামিডের আশপাশের এলাকা। এই কাহিনীতে বলা হয় মিশরের রাজা ওসিরিস তার স্ত্রী আইসিসের শাসনভারে রাজ্যকে রেখে তিন বছর ধরে অন্যান্য জাতিকে সভ্যতার পাঠ দান অভিযানে বের হন। এই সময় তার ভাই টাইফন গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাকে সিংহাসন থেকে উৎখাত এবং ধ্বংস করার। ফিরে আসার পর ওসিরিসকে টাইফন নভেম্বর মাসে এক উৎসবে নিমন্ত্রণ করে, যেখানে তার সঙ্গীরা সবাই উপস্থিত ছিল। এখানে টাইফন সোনার তৈরি একটি সিন্দুক হাজির করে, এবং বলে যে যার শরীর এই সিন্দুকে ঠিকভাবে এটে যাবে তাকে এটি দান করা হবে। এই কথা শুনে ওসিরিস আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সিন্দুকের ভেতর ঢুকে পড়েন। কিন্তু সাথে সাথে টাইফন সিন্দুকের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সিন্দুকটি ফেলে দেয় নীলনদে। ওসিরিসের দেহ নিয়ে সিন্দুকটি দীর্ঘ সময় ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বিবলোসে (Byblos) এসে পড়ে, এবং একটি ট্যামারিস্ক (Tamarisk) গাছের নিচে আটকে যায়। স্বামীকে হারিয়ে

BanglaBook.org

শোকার্ত আইসিস পুরো পৃথিবী তন্ন তন্ন করে তার মৃতদেহকে খুঁজতে থাকেন। অনেক অভিযানের পর সিন্দুকটি অবশেষে খুঁজে পান এবং সেটি নিয়ে আবার মিশরে ফিরে আসেন। তারপর প্রভূত আনন্দ এবং উল্লাসের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে ওসিরিস মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন, এবং দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় এই কাহিনীরই সামান্য এদিক ওদিক পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে এটিই ওসিরিসের গল্পের সারমর্ম।

প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানের যে অংশটি জনসমক্ষে করা হতো সেখানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখানো হতো। প্রথমে দেখানো হতো যে একটি বাক্স বা কফিনে করে একটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা বহন করছে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্তরা। এই অংশকে বলা হতো অ্যাফানিজম (Aphanism) বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। ওসিরিসের জন্য শোকের মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রথম অংশ বা আইসিসের অংশের শেষ হতো। উৎসবের তৃতীয় দিনে পুরোহিত এবং অন্যান্যরা কফিনকে বয়ে নিয়ে যত নীলনদের কাছে। কফিনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে থাকত একটি সোনার পাত্র। এই পাত্রে নদী থেকে পানি ভরা হতো। তারপর তারা এই বলে উল্লাস করতঃ "আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি, এখন আমাদের আনন্দের সময়।" মৃত ওসিরিস হেডিস (Hades) থেকে ফিরে এসেছেন এবং জীবিত হয়েছেন বলে দাবি করত তারা। এই আনন্দের মাধ্যমে সমাপ্তি হতো দ্বিতীয় অংশের, বা ওসিরিসের কাহিনীর। মেসনিক ব্যবস্থার হিরামিক কিংবদন্তীর সাথে এই ইতিহাসের মিল লক্ষ্যণীয়, এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ সহজেই বোঝা যায়। ওসিরিস এবং টাইফন হচ্ছে ভাল ও খারাপ–এই দুই বিপরীতমুখী স্বত্বার প্রতিনিধি, যাদের আরও তুলনা করা যায় আলো ও আঁধার, জীবন ও মৃত্যুর সাথে।

ওসিরিস হচ্ছেন একজন মিশরীয় দেবতা, যাকে ষাঁড়ের প্রতীকে পূজা করা হতো। সকল ভাল এবং সূর্যকিরণের দেবতা হিসেবে ধরা হতো তাকে, এবং এর ইতিহাসে জড়িয়ে ছিল পবিত্র ত্রয়ী–ওসিরিস, আইসিস এবং হোরাস (তাদের পুত্র)। কিছু কিছু মিশরীয় গবেষক তাকে একজন নদী দেবতার সাথে তুলনা করেন, এবং নাম দেন নাইলাস, কিন্তু সত্যি কথা বলতে ওসিরিস হচ্ছেন পুরষসত্তার প্রতিনিধি। প্রকৃতির উৎপাদন ক্ষমতার প্রতীক; যেখানে আইসিস প্রতিনিধিত্ব করতেন নারী সত্তা, অর্থাৎ উর্বরতার। এর ফলে, ওসিরিসকে যদি সূর্য ধরা হতো তাহলে আইসিস ছিলেন পৃথিবী, যা সূর্যের আলোতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ওসিরিস যদি হন নীলনদ, তাহলে আইসিস হচ্ছেন মিশর দেশ, যা নীলের জোয়ারে উর্বর হয়ে উঠত।

গত কয়েক বছরে মিশরীয় কাহিনীর উপর অনেক গবেষকই আলোকপাত করেছেন। প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর একটি উৎসব ছিল "ধর্মীয় স্থান বা বস্তুসমূহের

BanglaBook.org

শোভাযাত্রা" (Procession of Shrines), যার কথা বলা হয়েছে রোজেটা স্টোনে (Rosetta Stone), এবং ছবি আঁকা হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরের দেয়ালে। এতে দেখা যায়, ধর্মীয় বস্তুগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সিন্দুক বা আর্ক (Ark), যাকে পুরোহিতরা ধাতব রিঙের মাঝ দিয়ে ঢোকানো লাঠির সাহায্যে বহন করছে। একে এভাবেই মন্দিরে নিয়ে এসে একটি বেদীর উপর রাখা হতো, যাতে এর সামনে ধর্মীয় আচারসমূহ পালন করা যায়। সিন্দুকের মধ্যে বেশ কিছু জিনিস থাকত, যার সবই ছিল ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কখনও এর মধ্যে থাকত জীবন ও সাম্যতার প্রতীকসমূহ, কখনও পবিত্র গুবরে পোকা, অথবা সূর্যের প্রতীক। তার সাথে সর্বক্ষেত্রেই থাকত সত্য ও ন্যায়বিচারের দেবী থিম (Theme) এর দুটি প্রতীক, যারা সিন্দুকটিকে নিজেদের পাখা দিয়ে ঢেকে রাখত। মিশরীয় এবং হিব্রু আর্কের মধ্যে এই মিল নিশ্চয়ই নেহাত কাকতালীয় কিছু নয়।

সিরিয়ার আদোনিসিয় কাহিনী :

আদোনিসের কাহিনী, যাকে স্থানীয় সিরিয়রা বর্ণনা করেছে, তার সাথে অনেক অংশেই ফ্রিমেসনরির ইতিহাস এবং উৎসের বিবরণের মিল পাওয়া যায়। এই কাহিনীর মূল জন্মস্থান ছিল বিবলোস, ফিনিসিয়ার একটি শহর। ভূমধ্যসাগরের তীরে, বৈরুতের উত্তরে লেবানন পর্বতের তীরে এই শহর অবস্থিত ছিল। এর হিব্রু নাম ছিল গেবাল এবং এর অধিবাসীদের বলা হতো গিবলিয় (Giblites or Giblemites), যাদের বাইবেলের বুক অভ কিংস অংশে বর্ণনা করা হয়েছে রাজা সলোমন কতৃক নিয়োগকৃত পাথর খোদাইকারী হিসেবে। এর ফলে আন্দাজ করা যায় যে রাজা সলোমনের প্রথম টেম্পল বা মন্দিরের নির্মাতাদের সাথে বিবলোস শহরের অধিবাসীদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বলা হয় যে এই কাহিনীর প্রথম জন্ম হয়েছিল ব্যাবিলনে, তারপর তা পৌঁছে গিয়েছিল সিরিয়ায়। তবে প্রধান পিঠস্থান ছিল বিবলোস।

আদোনিসের কাহিনীতে বলা হয়ঃ আদোনিস ছিলেন সাইপ্রাসের রাজা। তিনি দেখতে এত বেশি সুদর্শন ছিলেন যে ভেনাস (ভালবাসার দেবী) তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে নিজের প্রিয়পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এক দিন আদোনিস, যিনি ছিলেন এক সাহসী শিকারী; লেবানন পর্বতে একটি বুনো শুকরের হাতে আহত হন এবং মারা যান। ভেনাস তার প্রিয়পাত্রের সাহায্যে এগিয়ে আসেন ঠিকই, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যায় তখন। আদোনিস তখন মারা গেছেন। মৃত্যুর পর তাকে পাতালে পাঠানো হয়, যেখানে প্রোসেরপাইন (হেডিসের রানী) ও ভেনাসের মতোই আদোনিসের প্রেমে পড়ে যান এবং ভেনাসের অনুরোধে অসম্মতি জানিয়ে আদোনিসকে মর্ত্যে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। বেদনার্ত ভেনাসের আর্তি একসময় জুপিটার (সকল

BanglaBook.org

মানুষ এবং দেবতার পিতা) এর কানে পৌঁছায়। দুই দেবীর মাঝে বিবাদের অবসান করার লক্ষ্যে তিনি নির্দেশ দেন যে আদোনিস ছয় মাস থাকবেন প্রোসেরপাইনের কাছে, এবং ছয় মাস থাকবেন ভেনাসের কাছে।

আদোনিস নদী বছরের যে সময়ে বন্যায় ফুলে উঠতে শুরু করত, সেই সময় শুরু হতো উৎসব। এটি হচ্ছে সিরিয়ার একটি ছোট্ট নদী, যেটি লেবানন পর্বতে জন্ম নিয়ে বিবলোসের কয়েক মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। প্রতি বছর বৃষ্টি হওয়ার পরেই নদীতে বন্যা হয়, এবং সেই বন্যার পানির রঙ হয় গাঢ় লাল। এর পেছনে কারণ হচ্ছে এর উৎপত্তিস্থলের লাল মাটি। নদীর এই লাল রঙ সাগরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আদোনিসের উপাসকরা বিশ্বাস করত যে নদীর পানি লাল হয়ে যাওয়া হচ্ছে আদোনিসের রক্তের চিহ্ন। ইসরায়েলিয়রা তাকে বলত থামুজ (Thammuz)।

আদোনিসের কিংবদন্তী নিয়ে এই উৎসব পালন করা হতো সমস্ত সিরিয়া জুড়ে, এবং এর মাধ্যমেই টায়ার এর ডায়োনিসিয় স্থপতিদের অনুষ্ঠানসমূহ রূপলাভ করেছিল। ডায়োনিসিয়দের মাধ্যমে এটি জুডিয়াতেও বিস্তৃতি লাভ করে। পবিত্র ধর্মাচারসমূহ শুরু হতো আদোনিসের জন্য শোকপ্রকাশের মাধ্যমে। এসময় অনেকেই নিজেদের উপর শারীরিক অত্যাচারও চালাত। তারপর আসত উৎসবের উদ্‌যাপন করার পালা। শোকের শেষ দিনগুলোতে দেবতার সম্মানে নানা রকম আচার পালন করা হতো। শেষ দিনে আদোনিসের পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করা হতো এবং নানা রকম আনন্দের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হতো। এই উৎসবসমূহে যা যা দেখানো হতো তার মধ্যে ছিল ভেনাসের শোক, আদোনিসের মৃত্যু এবং তার পুনরুত্থান। আদোনিস এবং হিরামের কাহিনীর মধ্যে যে মিল রয়েছে, তা একজন ফ্রিমেসন তার নিজের সংগঠনের মধ্যেও স্পষ্ট দেখতে পায়।

BanglaBook.org

ডায়োনিসিয় কাহিনী

ডায়োনিসিয় কাহিনীর এই অংশের জন্মস্থান ছিল সমগ্র গ্রীস এবং এশিয়া মাইনর, তবে বিশেষ করে অ্যাথেনস। সেখানে এই কিংবদন্তীর সালের হিসাবও রাখা হতো। ১৪১৫ খ্রিস্টপূর্বে মিশরীয় বসতিস্থাপনকারীদের মাধ্যমে গ্রীসে এই উৎসবের শুরু হয়। বাইবেলে বলা সময়কাল অনুযায়ী, তাদের অনেকেই ১৭৬০ খ্রিস্টপূর্ব বা তারও আগে থেকে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। এই কাহিনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে ব্যাক্কাস (Bacchus) এর নাম, যাকে গ্রিকরা বলত ডায়োনিসাস (Dionysus)। প্রায় তিনশ বছর পর এক দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে, যার ফলে গ্রীস থেকে এশিয়া

মাইনরেও ডায়োনিসিয় কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। তবে এরপর অ্যাথেনসবাসীরা একে নানাভাবে পরিবর্তন করে ফেলে।

এই কাহিনীতে ডায়োনিসাসকে টাইটানদের হাতে নিহত হতে দেখা যায়। এর ফলে মিশরীয় কাহিনীর ওসিরিসের সাথে তার মিল খুঁজে পাই আমরা, যিনি তার ভাই টাইফনের হাতে নিহত হয়েছিলেন। ফ্রিমেসনরির আচারসমূহের কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে ডায়োনিসিয় রীতিনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ। হিরাম এবং ডায়োনিসাস–এই দুই নাম তাদের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় একই ধারণা তুলে ধরে। প্রবেশাধিকারের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হতো অন্ধকার, প্রাণহীন এবং ঠাণ্ডা উত্তর থেকে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ পুবের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা, যাকে বলা যায় তীর্থযাত্রার সমান। এই সমস্ত কাহিনীতে যে নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ওসিরিসের কাহিনীর সাথে একইভাবে মিলে যায়।

রাজা সলোমনের সময় ফিনিশিয়ার প্রাচীন নগরী টায়ারকে ধরা হতো রাজা হিরামের বাসস্থান হিসেবে। রাজা সলোমন এবং তার পিতা ডেভিড উভয়েই হিরামের নিকট জেরুজালেমের প্রার্থনামন্দির নির্মাণের জন্য ঋণী ছিলেন।

টায়ারের অধিবাসীরা ছিল তাদের নির্মাণ দক্ষতার জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে কাঁসা এবং অন্যান্য ধাতু নিয়ে কাজ করায় তাদের খ্যাতি ছিল। বলা হতো যে এই শহর হচ্ছে ডায়োনিসিয় স্থপতিদের ভ্রাতৃসংঘের (Fraternity of Dionysian Architects) প্রধান পিঠস্থান। ব্যাক্কাস বা ডায়োনিসাসের পুরোহিতরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন স্থাপত্যের কাজে, এবং এই সমাজকে তারাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল কেবল মন্দির এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবন নির্মাণ করা। ডায়োনিসিয় কাহিনীর গোপন বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তারা, এবং তাদের সবাইকে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছিল। শারীরিক পরিশ্রম এবং দেখাশোনার কাজের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, যার প্রতিটির দায়িত্ব নিত একজন মাস্টার এবং কয়েকজন ওয়ারডেন। তাদের উৎসবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব আচার পালন করা হতো তা এখনও ফ্রিমেসনদের মধ্যে দেখা যায়। ফ্রিমেসনদের মতোই তারাও একটি সার্বজনীন ভাষা ব্যবহার করত, যার মাধ্যমে একজন ব্রাদার বা ফ্রিমেসনরি সদস্য আরেকজনকে এমনকি অন্ধকারেও চিনতে পারত। এর ফলে ভারত, পারস্য এবং সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সদস্যরা একই ভ্রাতৃসংঘের আওতায় এসেছিল। টায়ারে এই সংঘের অস্তিত্বের কথা পুরো পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত। সলোমনের মন্দির নির্মাণের সময়ই এটি গড়ে উঠেছিল। এবং বিধবার পুত্র হিরাম, যাকে সলোমন মন্দিরের নির্মাতাদের প্রধান পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত এই সংঘের সদস্য ছিলেন। এখান থেকে এটিও যৌক্তিকভাবে অনুমান করা যায় যে ডায়োনিসিয় স্থপতিদের টায়ারের রাজা হিরামই

BanglaBook.org

পাঠিয়েছিলেন, রাজা সলোমনকে তার মন্দির নির্মাণে সাহায্য করার জন্য, যাকে জিহোভা এর নামে উৎসর্গ করা হয়। তাদের সঙ্গের ইহুদী নির্মাতাদের মধ্যেও তারা নিজ নিজ ধারণার প্রসার ঘটায়। তবে তাদের সন্ধির ফলে ডায়োনিসিয় কাহিনীতে পরিবর্তন আসতে থাকে, এবং কালক্রমে জন্ম হয় মেসনদের সত্যিকারের কাহিনীর, বা কিংবদন্তীর। যদিও এটি নিছক অনুমান বলে গৃহিত, কিন্তু লাওরি, অলিভার এবং অন্যান্য লেখকরা একে সত্যি বলেই মত দিয়েছেন। এর পক্ষে কোন দলিল পাওয়া না গেলেও ধারণাটি যৌক্তিক, এবং এর মাঝে অপ্রয়োজনীয় বা অসম্ভব কিছু আছে বলে মনে হয় না। একে মেনে নিলে বরং পাওয়া যায় বহু-ঈশ্বরবাদ এবং ইহুদী ধর্মীয় কাহিনীর মাঝে একটি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

ইলিউসিনিয় কাহিনী

এই কাহিনীর জন্মলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ১৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব, ইরেকথিয়াসের (Erectheus) রাজত্বের সময়। অক্সফোর্ডে রক্ষিত একটি মার্বেল খণ্ড থেকে এই সালটি সম্পর্কে জানা যায়। জেরুজালেমে ডেভিডের শাসনকাল শুরু হয় এর তিন শ বছর পর, প্রথম অলিম্পিয়াডের ঘটনা ঘটে ছয় শ বছর পর। প্রথম অলিম্পিয়াড থেকেই শুরু হয় সত্যিকার গ্রিক ইতিহাস। গ্রিসের অ্যাথেনসের ইলিউসিস নামক এক গ্রামে অনুষ্ঠিত হতো এই আয়োজন। মিশরীয় কাহিনীর মতো এই কাহিনীও দুই ভাগে বিভক্ত–বড় এবং ছোট। ছোট কাহিনীকে উদ্‌যাপন করা হতো ইলিসাস এর তীরে, যার পানি ছিল উপাসকদের পবিত্র হওয়ার জন্য একটি মাধ্যম। আর বড় কাহিনীর উপাসনা হতো ইলিউসিসের মন্দিরে। বেশিরভাগ জনগণই তা দেখতে পেত, তবে গোপন কিছু আচারের সাক্ষী হতো কেবল নির্বাচিতরা। এই অনুষ্ঠান উৎসর্গ করা হতো দিমিতার (Demetar) অর্থাৎ রোমানদের সেরেসের (Ceres) কাছে। গ্রিকরা তাকে উর্বর মাটির প্রতীক হিসেবে পূজা করত, এবং এই কাহিনীর মধ্যেই তুলে ধরা হয়েছিল পার্সিফোনির (Persephone) পরাজয় এবং উত্থান। সেই সাথে ঈশ্বরের একাত্মতা ও আত্মার অমরত্বের কথাও বলা হতো। এই চিত্রায়ন, গোপন চিহ্ন এবং সংলাপের মধ্য দিয়েই কাহিনী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে গোপন এক বন্ধনও তৈরি হয়েছিল এই গোপনীয়তার ফলে, যা স্থায়ী হয় রোমান সাম্রাজ্য পতনের আগ পর্যন্ত। মধ্য যুগের ধর্মীয় আচরণসমূহের উপর এর প্রভাব ছিল শক্তিশালী। আধুনিক ফ্রিমেসনরির প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানের সাথে এদের যে মিল আছে তা উভয় দিকেই স্পষ্ট। যদিও এই ঐতিহাসিক সংযোগের পক্ষে সকল প্রমাণ খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, হয়তো অসাধ্যও বটে।

BanglaBook.org

মিথরাসের কাহিনী

প্রাচীন কাহিনীসমূহের অধ্যে মিথরাসের কাহিনীই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং গবেষণার যোগ্য, যাতে বলা হয়েছে পারস্যের দেবতা মিথরাসের (Mithras) কথা। এই কাহিনীকে সম্ভবত জেরাদাশত বা জোরোয়াস্টার মিশর থেকে নিয়ে এসে প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদের মধ্যে একটি ধর্মের প্রধান ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মিথরাসের অন্যান্য পরিচয় সম্পর্কে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে পারসিকরা, যারা প্রথম তার কাহিনীর উপাসনা করেছিল, তারা বলত যে মিথরাস হলেন সূর্যদেবতা। আলোর দেবতা হিসেবে তাকে পূজা করত তারা। মিথরাসের কাহিনীর উদ্‌যাপন করা হতো কেবল গুহার ভেতর। একে সাতটি স্তরে ভাগ করা হতো, এবং প্রতিটি স্তরে অনুশীলন হতো কঠিন প্রতিজ্ঞা এবং সাহসের। মিথরাসের কাহিনী পারস্য থেকে এক পর্যায়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, এবং পম্পেই-এর সময়কালে (৮৭-৪৮ খ্রিস্টপূর্ব) রোমে প্রবেশ করে। এখানে তারা ৩৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বেড়ে চলে। তারপর সিনেটের আজ্ঞায় তাদের নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাদের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট গুহাটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাদুঘরে যে সব মিথরিয় প্রতীক এবং স্তম্ভ রয়েছে সেগুলো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মিথরিয় প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানে শিক্ষণীয় ধারণাসমূহের মধ্যে একটি ছিল আত্মার অমরত্ব।

অন্যান্য কাহিনীর বর্ণনা দিতে গেলে কেবল উপরোক্ত বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি করা হবে। এই সব কাহিনীই জন্ম নিয়েছিল মিশরে, তাই তাকেই এই জ্ঞানধারার সূচনা বলে ধরা যায়। প্রতিটি কাহিনীতে রয়েছে নানা কিংবদন্তী, যেগুলো প্রত্যেকেই আলাদা, কিন্তু সাধারণ বিচারে কাকতালীয় মিলও প্রচুর আছে তাদের মধ্যে। এ পর্যন্ত আলোচনার পর এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই কাহিনীসমূহের সত্যিকারের সমাপ্তি এবং মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতে, এই কাহিনীসমূহের মাধ্যমেই অসভ্য জাতিগোষ্ঠিরা সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছিল। তাদের রক্তপিপাসু প্রকৃতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে, সামাজিক জীবে পরিণত হয় তারা। মানুষের জন্য যোগ্য জীবনযাপনে আগ্রহী হয়। আর এটাই ছিল প্রতীকবাদ এবং নানা কাহিনীর মাধ্যমে শেখানো প্রাচীন কিংবদন্তীর মূল ফলাফল।

ইসরায়েলিয় (Israelites)

ইসরায়েল (হিব্রু Yisrael, যার অর্থ "ঈশ্বরের কাছে যিনি রাজপুত্র") নামটি দেয়া হয়েছিল জ্যাকব (Jacob) কে, যখন তিনি পেনিয়েলে এক দেবদূতের সাথে হাতাহাতি লড়াই করেছিলেন (বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে বর্ণিত)। সেখান থেকেই তার বংশধরদের নাম হয় ইসরায়েলিয়।

মেনেপটা

মিশর। উত্তর আফ্রিকার এক বিখ্যাত দেশ, যার পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। হিব্রুরা একে বলত মিজরাইন (Mizrain), এবং আরবরা বলত মিজর (Mizr); গ্রিক এবং রোমানরা বলত ইজিপ্টাস (Egyptus), যেখান থেকে এসেছে Egypt নামটি। কিন্তু এই ইজিপ্টাস নামের উৎপত্তি অজানা।

রামেসিসের পর মিশরের সিংহাসনে বসেন রাজা মেনেপ্টা। ঐতিহাসিকরা এখন একমত যে তিনিই সেই ফারাও, যার কথা ইসরায়েলিয়দের দেশত্যাগের ঘটনার সময় বলা হয়েছে বাইবেলে। এই বিখ্যাত জাতির শুরুটা ছিল উর নগর থেকে, যা আব্রাহামের জন্মস্থান। এর অন্য নাম ছিল "Ur of the Chaldees" বা চালডিসের উর। আব্রাহাম যখন তাকে প্রতিশ্রুত দেশ কেনানের (Canaan) দিকে তার জাতিকে নিয়ে রওনা দিলেন, তখনই এই জাতির উদ্ভব।

আব্রাহাম ছিলেন শেম এর বংশধর, এবং তেরাহ এর পুত্র। ১৯৯৬ খ্রিস্টপূর্ব এ তার জন্ম। ১৯২২ খ্রিস্টপূর্বে তিনি রওনা দেন মেসোপটেমিয়ার হারানের (Haran) উদ্দেশ্যে। এটি হচ্ছে ইউফ্রেটিসের উত্তর-পুবে অবস্থিত একটি এলাকা। তার সাথে ছিলেন তার পিতা, স্ত্রী সারাই, ভাই নাহর এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র লত, যে ঘটনার কথা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার বাবা এর পরপরই মারা যান। স্ত্রী এবং ভাইপোকে নিয়ে যাযাবর মেষপালক রূপে প্রতিশ্রুত দেশ কেনানে প্রবেশ করেন তিনি। শেকেমে (Shechem) কিছু সময় থাকার পর নিজের রীতি অনুযায়ী এখানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি বেদী তৈরি করেন তিনি। পানি এবং চারণভূমির সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক পর্যায়ে খরার মুখোমুখি হতে হয় তাকে, এবং মিশরের দিকে সরে যান। ১৯১৮ খ্রিস্টপূর্ব এ হৃষ্টপুষ্ট এবং বৃহত্তর ভেড়ার পাল নিয়ে ফিরে আসেন

BanglaBook.org

তিনি, এবং লতকে জর্ডানের সডোম উপত্যকার উর্বর জমিতে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দেন। নিজে তাবু ফেলেন মামর (Mamre) এ, যা কেনান উপত্যকায় পরিচিত ছিল হেবরন বলে। এখানে তার বংশধারা পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ধার্মিক স্বভাব এবং জ্ঞানের জন্য আব্রাহাম পরিচিত ছিলেন সবার কাছে, এবং তাকে বলা হতো ঈশ্বরের বন্ধু। তার স্ত্রী সারাই বন্ধ্যা ছিলেন, যে কারণে হাজার (Hagar) নামক এক মিশরীয় দাসীকে স্বামী আব্রামের কাছে পাঠান তিনি। ১৯১০ খ্রিস্টপূর্ব এ তার গর্ভে জন্ম হয় ইশমায়েলের (Ishmael)। এর আগে তার নাম ছিল আব্রাম। ঈশ্বর আব্রামকে নির্দেশ পাঠান তার নাম বদলে আব্রাহাম রাখার জন্য। সেই সাথে আরও বলা হয় খতনা চালু করার কথা, এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে সারাইয়ের গর্ভে ইসাক (Isaac) এর জন্ম হবে। সারাইকে আব্রাহাম সারাহ বলে ডাকতেন। ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৯৬ খ্রিস্টপূর্ব এ জন্ম হয় ইসাকের, যখন তার পিতা এবং মাতা উভয়েই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আব্রাহামের বয়স তখন এক শ, সারাহ-এর নব্বই। ১৮৫৯ খ্রিস্টপূর্ব এ সারাহ মারা যান এবং পাঁচ বছর পর আব্রাহাম কেতুরাহ (Keturah) কে বিয়ে করেন, যার গর্ভে তার ছয়টি ছেলে হয়। তার মৃত্যু হয় ১৮২১ খ্রিস্টপূর্ব এ, এক শ পঁচাত্তর বছর বয়সে। তার দুই পুত্র ইসাক এবং ইশমায়েল তাকে এফরনের মাঠে, মাকপেলাহ (Machpelah) নামক এক গুহায় সমাহিত করেন।

চল্লিশ বছর বয়সে রেবেকা নামে নিজের এক আত্মীয়কে বিয়ে করেন ইসাক, যার গর্ভে তার যমজ পুত্রের জন্ম হয়—এসাউ (Esau) এবং জ্যাকব (Jacob)। পরবর্তীতে জ্যাকবই ইসরায়েল নামে পরিচিত হয়। তাদের জন্ম হয়েছিল ১৮৩৬ সালে, কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা থেকে জন্মস্থান জানার কোন উপায় নেই। শুধু আন্দাজ করা যায় যে এটি ছিল কেনান প্রদেশের দক্ষিণ অংশে, অথবা নেগেব (Negeb) অঞ্চলে। এসাউ ছিলেন প্রথম সন্তান, সে কারণে পিতার প্রিয়পাত্র। কিন্তু মায়ের সাহায্যে জ্যাকব অনেক অল্প বয়সেই উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হন, এবং এসাউ-এর ক্রোধের ভয়ে তার পিতামাতা তাকে মেসোপটেমিয়ার হারান-এ বসবাসকারী চাচা লাবানের এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এখানে জ্যাকব তার চাচাতো বোন লিয়াহ এবং র‍্যাচেলকে বিয়ে করেন এবং বিশ বছর বসবাস করেন। মেষপালনের মাধ্যমে স্বচ্ছল হয়ে ওঠেন তিনি। তারপর নিজের পরিবার এবং সম্পদ নিয়ে কেনানে ফিরে আসেন জ্যাকব। বাড়ির কাছে আসতেই ভাই এসাউ-এর সাথে দেখা হয় তার, এবং বেশ নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে দুজনের মিল হয়ে যায়। ১৭১৬ খ্রিস্টপূর্ব-এ ইসাক হেবরনে মারা যান। তখন তার বয়স হয়েছিল এক শ আশি বছর। তাকে মাকপেলাহ-এর গুহায়, তার বাবার সাথে সমাহিত করা হয়। তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের এক যাযাবর মেষপালক, যার জীবন ছিল ধর্ম এবং পূণ্যে ভরা।

BanglaBook.org

জ্যাকবের বারো ছেলের মধ্যে একজন ছিলেন জোসেফ (Joseph), যার জন্ম হয়েছিল ১৭৪৫ খ্রিস্টপূর্বে, মেসোপটেমিয়ার হারানে। তিনি ছিলেন তার পিতার প্রিয়পাত্র, যে কারণে তার ভাইরা তাকে হিংসা করত। দুটি স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের ঈর্ষা আরও বৃদ্ধি পায়, যেখানে ভবিষ্যতে জোসেফের বিখ্যাত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এর ফলে তারা জোসেফকে একদল মিদিয়ানিয় (Midianite) ব্যবসায়ীর কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। ব্যবসায়ীরা তাকে মিশরে নিয়ে যায় এবং রাজার একজন কর্মকর্তা, পোটিফারের (Potiphar) কাছে বিক্রি করে দেয়। মিদিয়ানিয় ব্যবসায়ীরা ছিল প্রাচীন এক আরব গোত্র, এবং মিদিয়ানের বংশধর। তাদের সাধারণত দেখা যেত মোয়াবের দক্ষিণে, এবং সিনাই পর্বত পর্যন্ত ছিল তাদের চলাচলের সীমানা। মনিবের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হন জোসেফ, যার ফলশ্রুতিতে তিনি পোটিফারের সকল সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব পান। কিন্তু পোটিফারের স্ত্রীর কাছ থেকে অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তার নামে অপবাদ দেয়া হয়, এবং জেলে যেতে হয় তাকে। এখানে তিনি দুই সহ-বন্দীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন, যারা ছিল ফারাও-এর প্রধান রুটিপ্রস্তুতকারক এবং প্রধান খাবার সরবরাহকারী। তার ভবিষ্যদ্বানী যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় তখন খাবার সরবরাহকারী তাকে ফারাও-এর কাছে নিয়ে যায়। ফারাও-এর দুটি স্বপ্নের অর্থ বলে দেন তিনি, যা ছিল সাত বছরের প্রাচুর্যের পর সাত বছরের খরার পূর্বাভাষ। তরুণ হিব্রুর কাছ থেকে এই কথা শুনে ফারাও এতই বিস্মিত হন যে আসন্ন খরার জন্য তিনি সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এবং তাকে পুরো প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জোসেফের সকল পদক্ষেপই রাজা এবং তার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, এবং খরার জন্য যথেষ্ট রসদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই খরা আশপাশের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, ফলে জ্যাকব তার ছেলেদের পাঠান মিশরীয় শস্যভাণ্ডার থেকে খাদ্য কিনে আনতে। সেখানে জোসেফের মুখোমুখি হয় তার ভাইরা। নিজের ভাইদের চিনতে পারেন তিনি, এবং পূর্বের সকল ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তার নির্দেশে পরিবারের সত্তুরজন সদস্যকে নিয়ে এসে মিশরের গোশেন (Goshen) এ পুনর্বাসিত করা হয় (এটি ছিল ১৭০৬[২] খ্রিস্টপূর্বের ঘটনা)। এখানে প্রায় দুই শ পনেরো বছর যাবত তার পরিবার বসবাস করে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। ওন (On) বা হেলিওপোলিসের (Heliopolis) এর প্রধান পুরোহিতের কন্যাকে বিয়ে করেন জোসেফ, যার গর্ভে তার দুই পুত্র–মানাসেহ (Manasseh) এবং এফ্রাইমের (Ephraim) জন্ম হয়, যারা নিজ নিজ নামে দুটি

---

২ এই তারিখ নিয়ে সন্দেহ আছে। কোন কোন লেখকদের মতে এটি হবে ১৫৫০ খ্রিস্ট পূর্ব।

গোত্র প্রতিষ্ঠা করে। ভবিষ্যৎ ইসরায়েল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্রে পরিণত হয় তারা। ১৬৩৫ খ্রিস্টপূর্বে এক শ দশ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত নিজের প্রভাব ধরে রাখেন জোসেফ। তার দেহকে সংরক্ষিত করে রাখা হয় এবং দেশত্যাগের ঘটনার সময় প্যালেস্টাইনের শেকেমে সমাহিত করা হয়। এখনও তার সমাধি দেখা যায় সেখানে।

১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরে মারা যান জ্যাকব, যখন তার বয়স ছিল এক শ সাতচল্লিশ বছর। তার দেহকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত করা হয় এবং হেবরনের নিকট আব্রাহামের সমাধিতে সমাহিত করা হয়।

ইসরায়েলিয় গোত্রকে মিশরের সরকার এবং জনগণ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসক শ্রেণী এই আগন্তুক গোষ্ঠির উপর রেগে ওঠে এবং তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। গোত্রের সবাইকে নির্মাণ এবং মাটি খোঁড়ার মতো কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। ইটের ভাটায় কঠোর পরিশ্রম করানো হতে থাকে তাদের দিয়ে, কেউ অবাধ্য হলেই তার উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। এরই মাঝে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাঁধা দেয়ায় ইসরায়েলিয়দের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ তৈরি হয়। ১৫৭৩ খ্রিস্টপূর্বে হিব্রুদের সকল পুরুষ শিশুকে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ দেন ফারাও। দুই বছর পর আমরাম (Amram) এর স্ত্রী জোশেবেদ (Jochebed) এক পুত্রের জন্ম দেন, এবং তাকে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু তারপর বিপদের মুখোমুখি হওয়ায় পুত্রকে একটি প্যাপিরাসের ঝুড়িতে করে নীলনদে ভাসিয়ে দেন তিনি, এবং নিজের বোন মিরিয়ামকে নির্দেশ দেন দূর থেকে ঝুড়িটির উপর নজর রাখতে। এক সময় ফারাও এর মেয়ে ঝুড়িটি খুঁজে পান এবং শিশুর সৌন্দর্যে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাকে নিজের পুত্র হিসেবে বড় করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি, এবং মিরিয়ামকে বলেন একজন হিব্রু ধাত্রী খুঁজে আনতে। মিরিয়াম তার বোন, অর্থাৎ ওই শিশুর মা-কেই ধাত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। বাইবেলে বর্ণিত ঘটনা অনুসারে, "এই শিশুর নাম রাখা হয় মোজেস (Moses)", কারণ "রাজার কন্যা তাকে পানি থেকে তুলে এনেছিলেন।" আরও বলা হয়েছে যে তাকে মিশরীয় পুরোহিতগণের সকল গোপন জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা হয়। তবে বাইবেলে তার শিশুকাল থেকে যৌবনে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এরপর যেটি বলা হয়েছে তা হলো–যৌবনে মোজেস এক মিশরীয়কে হত্যা করেন, যে এক ইহুদী দাসের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। এটা ছিল ১৫৩১ খ্রিস্টপূর্বের ঘটনা। তারপর তিনি মিশর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন, এবং মিদিয়ানিয়দের সাথে বহু বছর বসবাস করেন। এখানে তাকে আশ্রয় দেয় জেথরো (Jethro) নামে এক মেষপালক। মোজেস তার মেয়েকে বিয়ে করেন এবং তার ভেড়ার পালের দেখাশোনা করতে থাকেন। ১৪৯১ সালে সিনাই পর্বতমালার দুর্গম অঞ্চলে যখন তিনি শশুরের

BanglaBook.org

ভেড়াগুলো চরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তার উপর ডাক আসে ক্রীতদাসত্ব থেকে নিজের জাতিকে মুক্ত করার। মিশরে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু প্রথম দিকে তার নিজের গোত্রের লোকরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, আর মিশরীয়দের কাছ থেকে জোটে কেবল ক্রোধ। তারপরেও মোজেস নিজ জাতির নেতা হিসেবে আবির্ভুত হন, এবং টানিসের রাজার সাথে এক আলোচনায় দাবি করেন যে তার গোত্রের লোকদের তিন দিনের জন্য মরুভূমিতে গিয়ে জিহোভা-র কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু ফারাও বলেন যে এটি কেবল ইহুদীদের জন্য পালিয়ে যাওয়ার একটি চাল মাত্র, আর কিছু নয়। ফলে মুসা তার অলৌকিক ক্ষমতার কিছু চিহ্ন দেখান ফারাও-এর সামনে, যার ফলে ফারাও তাদের যেতে দিতে রাজি হন।

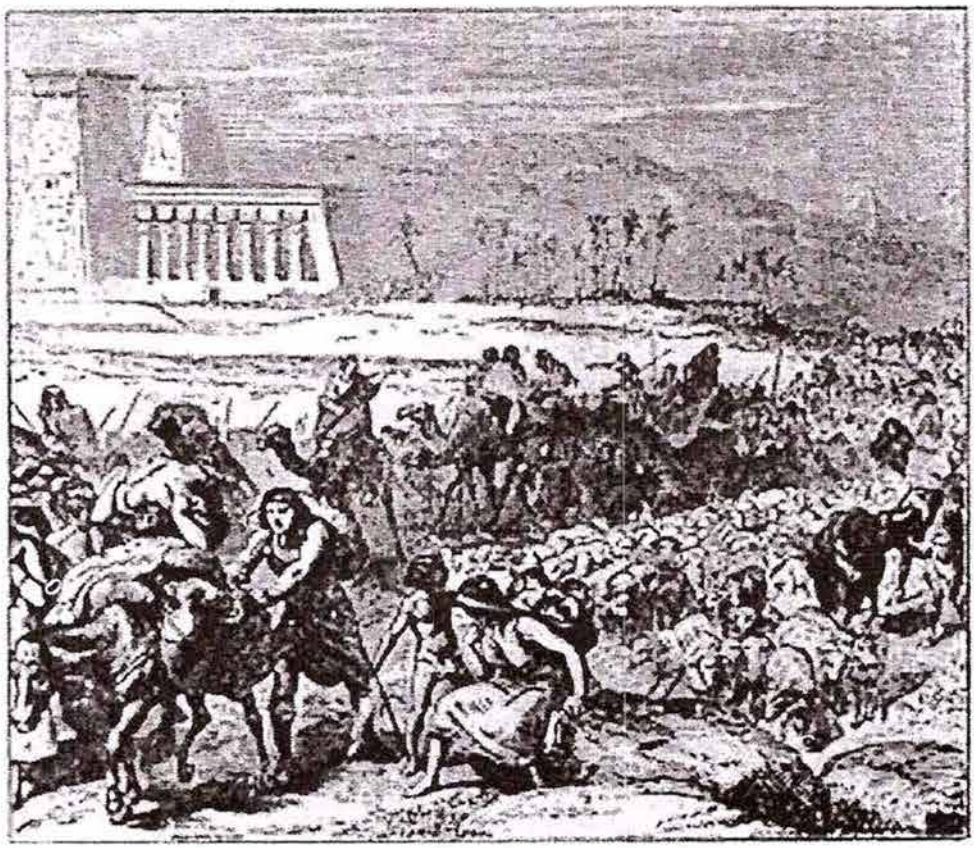

ইসরায়েলীয়দের দেশত্যাগ

এর কিছু দিন পর হিব্রু জনগোষ্ঠী যাত্রা শুরু করে। পথে প্রধান প্রধান হিব্রু শহরগুলো পরিদর্শন করে তারা, এবং সেখানকার লোকজনও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারপর তারা ওয়াদি তুমিলত (Wadi Tumilat) নামক উপত্যকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, যেটি সুয়েজ প্রণালী পর্যন্ত চলে গেছে। এখন একই নামের যে শহরটি রয়েছে সেখানে, তার মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে এসে থামে তারা। এখানে ফারাও-এর বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাতে অগ্রসর হয়, যারা তাদের পিছু পিছু আসছিল। প্রণালীর এই অংশটি ছিল বেশ অগভীর এবং

BanglaBook.org

ভাটার সময় সেখান দিয়ে সহজেই চলাচল করা যেত। "মোজেস তার দুই হাত সাগরের উদ্দেশ্যে প্রসারিত করলেন, এবং ঈশ্বর একটি শক্তিশালী পুবালি বাতাস বইয়ে দিলেন সারা রাত, যার ফলে সাগর শুকিয়ে গেল এবং পানি দুই ভাগ হয়ে গেল"–এমনটাই বলা হয়েছে বাইবেলে। এর উপর দিয়ে ইহুদীরা তাদের ছয় লক্ষ তিন হাজার সৈনিক এবং সব মিলিয়ে প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ নিয়ে অপর পারে নিরাপদে পার হয়ে গেল। আর যে মিশরীয় বাহিনী তাদের পিছু নিয়েছিল তারা পানিতে ডুবে মারা গেল, কারণ তখন পানি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। ফারাও-এর রথের চাকা চোরাবালিতে আটকে গেল এবং সেখানেই তার সলীল সমাধি হলো।

মিশরীয়দের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে না ফিরতেই ইসরায়েলিয়দের উপর রেফিডিম (Rephidim) নামক এলাকায় আমালেকিয়রা (Amalekites) তাদের উপর হামলা করে। তবে ইসরায়েলিয়রা তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। আমালেকিয়রা ছিল যাযাবর যোদ্ধা সম্প্রদায়ের লোক, যাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইহুদীদের দেশত্যাগের সময় তারা মিশর এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যকার বুনো এলাকায় বসবাস করত। সাধারণত ছোট ছোট দলে বাস করত তারা, এবং বর্তমানের আরব বেদুঈনদের মতো ছোট ছোট তাঁবু বা গুহায় থাকত। আমালেকিয়দের পরাজিত করার পর মোজেস তার লোকদের সিনাই পর্বতে নিয়ে যান। সিনাই পর্বত অবস্থিত সিনাই উপদ্বীপে, যেটি লোহিত সাগর বা সুয়েজ প্রণালি এবং আকাবার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানেই জিহোভা-র আইন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহুদী অর্থনীতি চালু হয়। ইহুদীদের প্রথম প্রার্থনা ঘর বা সিনাগগ এবং ঈশ্বরের বাণীসম্বলিত সিন্দুক (Ark of the Covenant) ও এখানেই তৈরি করা হয়। ১৪৯০ খ্রিস্টপূর্বে এই নির্মাণ কাজ শেষ করেন আহোলিয়াব এবং বেজালিল, এবং কাজের তদারক করেন মোজেস। গোত্রকে বিভক্ত করা হয় পিতার নাম অনুসারে বিভিন্ন পরিবারে, যাদের মধ্যে ছিল আব্রাহামের বংশধরগণ, এবং জ্যাকবের বারো পুত্র। এই বারো পুত্রের নাম ছিল রিউবেন, সিমিওন, লেভি, জুডাহ, জেবুলুন, ইসাচার, দান, গাদ, আশার, নাফতালি, জোসেফ এবং বেঞ্জামিন (Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph and Benjamin)। লেভিয়দের (Levites) অনুমতি দেয়া হয় জাতীয় উপাসনার তদারক করার। তাদের কোন জমি পাওয়ার কথা না থাকায় জোসেফের দুই পুত্র মানাসেহ এবং এফ্রাইমকে বেছে নেয়া হয় তাদের পিতার প্রতিনিধি হিসেবে। এভাবে ইসরায়েলের বারোটি গোত্রের যাত্রা শুরু হয়। লেভিয় গোত্রকে কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের অধিকার না দিয়ে কেনানে ছড়িয়ে থাকা আটচল্লিশটি শহরের অধিকার দেয়া হয়, এবং পুরো অঞ্চলে যত

BanglaBook.org

ফল উৎপাদিত হতো তার দশ ভাগের এক ভাগ তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। সেই সাথে অনুমতি দেয়া হয় দেশের যেখানে ইচ্ছা বস্তই স্থাপন করার। মোজেসের ভাই অ্যারন (Aaron) এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত হন। মোজেস নির্দেশ দেন যে সিনাগগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র উপাসনালয়ে বারোটি লাঠি স্থাপন করা হবে, প্রতিটি এক একটি গোত্রের জন্য। আর লেভিয়দের জন্য নির্ধারিত লাঠিতে লেখা থাকবে অ্যারনের নাম, এবং বলেন যে "যার নামকে আমি বেছে নেব তার লাঠিতে ফুল ফুটবে।" পরের দিন লাঠিগুলো সবার সামনে দেখানোর জন্য নিয়ে আসা হয়। সবগুলো লাঠিই শুকনো এবং প্রাণহীন দেখালেও কেবল অ্যারনের লাঠিতেই ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফিলো-জুডাস (Philo-Judaeus) বলেন যে "মিশরীয় পুরোহিতদের কাছ থেকে প্রতীকবিদ্যা এবং হায়ারোগ্লিফিকস সম্পর্কে জ্ঞান পেয়েছিলেন মোজেস, সেই সাথে জেনেছিলেন পবিত্র প্রাণীদের রহস্য।" এই ঐতিহাসিকের কথা থেকে আরও জানা যায় যে মোজেস মিশরীয়দের সকল জ্ঞান সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মানেথো এবং অন্যান্য লেখকরা লিখেছেন, মোজেসকে পুরোহিত হিসেবে হেলিওপোলিসে শিক্ষা দেয়া হয়, এবং তার মিশরীয় নাম হয় ওসারসিফ (Osarsiph)। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন তিনি, যা পৌরোহিত্য লাভ করার জন্য অপরিহার্য ছিল। যার ফলে এটি খুবই স্বাভাবিক যে যখন তিনি নতুন ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন নীলনদের তীরে শেখা সেই শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন প্রতীক সম্পর্কিত জ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

জোসেফাসের মতে, প্রধান উপাসনালয়টি ছিল পঁয়তাল্লিশ ফিট লম্বা এবং পনেরো ফিট চওড়া, এবং পুব-পশ্চিমে গঠিত। দেয়ালগুলো ছিল পনেরো ফিট উঁচু এবং ছাদ ছিল ঢালু। পুব দিকে একটি দরজা ছাড়া আর কোন প্রবেশপথ ছিল না। দরজাটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকত। ভেতরে ছিল দুটি কামরা, যা একটি কারুকার্যময় পর্দা দ্বারা আলাদা করা থাকত। সিনাগগের ছাদ এবং চার দেয়াল ঢাকা থাকত চারটি পর্দায়। প্রথম পর্দাটি সুক্ষ্ম লিনেনের তৈরি ছিল, এবং তাতে দেবদূতের ছবি আঁকা ছিল। এর রঙ ছিল নীল, বেগুনী এবং লাল। এটি দিয়েই ছাদের ভেতরের অংশ তৈরি হয়েছিল। বাকি পর্দাগুলো ছিল ছাগলের লোম, ভেড়ার চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি, এবং এর রঙ ছিল লাল। দুই পাশ এবং পশ্চিম পাশের পর্দাগুলো ছিল সোনার মিহি পাত দিয়ে তৈরি, আর সেগুলোকে ধরে রাখার জন্য ছিল রুপার তৈরি পাত্র। একে ঘিরে তৈরি হয়েছিল একটি দরবার, যার দেয়াল ছিল মিহি লিনেনের তৈরি। রুপা ও কাঁসার তৈরি খুঁটি দিয়ে এই দেয়াল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দরবারের দৈর্ঘ্য ছিল এক শ পঞ্চাশ ফিট, প্রস্থ পঁচাত্তর ফিট, এবং উচ্চতা ছিল সাড়ে সাত ফিট।

BanglaBook.org

উপাসনালয়টি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেন প্রয়োজন হলে যে কোন সময় তুলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু অন্য দিকে এর গঠন, কারুকাজ এবং নির্মাণশৈলির কারণে এটি ছিল সেই বুনো অঞ্চলের মাঝে সত্যিই একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য। ইসরায়েলিয়রা যেখানেই যেত, এটিকে নিজেদের সাথে নিয়ে যেত।

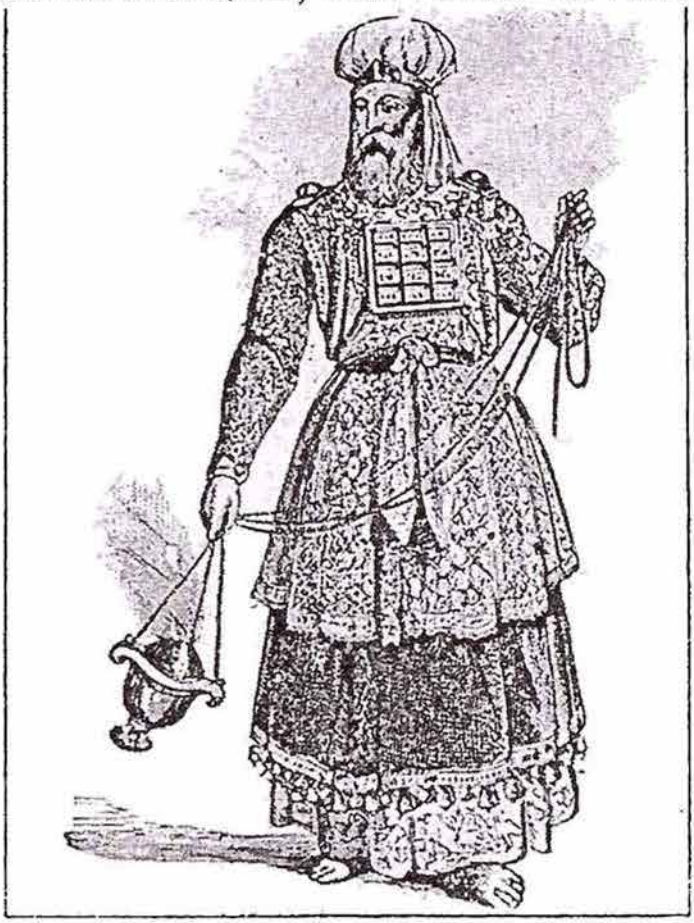

ইসরায়েলের প্রধান পুরোহিত

বুনো অঞ্চলের মাঝ দিয়ে যাত্রার সময় বারোটি গোত্র নিজেদের জন্য চারটি প্রধান পতাকা বা স্তম্ভ তৈরি করে, যেগুলোর কথা বাইবেলে বলা হয়েছে এভাবেঃ "ইসরায়েলের প্রতিটি ব্যক্তি নিজেদের পতাকার তলে দাঁড়াবে।" কিন্তু পতাকায় কি লেখা ছিল বা তাদের রঙ কি ছিল, সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি বাইবেলে। তালমুদ লেখকদের কল্পনাশক্তি ছাড়া এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। ইসরায়েলিয়রা যেখানেই তাঁবু ফেলত, সেখানেই উপাসনালয়ের প্রত্যেক পাশে তিনটি করে গোত্র অবস্থান নিত। জুডাস, ইসাচার এবং জেবুলুনের গোত্র থাকত পুব পাশে, জুডাহ-এর পতাকার নিচে; রিউবেন, সিমিওন এবং গাদ থাকত দক্ষিণে, রিউবেনের পতাকার নিচে; এফ্রাইম, মানাসেহ এবং বেঞ্জামিন থাকত পশ্চিম পাশে, এফ্রাইমের পতাকার নিচে; আর দান, আশার এবং নাফতালি থাকত উত্তরে, দানের পতাকার নিচে। লেভিয়রা অবস্থান করত শিবিরের মধ্যভাগে।

BanglaBook.org

আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্ট ছিল একটি সিন্দুক, যার মাঝে থাকত পাথরের তৈরি দুটি শিলালিপি, যাতে লেখা হয়েছিল ঈশ্বরের দশটি নির্দেশ। শিলালিপি ছাড়াও এর মাঝে আরও থাকত সোনালি পাত্রভর্তি মান্না বা ঐশ্বরিক খাবার, আরনের লাঠি এবং কভেন্যান্ট রাখার টেবিল। এটিকে সব সময়ই উপাসনালয়ের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে রাখা হতো। এটি তৈরি করা হয়েছিল শিটিম (Shittim) কাঠ দিয়ে, এবং ভেতরে ও বাইরে মোড়ানো ছিল সোনার পাত দিয়ে। এটি ছিল প্রায় তিন ফিট নয় ইঞ্চি লম্বা, দুই ফিট তিন ইঞ্চি চওড়া, এবং একই রকম উচ্চতা বিশিষ্ঠ। দুই পাশে দুটি করে চারটি সোনার রিং ছিল, যেগুলোর মাঝ দিয়ে প্রয়োজন হলে লাঠি ঢুকিয়ে বহন করা হতো। এই কাজের ভার ছিল লেভিয়দের উপর। এর ঢাকনা ছিল খাটি সোনার তৈরি, যার উপর ছিল ছড়ানো পাখাসহ দুটি দেবদূতের মূর্তি। এই ঢাকনাকে বলা হতো কাফিরেট (Kaphiret), যা এসেছে কাফার (Kaphar) শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে "পাপ মোচন করা"। এখান থেকেই ইংরেজী Mercy-seat শব্দটি এসেছে, যেটি আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্টের সমার্থক। আরনের লাঠিকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করে সিন্দুকের মাঝে বহন করা হতো, এবং একই কারণে লেভিয়দের দেয়া হয়েছিল ইহুদী ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালন করার ভার। মান্নার পাত্রটি রাখা হতো ঐশ্বরিক খাবারের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য, যেগুলো খেয়ে ইসরায়েলিয়রা বুনো পরিবেশে বেঁচে ছিল। একে ধরা হতো পার্থিব নয়, বরং ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের প্রতীক হিসেবে। এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করেন

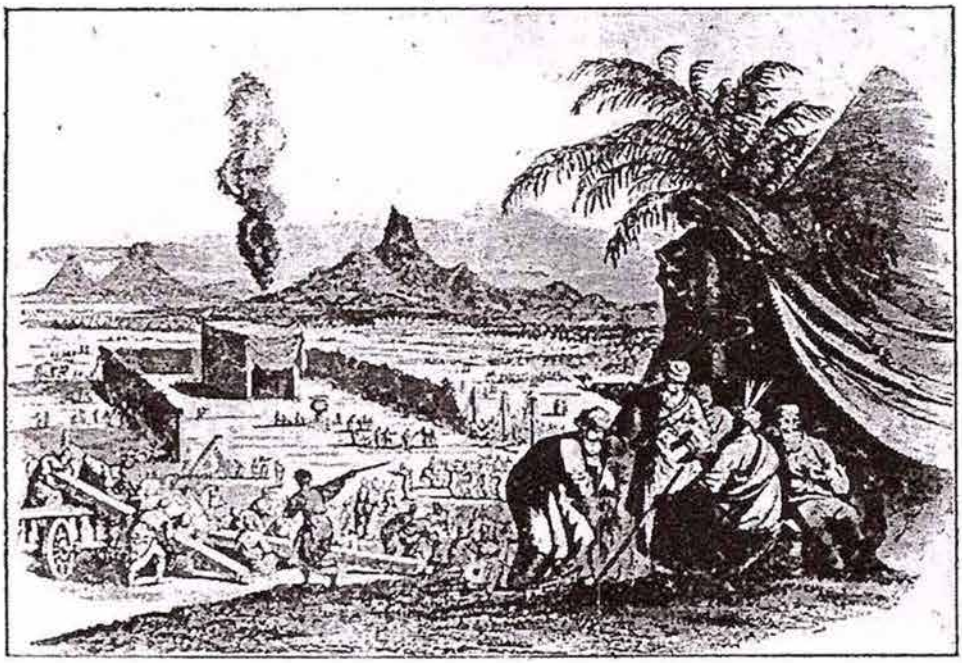

হিব্রুদের উপাসনালয়

মোজেস, এবং পারানের জঙ্গলে পৌঁছানোর পর বারোটি গোত্র থেকে একজন করে মোট বারোজনকে বেছে নেন। তাদের পাঠানো হয় কেনান দেশটি ঘুরে

BanglaBook.org

দেখতে। চল্লিশ দিন পর তারা কাদেশ-বারনিয়ায় (Kadesh-barnea) ফিরে আসে, যেটি হচ্ছে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর। কেনান শহর সম্পর্কে তারা বিরূপ অভিমত ব্যক্ত করে। তাদের মধ্য থেকে ক্যালেব এবং জোশুয়া (Caleb and Joshua), যারা সবার পরে ফিরে এসেছিল, বলে যে "আমাদের উচিত এখনই গিয়ে এই দেশ দখল করা, কারণ সেই সামর্থ্য আমাদের আছে।" আরও বলে, "ঈশ্বর যদি আমাদের উপর সদয় থাকেন, তাহলে তিনি আমাদের এই দেশ দান করবেন, যেখানে দুধ এবং মধু প্রবাহিত হচ্ছে।" কিন্তু তাদের গোত্রের অনেকেই এর বিরুদ্ধাচারণ করে। এর ফলে ঈশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন যে যারা এর বিরুদ্ধে রয়েছে তারা কেউই এই দেশে প্রবেশ করতে পারবে না, বরং মরুভূমিতে হারিয়ে যাবে, এবং চল্লিশ বছর ধরে সেখানে ঘুরে মরবে। কিন্তু তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কেনানে প্রবেশ করতে চায়। তবে এবার তাদের আমালেকিয়রা হারিয়ে দেয়। সিনাই থেকে কেনানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়ান মোজেস, এবং এক পর্যায়ে জিন মরুভূমির নিকট প্যালেস্টাইনের সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে এদোমিয়দের (Edomites) দেশের মাঝ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন তিনি, যারা ছিল জ্যাকবের জমজ ভাই এসাউ-এর বংশধর। কিন্তু তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয় এবং বলা হয় যে তিনি এই চেষ্টা করলে তার লোকদের উপর হামলা করা হবে। ফলে ইসরায়েলিয়রা পথ ঘুরিয়ে নেয়, এবং এমনকি মোয়াবিয় ও আমোনিয় (Moabites and Ammonites) দের দেশও এড়িয়ে যায়। এরা ছিল লতের দুই কন্যার মাধ্যমে উদ্ভুত হওয়া জনগোষ্ঠী। তবে আমোরিয়দের (Amorites) রাজা সিহনের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে এগিয়ে যায় তারা। সিহন তখন হেসবনে রাজত্ব করছিল। বাশানে রাজত্ব করছিল ওগ, যে ইহুদীদের কাছ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই দুই গোত্রপতিই তখন জর্ডানের পুবে বাস করত, এবং কেনান নামক এক ধর্মপ্রচারকের বংশধর ছিল তারা। কেনান ছিলেন হ্যামের (Ham) পুত্র। এই গোত্রপতিদের থেকে পরবর্তীতে কেনানিয় বংশের উদ্ভব হয়। ইহুদীরা তাদের বিতাড়িত করে, এবং তাদের জমিকে রিউবেন এবং গাদ ও মানাসেহ গোত্রের অর্ধেকের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়। আরবের এদোমে অবস্থিত হর পাহাড়ে (Mount Hor) অ্যারন মারা যান। মিশর থেকে চলে আসার প্রায় চল্লিশ বছর পর, এক শ তেইশ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তার। তার পরে পুরোহিত হন তার পুত্র এলিয়েজার (Eleazer)। এর কিছু দিন পর, ১৪৫১ খ্রিস্টপূর্বে নেবো পাহাড়ে (Mount Nebo) মারা যান মোজেস, যেটি "মোয়াব অঞ্চলে, জেরিকোর বিপরীত দিকের একটি পর্বতমালায় অবস্থিত।" তখন তার বয়স হয়েছিল এক শ বিশ। তারপর তার স্থান পান এফ্রাইম গোত্রের জোশুয়া। নিজেকে একজন দক্ষ এবং দায়িত্বশীল

BanglaBook.org

নেতা হিসেবে প্রমাণ করেন জোশুয়া। ইসরায়েলিয়দের নিয়ে জর্ডান পার হয়ে কেনান বা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেন তিনি, এবং সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের বিতাড়িত করতে থাকেন। কেবল গিবিয়নিয় (Gibeonites) বাদে অন্য সবাইকে বিতাড়িত করা হয়। গিবিয়নিয়রা ইহুদীদের সেবক হিসেবে থেকে যায়। ১৪৪৪ খ্রিস্টপূর্বে শিলোহ- এ স্থাপন করা হয় উপাসনালয়, এবং প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ডকে বারোটি ভাগে ভাগ করে বারোটি গোত্রের মাঝে বিতরণ করা হয়। ১৪৪৩ খ্রিস্টপূর্বে মারা যান জোশুয়া, একশ দশ বছর বয়সে। তারপর প্রায় সাড়ে তিন শ বছর ধরে বিচারকরা শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১১৬ খ্রিস্টপূর্বে, এবেনেজার নামক এলাকায় ইসরায়েলিয় এবং প্যালেস্টাইনীয়দের মাঝে যুদ্ধের ঠিক আগে শিলোহ থেকে আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্টকে ইসরায়েলিয় শিবিরে নিয়ে আসা হয়, যেন তারা যুদ্ধে আরও বেশি সাহস এবং উৎসাহ পায়। কিন্তু প্যালেস্টাইনীয়রা তাদের পরাজিত করে এবং আর্কটি প্রথমে আশদদ (Ashdod), তারপর গাথে (Gath) নিয়ে যায়। সেখান থেকে একে নিয়ে যাওয়া হয় একরনে (Ekron)। ১১১৫ খ্রিস্টপূর্বে একে একরন থেকে ইসরায়েলিয়দের কাছে ফিরিয়ে দেয় প্যালেস্টাইনীয়রা। এই হস্তান্তরের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় কিরজাথ-জিয়ারিম (Kirjath-jearim) নামক এক নগরে, যার অধিবাসী ছিল গিবিয়নীয়রা। শহরটি জেরুজালেম থেকে নয় মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই শহরে আবিনাদাব নামক এক লেভিয়-র কাছে সিন্দুকটি রাখা থাকে প্রায় সত্তুর বছর। তারপর এটিকে আবার জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়।

BanglaBook.org

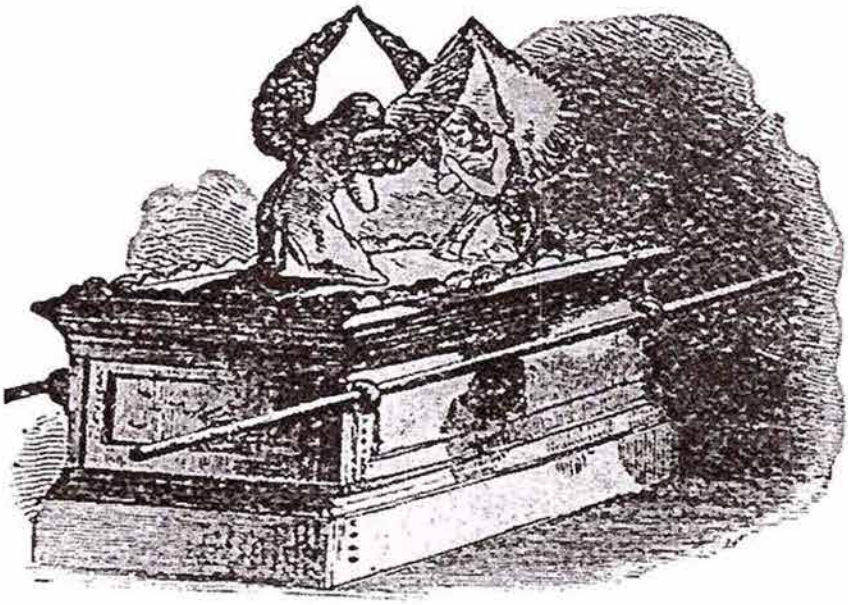

আর্কঅফ দ্য কভেন্যান্ট

শিলোহ থেকে গিবিওন নিয়ে যাওয়া হয় উপাসনালয়, তবে এর সঠিক সময় সম্পর্কে জানা যায়নি। বাইবেলে বলা হয়েছে যে মোজেসের প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় গিবিওনেই ছিল (১০১৭ খ্রিস্টপূর্ব)। বাইবেলে আরও বলা হয় যে সলোমন নিজে এর সামনে অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়েছিলেন। তবে এর পর আর্কের ব্যাপারে আর কোন কথা নেই বাইবেলে।

ইহুদী ইতিহাস

১৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বে কেনান বিজয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় ইহুদীদের বিজয়ের ইতিহাস, যা ১০৯৫ খ্রিস্টপূর্বে সল (Saul) এর সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময়ের মাঝে জিহোভা-এর নামে ইসরায়েলের শাসনকার্য পরিচালিত হয় (Theocracy, বা ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যেখানে সর্বশক্তিমানকে প্রধান মানা হয়)। শাসক ছিলেন বিচারকরা, এবং তাদের বলা হতো ইসরায়েলের নেতাদের প্রধান। কেনান বিজয়ের আগ পর্যন্ত মোজেসই ছিলেন তাদের প্রধান নেতা এবং আইনপ্রণেতা। তারপর জোশুয়া এসে যুদ্ধের মাধ্যমে নিজ জাতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়ের পর থেকে একটি শ্রেণী শাসনভার পেতে শুরু করেন, যাদের বলা হতো বিচারক, কারণ তাদের উপর "ইসরায়েলকে বিচারের ভার" ন্যস্ত ছিল। তবে কিছু সময় ছিল যখন কোন বিচারকই থাকতেন না, এবং সে সময় প্রতিটি মানুষের উপর নির্দেশ থাকত তার দৃষ্টিতে যে ব্যবস্থাটি ভাল সেটি অনুযায়ী কাজ করার। তবে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে, এবং আশপাশের অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করায় ইসরায়েলের এই শাসনব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে শুরু করে। জনগণ একজন রাজার জন্য দাবি জানাতে থাকে। অনিশ্চিত বিচারকগোষ্ঠী এর প্রতিবাদে খুব বেশি শক্ত হতে পারেনি। আশপাশের বহু-ঈশ্বরবাদী দেশসমূহে বিরাজমান শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোর উদাহরণ আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। জনগণের চাপের কারণে শেষ পর্যন্ত বেঞ্জামিন গোত্রাধীন কিশের পুত্র সলকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, এবং নবী স্যামুয়েল (Samuel) তার অভিষেক প্রদান করেন। এই ঘটনার সাথে শুরু হয় ইসরায়েলিয় ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়।

সল ছিলেন একজন যোদ্ধা। কঠোর এবং শক্তিশালী ছিলেন তিনি, ফলে পুরোহিতরা তাকে সহ্য করতে পারত না। তাদের সাথে সলের কর্তৃত্বের সংঘাত লেগেই থাকত। সিংহাসনে বসেই আশপাশের অঞ্চলসমূহের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি, যাদের ভেতর প্রথম ছিল আমোনিয়রা। তারপর প্যালেস্টাইনে হামলা করেন তিনি, এবং মিচমাশের যুদ্ধে (Battle of Michmash) তার হাতে প্যালেস্টাইন দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর মোয়াবিয়,

BanglaBook.org

আমালেকিয় এবং এদোমিয়দেরও ইসরায়েলের সীমান্ত থেকে বাইরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরই মধ্যে রাজার এমন অদম্য যুদ্ধবাজ মনোভাব দেখে পুরোহিতদের মধ্যে অসন্তোষ জেগে ওঠে, এবং জনগণের মধ্যেও তার বিরোধী দল তৈরি হয়। জনগণের মনোযোগ ঘুরে যায় তরুণ ডেভিডের দিকে, যাকে

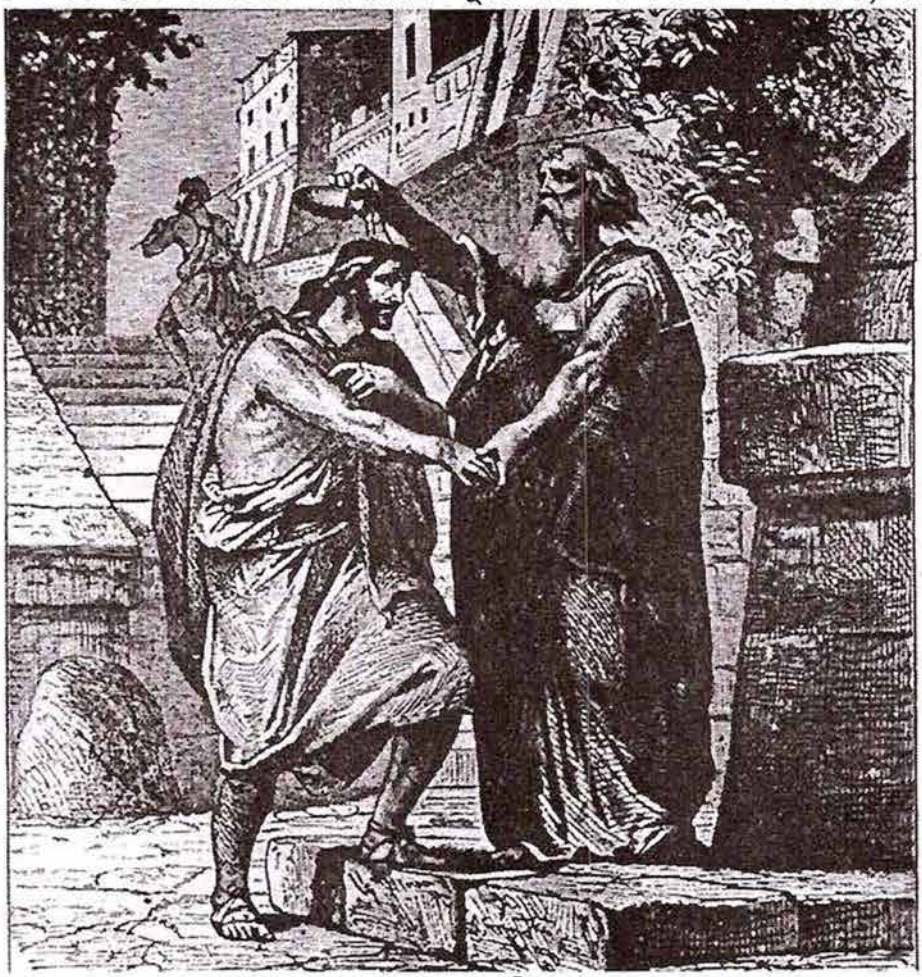

সল এর অভিষেক

ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে দেখতে শুরু করে তারা। ডেভিড ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন। বাইবেল অনুযায়ী জেসের পুত্র ছিলেন তিনি, জন্ম জুডাহ-র বেথেলহেমে, ১০৮৫ খ্রিস্টপূর্বের দিকে। জেসে ছিলেন ওবেদের পুত্র এবং বোয়াজ ও রুথের নাতি। বোয়াজ আবার ছিলেন জুডাহ-এর পুত্র ফারেজের (Pharez) বংশধর।

যৌবনে ডেভিড মেষপালকের দায়িত্ব পালন করতেন, এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তাকে ইসরায়েলের রাজা সলের গৃহে ডেকে নেয়া হয়। বলা হয় যে রাজা সল "অশুভ শক্তি"র দ্বারা পীড়িত। ডেভিড হার্প বাজিয়ে সলকে সুস্থ করে তোলেন, এবং "অশুভ শক্তি তাকে ছেড়ে চলে যায়।" ১০৬৩ খ্রিষ্টপূর্বে যখন প্যালেস্টাইনের সাথে যুদ্ধ শুরু

BanglaBook.org

হয়, তখন তিনি সলের গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে বেথেলহেমে তার পিতার মেষপালের দেখাশোনার জন্য ফিরে এসেছেন। পৌঁছানোর পর তিনি দেখেন দুটি সেনাবাহিনী যুদ্ধের সাজে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তিনি যখন ভাইদের সাথে কথা বলছেন তখন প্যালেস্টাইনি দৈত্য গোলিয়াথ এগিয়ে এসে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করে। সলের কাছ থেকে যুদ্ধে নামার অনুমতি নেন ডেভিড, এবং পাঁচটি পাথর মাটি থেকে তুলে নিয়ে একটি মেষপালকের থলের ভেতর ভরেন। তারপর এক হাতে গুলতি নিয়ে তিনি গোলিয়াথের দিকে এগিয়ে যান। গোলিয়াথ তেড়ে আসে, এবং "ডেভিড থলের মাঝে হাত ঢুকিয়ে একটি পাথর বের করলেন, এবং গুলতিতে করে ছুঁড়ে মারলেন। পাথরটি গোলিয়াথের কপালে লাগল, এবং সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।" এছাড়াও আরও অনেক সাহসী কাজ করেন ডেভিড, যার ফলে তাকে বিভিন্ন পুরষ্কারসহ সলের মেয়ে মিচালের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীতে চাকরি পান তিনি, এবং সব অভিযোগ তুলে নেয়া হয় তার উপর থেকে। খুব দ্রুতই মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু চারপাশ থেকে ডেভিডের প্রশংসা শুনতে পেয়ে বিষাক্ত হয়ে ওঠে সলের মন। নিজ জামাতার উপর হিংসা পোষণ করতে থাকেন তিনি, এবং বেশ কয়েকবার তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। ফলে ডেভিড পালিয়ে গিয়ে জুডিয়ার বুনো অঞ্চলে আশ্রয় নেন (১০৫৬ খ্রিস্টপূর্ব)। এখানে খুব দ্রুতই তার সাথে প্রায় ছয় শ সৈন্য যোগ দেয়। এদের তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতেন, এবং কেবল ওই অঞ্চলের শত্রুদের বিরুদ্ধেই কাজে লাগাতেন। সল তখনও ডেভিডকে হত্যা করার জন্য লেগে আছেন। রাজার রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করবেন না ঠিক করে ডেভিড প্যালেস্টাইনে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করেন। যদিও রাজাকে তিনি বেশ কয়েকবার দুর্বল অবস্থায় পেয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন তাকে সল ও ইসরায়েলের শত্রু হিসেবে সাদরে বরণ করে নেয়, এবং জিকলাগ (Ziklag) শহর তাকে বসবাসের জন্য দেয়া হয়। সেখানে ডেভিড এবং তার লোকজন নিজেদের ঘরবাড়ি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

১০৫৫ খ্রিস্টপূর্বে প্যালেস্টাইনের সেনাবাহিনী ইসাচার গোত্রের আফেক (Aphek) শহরে জড়ো হতে শুরু করে। জেজরিল উপত্যকায় জড়ো হয়ে ইসরায়েলিয়দের উপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করতে থাকে তারা। ডেভিড এবং তার সঙ্গীদের উপর প্যালেস্টাইনের নেতাদের সন্দেহ জেগে ওঠে, এবং রাজা আকিশকে তারা অনুরোধ করে তাদের সাথে ডেভিডকে যুদ্ধে না পাঠাতে। কারণ, ডেভিড যে কোন সময় তাদের শত্রু হয়ে উঠতে পারে। তারা বলে, "এই ডেভিডকে নিয়েই তো লোকজন গান গায়, এবং বলে, সল মেরেছিল হাজার, আর ডেভিড মেরেছিল দশ হাজার।" আকিশের সাথে

BanglaBook.org

ডেভিডের ভাল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সে তাকে ডেকে পাঠায় এবং বলে, "তুমি সৎ, এবং তোমার চলাফেরায় কোন ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েনি। তারপরেও আমার সেনাপতিরা তোমাকে সহ্য করতে পারছে না। তাই তুমি ফিরে যাও, এবং প্যালেস্টাইনের নেতাদের বিরাগভাজন হয়ো না।" ফলে ডেভিড এবং তার সঙ্গীরা প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। জিকলাগে ফিরে এসে তারা দেখেন যে আমালেকিয়রা পুরো শহর পুড়িয়ে দিয়েছে, এবং তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদের সন্ধানে বের হন ডেভিড, এবং শীঘ্রই আমালেকিয়দের খুঁজে পান "ভোজন ও পানরত অবস্থায়, এবং জুডাহ ও প্যালেস্টাইন থেকে লুণ্ঠনকৃত দ্রব্য ও দাসের কারণে আনন্দিত অবস্থায়"। সে দিন সন্ধ্যা থেকে পর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করেন ডেভিড, এবং আমালেকিয়দের নিশ্চিহ্ন করে দেন। কেবল চার শ বেঁচে যায় তাদের মাঝ থেকে, যারা উটের পিঠে করে পালিয়ে গিয়েছিল। আমালেকিয়দের হাত থেকে নিজেদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং সকল সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন ডেভিড। জিকলাগে ফিরে আসার পর উদ্ধারকৃত সম্পদের একটি অংশ জুডাহে পাঠিয়ে দেন তিনি, আরেকটি অংশ যায় হেবরনে তার বন্ধুদের নিকট। তিনি বলেন, "এই হচ্ছে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য উপহার।" (পরবর্তী দিনগুলোতে একে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।)

প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলিয়দের মধ্যে যুদ্ধে প্যালেস্টাইন বিজয়ী হয়। ইসরায়েলিয়রা গিলবোয়া পাহাড়ে পালিয়ে যায়, যেখানে রাজা সলের এক পুত্র বাদে আর সবাই নিহত হয়। সল নিজেও গুরুতর আহত হন এবং তলোয়ারের উপর ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সলের মৃত্যুর কারণে ডেভিডের জন্য সিংহাসনে আরোহণের পথ খুলে যায়। জুডাহ গোত্রের রাজা নির্বাচিত হন তিনি, এবং হেবরন থেকে সাত বছর যাবত রাজত্ব করেন। সলের একমাত্র বেঁচে যাওয়া পুত্র ইশবোশেথ (Ishbosheth) কে ইসরায়েলের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জর্ডানের পুব অংশ তার দখলে থাকে, এবং দুই বছর যাবত জুডাহ ব্যতীত অন্য সকল গোত্র তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। ১০৪৮ খ্রিস্টপূর্বে ইশবোশেথ আততায়ীর হাতে নিহত হন, এবং ডেভিড সম্পূর্ণ ইসরায়েলের রাজত্ব অধিকার করেন।

সিংহাসনে বসে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে জেরুজালেম দখল করা, যা ছিল জেবুসীয়দের প্রধান শহর। জেবুসীয়রা ছিল কেনানের বংশধর, এবং দেশের দক্ষিণে কেনান বা প্যালেস্টাইনের একটি অংশ ছিল তাদের দখলে। ভূমধ্যসাগর থেকে সাইত্রিশ মাইল, এবং জর্ডান নদী থেকে চব্বিশ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত এই উচ্চভূমির উপরেই অবস্থিত জেরুজালেম নগরী, যাকে তারা বলত জেবুস। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ইহুদী ও

BanglaBook.org

খ্রিস্টান উভয় ধর্মের লোকদের কাছেই এটি এক পবিত্র স্থান বলে গণ্য। এর সাথে সংযুক্ত ছিল সালেম, যার রাজা ছিলেন মেলচিজেদেক (Melchizedek)। জেবুসীয়রা ছিল কেনানের সবচেয়ে ছোট গোত্রগুলোর একটি, কিন্তু একই সাথে অবস্থানগত দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী।

কেনান বিজয়ের পর তাদের রাজা আদোনিজেদেক (Adonizedek) নিহত হন জোশুয়ার হাতে। বেথ-হোরন (Beth-horon) যুদ্ধের পর মাক্কেদাহ (Makkedah) নামক স্থানে ঘটে এই ঘটনা। ১৪৪৩ খ্রিস্টপূর্বে জোশুয়ার মৃত্যুর পর ইসরায়েলিয়রা শহরটি দখল করে নেয়, যেখানে পরবর্তী চার শ বছর ধরে বসবাস করে তারা। ১০৫৫ খ্রিস্টপূর্বে ডেভিড রাজা হওয়ার পর সেখান থেকে জেবুসীয়দের বিতাড়িত করেন তিনি, এবং একে তার রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন। এর নাম হয় জেবুস-সালেম বা জেরুজালেম। পরবর্তী তেত্রিশ বছর এখান থেকে রাজত্ব করেন তিনি। ১০৪৫ খ্রিস্টপূর্বে রাজা ডেভিডের নির্দেশে আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্টকে কিরজাথ-জিয়ারিম থেকে জেরুজালেমে নিয়ে আসা হয়, এবং একটি অস্থায়ী উপাসনালয়ে রাখা হয়। এখানেই পুরোহিতরা তাদের দৈনন্দিন উপাসনা পরিচালনা করতে থাকে, যত দিন না সলোমন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর অস্থায়ী উপাসনালয়টিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। প্রাচীন বা সিনাইয়ীয়, এবং ডেভিডিয় উপাসনালয়—উভয়ই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, এবং নিঃসন্দেহে অযত্নের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১০১৫ খ্রিস্টপূর্বে চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান ডেভিড। ইসরায়েলের সিংহাসনে বসা শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তার পরে সলোমন বসেন সিংহাসনে, যিনি ছিলেন বাথশেবার (Bathsheba) গর্ভে ডেভিডের পুত্র। বাথশেবার স্বামী উরিয়াহ (Uriah) ডেভিডের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

রাজা সলোমনের মন্দির

রাজা ডেভিড ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি অস্থায়ী উপাসনালয়গুলোর বদলে নিজ ধর্মের মানুষদের জন্য একটি স্থায়ী তীর্থস্থানের প্রস্তাব দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মোরিয়াহ পাহাড় কিনে নেন। পূর্বে এটি ছিল অরনান নামে এক জেবুসীয়র সম্পত্তি, এবং এর নাম ছিল জায়ন পাহাড় (Mount Zion)। তবে, রাজা ডেভিড যদিও মন্দিরের নকশা করেন এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু জোগাড় করেন, কিন্তু মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করার অনুমতি ছিল না তার। ফলে তার ছেলে এবং উত্তরাধিকারী সলোমনের উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। রাজত্বের চতুর্থ বছরে, ১০১২ খ্রিস্টপূর্বে এই কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সলোমন। নিজের বন্ধু এবং টায়ারের রাজা হিরামের সাহায্যে সাড়ে সাত বছর পর,

BanglaBook.org

১০০৪ খ্রিস্টপূর্বে এই কাজ শেষ করেন তিনি। হিব্রু সময় অনুযায়ী এটি ছিল ৩০০০ বিশ্ব-অব্দ, এবং সঠিক তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এই সময়কেই সাধারণভাবে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়। মেসনরাও বিভিন্ন যুগের গণনায় এই সময়কেই ব্যবহার করে থাকে।

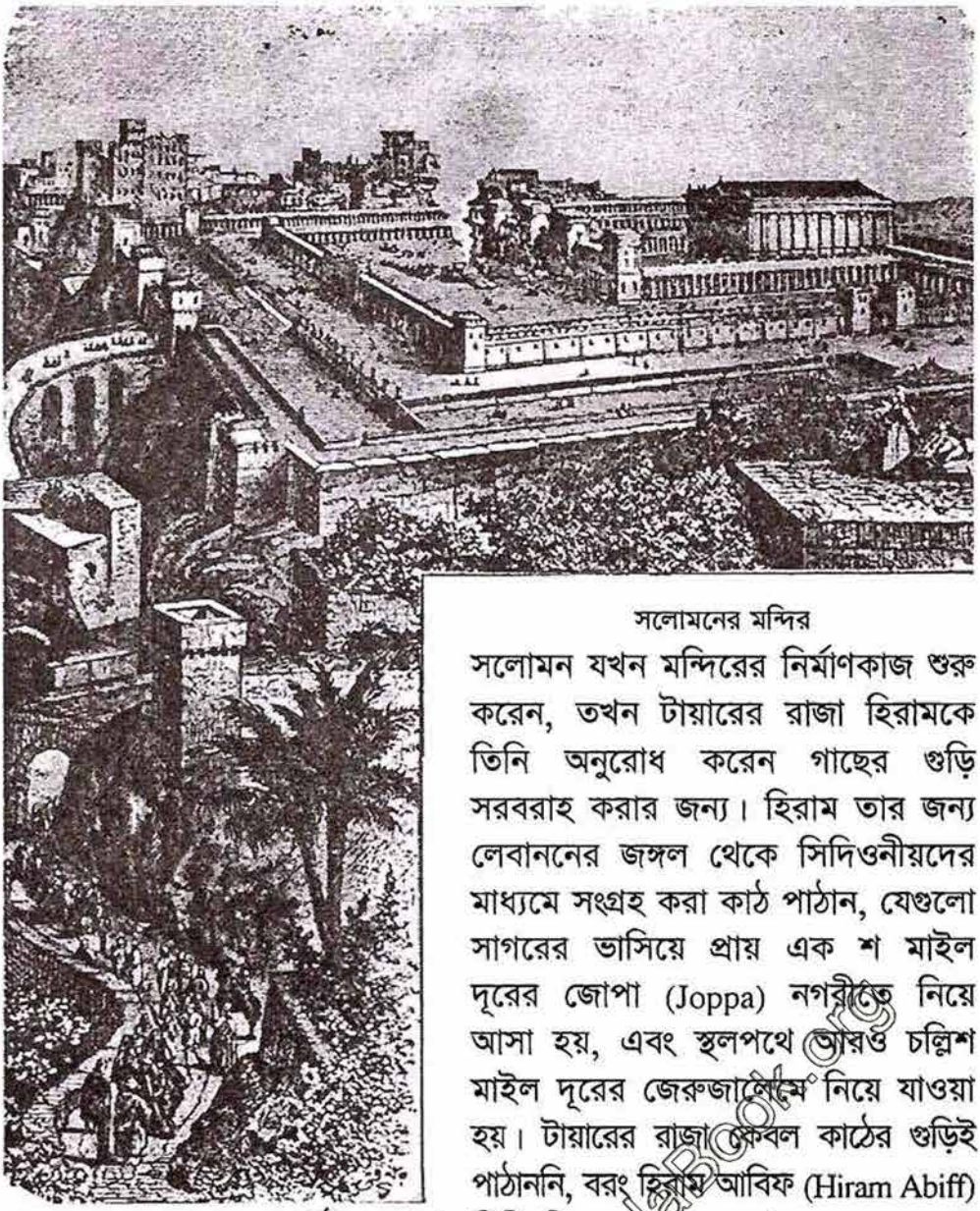

সলোমনের মন্দির

সলোমন যখন মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন, তখন টায়ারের রাজা হিরামকে তিনি অনুরোধ করেন গাছের গুড়ি সরবরাহ করার জন্য। হিরাম তার জন্য লেবাননের জঙ্গল থেকে সিদিওনীয়দের মাধ্যমে সংগ্রহ করা কাঠ পাঠান, যেগুলো সাগরের ভাসিয়ে প্রায় এক শ মাইল দূরের জোপা (Joppa) নগরীতে নিয়ে আসা হয়, এবং স্থলপথে আরও চল্লিশ মাইল দূরের জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়। টায়ারের রাজা কেবল কাঠের গুড়িই পাঠাননি, বরং হিরাম আবিফ (Hiram Abiff) নামে এক লোককেও পাঠান সাথে, যিনি ছিলেন তার দেশের সবচেয়ে দক্ষ নকশাবিদ এবং স্থপতি। ফিনিশিয়ার প্রধান দুই নগর ছিল টায়ার এবং সিডন। সমুদ্রপথে টায়ারের দূরত্ব ছিল এক শ বিশ মাইল, এবং স্থলপথে নব্বই মাইল। সিডন ছিল লেবাননের জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত এক শহর, টায়ার থেকে যার দূরত্ব ছিল বিশ মাইলের মতো। এমনকি জোশুয়ার সময়েও (১৪৫১ খ্রিস্টপূর্ব) এটি গুরুত্বপূর্ণ এক শহর ছিল, যাকে জোশুয়া আখ্যা দিয়েছেন

BanglaBook.org

"বিখ্যাত সিডন" বলে। এর ফলে এটি নিশ্চিত যে ইসরায়েলিয়রা যখন প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছাল, তখন ফিনিশিয়রা[৩] শিল্প এবং কলায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কারণে কোন বিভ্রান্তি যেন তৈরি না হয় সে জন্য রাজা সলোমন শ্রমিকদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে

দক্ষ, ধার্মিক এবং কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন বাকিদের কাজ তদারক করার জন্য। হিসেব নিকেশে রাখা হয় জ্যামিতি এবং অনুপাতের কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের। প্রাচীন বিদ্যাসমূহে যারা দক্ষতা অর্জন করেছিল তারাও এখানে নিয়োগ পায়। বিদেশী এবং দেশী সকল শ্রমিকের সংখ্যা এবং কাজের হিসাব তৈরি করেন সলোমন। মন্দির তৈরি হওয়ার পর এর Sanctum Sanctorum বা সবচেয়ে পবিত্র স্থানে আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্ট স্থাপন করেন সলোমন। ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে চালডিয়রা যখন মন্দির ধ্বংস করে দেয় তখন এই আর্ক হারিয়ে যায়। ইহুদীদের প্রথম এই উপাসনালয়কে বলা হতো জিহোভার ঘর, যাতে এর গুরুত্ব এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে সবাই বুঝতে পারে। বলা হতো যে এটিই সর্বশক্তিমানের চিরস্থায়ী আবাস। প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এক স্থাপত্যকর্ম ছিল এটি। এর চারপাশে ঘিরে ছিল প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, এবং সব মিলিয়ে এর পরিধি ছিল আধ মাইলের মতো। একে ঘিরে রেখেছিল সুউচ্চ দেয়াল, সবচেয়ে নিচু স্থানেও যা ছিল চার শ পঞ্চাশ ফিটের মতো উঁচু। পুরো প্রাচীর তৈরি হয়েছিল সাদা মার্বেল দিয়ে। মন্দিরটি বর্তমানের অনেক ইহুদী উপাসনালয়ের চাইতে আকারে ছোট ছিল অবশ্য। এর দৈর্ঘ্য ছিল নব্বই ফিট, এবং বারান্দাসহ হিসাব করলে এক শ পাঁচ ফিট; এবং প্রস্থ ত্রিশ ফিট।[৪] সিনাইয়ীয় উপাসনালয়ের চাইতে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে মাত্র দ্বিগুণ ছিল মন্দিরটি। কিন্তু এর বাইরের প্রাঙ্গণ, অসংখ্য ছোট বড় বারান্দা এবং ভেতর ও বাইরের সূক্ষ্ম এবং দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ; সেই সাথে চারপাশের স্থাপনাসমূহের তুলনায় উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এটি সকল দর্শকের মনেই সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল। আর এ কারণেই মন্দিরটি প্রথমবারের মতো দেখার পর শেবার রানি (Queen of Sheba) বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই এটি কোন সুদক্ষ স্থপতির হাতে তৈরি!"

ইসরায়েলের বারোটি গোত্রের সবাই যোগ দিয়েছিল মন্দির নির্মাণে। এটি প্রস্তুতে ডেভিড প্রায় চার হাজার মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলেন, এবং সাড়ে সাত বছর ধরে ১,৮৪,৬০০ মানুষ এর নির্মাণে নিয়োজিত ছিল। কাজ শেষ হওয়ার পর সলোমন এখানে প্রথমবারের মতো প্রার্থনা করেন, এবং সাত

---

৩ নির্ঘণ্টে ফিনিশীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

৪ মন্দিরের আকার পরিমাপ করা হয়েছে আঠার ইঞ্চিতে এক কিউবিট-এই হিসেবে।

দিনের উপবাস পালন করেন। এই সময়ে বিশ হাজার ষাড় এবং এক লাখ বিশ হাজার ভেড়া উৎসর্গ করা হয়, যা গ্রহণ করতে আকাশ থেকে নেমে আসে স্বর্গীয় আগুন।

জেরুজালেম পরিদর্শন

প্যালেস্টাইন পরিদর্শন তহবিল" বা The Palestine Exploration Fund নামক একটি সংস্থার অধীনে পরিচালিত পরিদর্শন কাজের ফলে জেরুজালেম থেকে অনেক কিছু জানা গেছে, যা এই পবিত্র শহর সম্পর্কে জোসেফাস এবং বাইবেলীয় লেখকদের কথার সাথে মিলে যায়। সংস্থাটি ইংল্যান্ড থেকে পরিচালিত, এবং এই অভিযানের প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন চার্লস ওয়ারেন।

বর্তমানে যে জেরুজালেম শহরকে দেখা যায় তা মূলত ধুলোবালি এবং আবর্জনার স্তূপ, যার নিচেই রয়েছে বাইবেলে বর্ণিত সেই জেরুজালেম শহর। প্রাচীন জেরুজালেমকে সতেরোবার দখল করা হয়েছিল, এবং একাধিকবার মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল মাটির সাথে। অসাধারণ স্থাপত্যের নমুনাগুলোকেও ধুলোয় পরিণত করা হয়েছিল। তবে শহরটির বিলুপ্তির পেছনে এসব কারণের চাইতে বেশি দায়ী যে কারণটি, তা হলো–বেশিরভাগ স্থাপনায় ব্যবহৃত পাথরই ছিল বেশ দুর্বল এবং ভঙ্গুর, যা কয়েক শতাব্দীর মাঝেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে। এর ফলে প্রচুর বাড়তি ধুলো এবং মাটির উদ্ভব হয়, যা সেই প্রাচীন জেরুজালেমকে পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, এমনকি এক শ ফিট মাটির নিচে ঢেকে রেখেছে। শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত "জেরুজালেম মার্বেল" এর যে বিশাল খনি রয়েছে, এবং গত তিন হাজার বছর ধরেই যেখান থেকে পাথর উত্তোলন করা হয়েছে, তা শহরের বেশিরভাগ নির্মাণের প্রধান উপকরণ সরবরাহ করেছে। সদ্য তুলে আনার পর এই পাথর এতই নরম থাকে যে আঙুলেই ভেঙে ফেলা যায়। রুটির চাইতে সামান্য শক্ত থাকা এই পাথর অবশ্য ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে ওঠে, এবং এক সময় ভবন নির্মাণে ব্যবহারের উপযোগী হয়। জেরুজালেম শহরকে পঞ্চাশ ফিট উঁচু চুনাপাথরের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউ যদি অবাক হয়, তাহলে শহরের নিচে অবস্থিত গভীর খনিটি পরিদর্শন করলেই তার সন্দেহ মিটে যাবে।

এই ব্যাখ্যা থেকে পাঠক কিছুটা ধারণা পেতে পারেন যে জেরুজালেম পরিদর্শন বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে। এটি আসলে সেই বিশাল ধুলো এবং ময়লার স্তূপের নিচে ঢোকা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেখানে দুই হাজার বছর আগের রাস্তাঘাট এবং ঘরবাড়ি এখনও বিদ্যমান। জেরুজালেম এবং পম্পেই–এই দুই নগরীর পুনরুদ্ধার কাজের মধ্যে এক জায়গায় মিল রয়েছে। পম্পেই শহরকে যা ঢেকে রেখেছে তা হলো পোড়া মাটি, লাভা এবং

BanglaBook.org

আগ্নেয়গিরির ছাই। আর জেরুজালেম ঢাকা পড়ে আছে রূপান্তরিত চুনাপাথর, এবং শহরের অন্যান্য জঞ্জাল, যেমন হাড়, তৈজসপত্র ইত্যাদির টুকরোর আড়ালে। এটি রুঢ় বাস্তব যে বর্তমান জেরুজালেমের নিচেই রয়েছে আরও প্রাচীন সব জেরুজালেমের উদাহরণ, যারা ধুলোয় মিশে গেছে। জায়ন পাহাড়ের উপর জেবুসীয়রা দুর্গ স্থাপন করার পর থেকেই এই শহরের জন্ম, এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাঙ্খিত বস্তু খুঁজে পেতে হলে সেই সব জঞ্জাল খুঁড়ে নিচে নামা ছাড়া উপায় নেই। অন্যান্য প্রাচীন শহর, যেমন টায়ার, সিডন, গেবাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই মতামত সত্য।

মন্দিরের ভিত্তি

পাঠকের পক্ষে এটি আন্দাজ করা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য ব্যাপার, যে সলোমনের মন্দির যদিও পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, এবং এর একটি টুকরোকেও আলাদা করে চেনার উপায় নেই–তবুও এর ভিত্তি এখনও রয়ে গেছে। ভিত্তি বলতে অবশ্য যে দেয়ালের উপর মন্দির তৈরি করা হয়েছিল সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে না (তাতে অন্যান্য সাধারণ সৌধের সাথে এর কোন পার্থক্য থাকে না) বরং বলা হচ্ছে মূল মঞ্চ, বা পাহাড়টির কথা, যেটি এই বিশাল কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল।

ওল্ড টেস্টামেন্টে এই পাহাড়কে বলা হয়েছে মোরিয়া পাহাড় (Mount Moriah), যেটি ছিল প্রাকৃতিকভাবে একটি সরু ও খাড়া ঢাল বিশেষ। এর মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়ছিল ছোট বড় গিরিখাত ও গর্ত এবং অজস্র গুহা। একটি মন্দিরের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এটি কখনই উপযুক্ত ছিল না। এর প্রতিটি পাশ ছিল অত্যন্ত খাড়া এবং বন্ধুর, কেবল উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পুব দিকটি বাদে। পাহাড়ের শীর্ষের চারপাশে দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে এর ক্ষেত্রফল কিছুটা বাড়িয়ে তোলা হয়। বাইরের দেয়ালগুলো গড়ে তোলা হয় পাহাড়ের নিচের উপত্যকার উপর, ফলে মূল মঞ্চ থেকেও প্রায় এক-দেড় শ ফিট নিচুতে ছিল তাদের গোড়া। এর এক শ ফিট নিচে মূল পাথুরে ভিত্তি। এর ফলে, মন্দিরের ভিত্তি তৈরি হয় চারপাশের গভীর খাতগুলো থেকে প্রায় আড়াই শ ফিট উচুতে। সলোমন এই অংশকে তৈরি করেন, এবং হেরড (Herod) এর সংস্কার করেন। এখনও এর অস্তিত্ব আছে, হিনোম (Hinnom) উপত্যকার মাঝ দিয়ে দক্ষিণে প্রায় এক হাজার ফিট বয়ে গেছে এই সরলরেখার মতো পাহাড়টি। এই বেমানান এবং দুর্গম পাহড়টিকে নিরেট, চওড়া, উঁচু এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি মঞ্চে পরিণত করার কাজটি ছিল বিপুল পরিশ্রমের ব্যাপার। এর চাইতে পুরো মঞ্চটিকে নতুন করে তৈরি করলেও হয়তো পরিশ্রম ও খরচ কম হতো।

BanglaBook.org

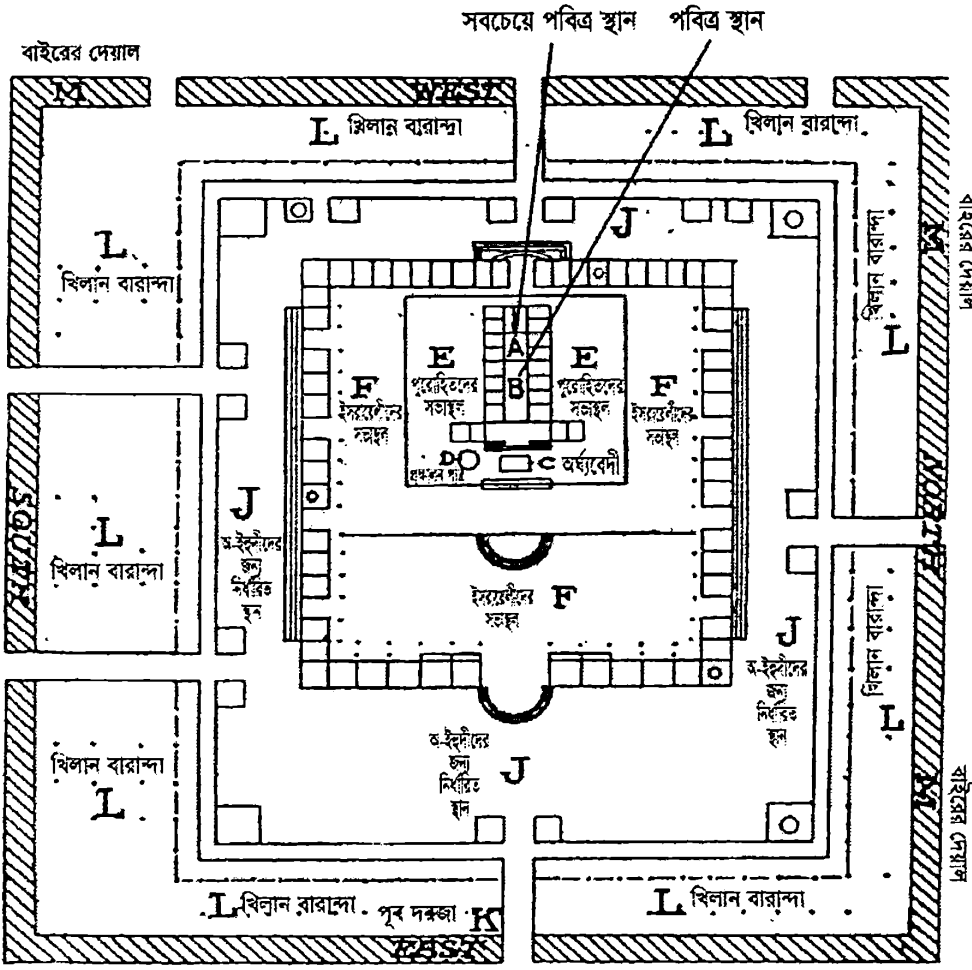

মন্দিরের নকশা

হিরাম ও তার নির্মাতাদের উপর যে কাজের ভার দেয়া হয়েছিল তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়ার জন্য তাদের বলা হয় একটি সমতল জায়গা তৈরি করতে হবে, যার আকৃতি হবে আয়তাকার। লম্বায় ষোল শ ফিট এবং চওড়ায় এক হাজার ফিট, অর্থাৎ সাড়ে ছত্রিশ একরের সমান। এর চারপাশে ভারি পাথর দিয়ে তৈরি করতে হবে একটি দেয়াল, যা আট, দশ, বিশ এমনকি চল্লিশ ফিটও উঁচু হতে পারে। এর প্রস্থও হবে উচ্চতার সমানুপাতিক। এই দেয়ালের ভিত্তিপ্রস্তরগুলোকে লোহা ও সীসার আংটা দ্বারা শক্ত করে আটকে রাখতে হবে, এবং একই উপায় নিচের পাথরগুলোর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই দেয়ালকে ঢালাই করে আরও দেড় শ ফিট পর্যন্ত উঁচু করতে হবে, এবং মধ্যবর্তী সাড়ে ছত্রিশ একর জমিকেও একই রকম উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে! এই কাজ শেষ হওয়ার পর পাওয়া যাবে সলোমনের নির্মাতাদের তৈরি এক ভিত্তি বা মঞ্চ, যার উপর তৈরি হবে মন্দিরটি।

এই সংখ্যা অবশ্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ মঞ্চের একটি কেন্দ্রীয় খুঁটি ছিল, যা হচ্ছে মোরিয়া পর্বত। আর তাছাড়া, রাজমিস্ত্রীদের কাজের সময়ও অনেক ভূগর্ভস্থ গুহা ও গহবর তৈরি হয়।

BanglaBook.org

তাই, এখন যখন আমরা বলছি যে রাজা সলোমনের মন্দিরের ভিত্তি এখনও বিদ্যমান, তখন আসলে বলা হচ্ছে এই সাড়ে ছত্রিশ একরের মঞ্চের কথা, যাকে সময় অথবা বর্বর শক্তি আক্রমণ–কোনটিই পরাজিত করতে পারেনি। এমনকি বড় বড় ভূমিকম্পেও এর কোন ক্ষতি হয়নি। বাইরের দেয়ালগুলো যে পাথরে তৈরি হয়েছে সেগুলো এত বড়, এবং এত সুন্দরভাবে সেগুলোকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে যে কোন মানুষের হাত তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না–এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এমনকি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও তারা অনায়াসে সহ্য করতে পারবে। তবে যে অগ্ন্যুৎপাতে সাগরের তলদেশ উপরে উঠে আসে বা বড় বড় পাহাড় ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তার কথা আলাদা।

এই ভিত্তির উপরে, এবং দেয়ালগুলোর শীর্ষে গড়ে তোলা হয়েছিল বারান্দা, বা পায়ে চলার পথ। তার উপর ছিল গ্যালারি বা বিভিন্ন কামরা, যেগুলোকে ধরে রাখত সাদা রঙের মার্বেলের তৈরি খুঁটি। কেডরন এবং হিনোম উপত্যকার উপর গড়ে তোলা হয়েছিল খুঁটিগুলো। অসাধারণ এক স্থাপত্য ছিল এটি, দেখতে যে কোন গথিক ক্যাথেড্রালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু এগুলো ছিল কেবল মন্দিরের বাইরের অংশ। পায়ে চলা পথগুলো থেকে দেয়ালের ভেতরের প্রাঙ্গণে নেমে যাওয়া যেত, যেটির মেঝে ছিল মার্বেলের, এবং ছাদ ছিল খোলা। একে বলা হতো "অ-ইহুদীদের এলাকা", কারণ ইহুদী বাদে অন্য ধর্মের লোকরা এর চাইতে বেশি ভেতরে যেতে পারত না। এটি ছিল বাইরের প্রাঙ্গণ, এবং মন্দিরের সকল প্রাঙ্গণের মধ্যে সবচেয়ে বড়। অন্যান্য প্রাঙ্গণ এবং মন্দিরকে এটি সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছিল।

অ-ইহুদীদের এলাকা পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেলে পাওয়া যেত ইসরায়েলের প্রাঙ্গণ, যাকে নিচু পাথরের দেয়াল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বাইরের ভাগটি ছিল মেয়েদের জন্য, এবং এখান থেকে পনেরো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে ভেতরের প্রাঙ্গণে পৌঁছানো যেত, যেটি নির্ধারিত ছিল পুরুষদের জন্য। এই প্রাঙ্গণে, এবং এর চারপাশের ঘিরে থাকা অংশে ইহুদীরা নীরবে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে থাকত, আর তাদের উৎসর্গের সামগ্রীসমূহ পোড়ানো হতো ভেতরের প্রাঙ্গণে, বা "পুরোহিতদের অংশে।" সেই সাথে চলত মন্দিরের অন্যান্য কার্যক্রম।

"পুরোহিতদের প্রাঙ্গণ" কে ঘিরে রেখেছিল ইসরায়েলের প্রাঙ্গণ অংশটি। এর মাঝে ছিল তামার তৈরি বেদী, যার উপর অর্ঘ্য গ্রহণ করা হতো। তার সাথে আরও ছিল পুরোহিতদের পরিষ্কার হওয়ার জন্য একটি চৌবাচ্চা, এবং দশটি তামার চৌবাচ্চা, যাতে অর্ঘ্য ধুয়ে পরিষ্কার করা হতো। সেই সাথে উৎসর্গের জন্য প্রয়োজনীয় নানা যন্ত্রপাতি এবং তৈজসপত্রও থাকত এখানে।

BanglaBook.org

এই অংশে লোকজন তাদের অর্ঘ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসত, তবে পুরোহিতরা ছাড়া আর কেউ ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেত না। পুরোহিতরা সব কিছু তদারক করত। এই প্রাঙ্গণ থেকে বারো ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠলে পাওয়া যেত মূল মন্দির, যেটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। যেগুলো হলো বারান্দা, আশ্রম এবং সবচেয়ে পবিত্র স্থান, বা Holy of the Holies, যেখানে আর্কটি রাখা হতো। মন্দিরের বারান্দায় ঢোকার মুখে ছিল সম্পূর্ণ কাঁসার তৈরি একটি দরজা। সেই সময়ে কাঁসাই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। দরজার পাশে, এবং বারান্দার ঠিক নিচেই ছিল দুটি খুঁটি, যেগুলোর নাম ছিল জাকিন এবং বোয়াজ (Jachin and Boaz)। এই খুঁটিগুলো ছিল সাতাশ ফিট লম্বা, এবং ছয় ফিট চওড়া। প্রতিটি খুঁটিতে ছিল তিন ইঞ্চি কাঁসার আবরণ। ডান পাশের খুঁটিটির নাম ছিল জাকিন এবং বাম পাশের খুঁটিকে বলা হতো বোয়াজ। ধারণা করা হয় যে সলোমন এই খুঁটিগুলো নির্মাণের সময় আগুন এবং মেঘের সেই খুঁটির কথা মাথায় রেখেছিলেন, যেটি বুনো অঞ্চলের মাঝ দিয়ে ইসরায়েলিয়দের দেশত্যাগের সময় তাদের সামনে থাকত। ডান পাশের খুঁটি ছিল মেঘের প্রতীক, এবং বাম পাশেরটি ছিল আগুনের প্রতীক। সলোমন এগুলোকে কেবল মন্দিরের শোভাবর্ধনের অংশ হিসেবেই প্রস্তুত করেননি, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসেবেই দেখিয়েছেন। কারণ জাকিন নামের খুঁটির নাম এসেছে হিব্রু শব্দ (Jah) এবং (Achin) থেকে, যেগুলোর অর্থ যথাক্রমে "জিহোভা" এবং "প্রতিষ্ঠা করা", যার অর্থ দাড়ায় "ঈশ্বর ইসরায়েলিয়দের আবাস প্রতিষ্ঠা করবেন।" অন্য দিকে বোয়াজ শব্দের আগমন ঘটেছে (B) এবং (Oaz) থেকে, যার অর্থ যথাক্রমে "মাধ্যমে" এবং "শক্তি"। এর অর্থ দাঁড়ায় "এটি প্রতিষ্ঠিত হবে শক্তির মাধ্যমে।" এ কারণেই ইহুদীরা মন্দিরের বারান্দার মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করত, এবং তার প্রতিরক্ষার কথা ভেবে সাহস পেত। ঈশ্বর তাদেরকে দয়া দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে বারান্দার খুঁটিগুলো হচ্ছে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিরক্ষা ক্ষমতার প্রতীক।

বারান্দা থেকে একটি সরু পথের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করা যেত আশ্রমে। এখানে দরজার বদলে ছিল নানা রঙের একটি সুন্দর পর্দা, যেটি মূলত মহাবিশ্বের প্রতীক হিসেবে কাজ করত। আশ্রমের মাঝে প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রাখা হতো। সবচেয়ে পবিত্র স্থানটি ছিল একদম ভেতরে, এবং আশ্রমের সাথে এটিকে পৃথক করা হয়েছিল জলপাই কাঠে প্রস্তুত একটি দরজার সাহায্যে। এর উপর ছিল নানা রকম কারুকাজ এবং খোদাই, এবং এটি ঢাকা থাকত নীল, বেগুনী, খয়েরী রঙের বহুমূল্য লিনেনে তৈরি পর্দা

BanglaBook.org

দিয়ে। এই পবিত্র স্থানে কেবল প্রধান পুরোহিতই ঢুকতে পারতেন, এবং সেটিও বছরে কেবল একটি দিন–প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারের দিনে (The day of atonement)।

মোরিয়াহ পাহাড়ের উলটো দিকে অবস্থিত অলিভেট পাহাড়ের উপর থেকে কেউ যদি নিচের শহরের দিকে তাকাত, তাহলে অসাধারণ এক দৃশ্য দেখতে পেত সে। স্থাপত্যকলার সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এটি ছিল অদ্বিতীয়। কৃত্তিম একটি পাহাড়ের উপর তৈরি করা হয়েছিল দেয়াল, খুঁটি, ছাদ ইত্যাদি সম্বলিত এক মন্দির, যা সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শ থেকে ছয় শ ফিটের মতো উঁচু ছিল।

বিখ্যাত স্থপতি জেমস ফারগুসন লিখেছেন "জেরুজালেমের মন্দিরের ছিল তিনটি অংশ। প্রথমে ছিল নিচু প্রাঙ্গণ, যার সাথে ছিল অনন্য বারান্দা। তারপর ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু ভেতরের প্রাঙ্গণ, মঞ্চের ঠিক মাঝখানে। আর মন্দিরটি ছিল অন্য সব স্থাপনার চাইতে উঁচু, এবং সব কিছু মিলিয়ে এটি এক মনোমুগ্ধকর স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন তৈরি করেছিল, প্রাচীন পৃথিবীতে যার তুলনা বিরল।"

জোসেফাস লিখেছেন "কেউ যদি প্রাচীরের উপর থেকে নিচে তাকাত তাহলে তার মাথা ঘুরে উঠত, কারণ এত নিচ পর্যন্ত কারও দৃষ্টি চলত না।" এটিকে অবশ্য বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলে মনে করা হতো, যতক্ষণ না আধুনিক পর্যবেক্ষক দলের মাধ্যমে কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ক্রোলি তার অনন্য লেখনীর মাধ্যমে এই পাহাড় এবং তার উপরের মহান সৃষ্টি মন্দিরটির বর্ণনা দিয়েছেন। ৭০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয়ে যাওয়া হেরডের মন্দির[৫], যেটি ছিল সলোমনের মন্দিরের অনুরূপ, তার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গণটি আর সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে, যেটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ মার্বেলে তৈরি। এর দেয়াল উপত্যকা থেকে প্রায় ছয় শ ফিট উঁচু, এবং এর প্রবেশপথ সত্যিই রাজকীয় এবং সলোমনের সুনামকে বহন করার যোগ্য। ভেতরে রয়েছে মন্দিরের পুরোহিত এবং কর্মচারীদের জন্য তৈরি অসংখ্য কামরা এবং ভবন। আর এই সব কিছুর উপরে উজ্জ্বল মুকুটের মতো দীপ্যমান হয়ে আছে অ্যালাবাস্টারের তৈরি বারান্দা আর কার্নিশ, যার উপর বসে জেরুজালেমের ধর্মবেত্তারা মানুষকে শিক্ষা দিতেন, অথবা বিশুদ্ধ বাতাসে হেঁটে বেড়াতেন। পাহাড়ঘেরা জায়গাটির সমস্ত সৌন্দর্য এখান থেকে তাদের চোখে ধরা পড়ত। আর আমি আরও দেখলাম, এই বিশাল কাঠামোকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে ইহুদী নারীদের জন্য নির্ধারিত প্রাঙ্গণ। তাকে আলাদা করে রেখেছে বিশাল সব স্তম্ভ আর কারুকার্যময় দেয়াল। তার উপরে দেখা যায় পুরুষদের

---

৫ নির্ঘন্টের সলোমনের মন্দির অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নির্ধারিত জায়গা, তার উপরে পুরোহিতরা। সবচেয়ে উপরে রয়েছে মন্দিরের কেন্দ্র, আশ্রম এবং হোলি অফ দ্য হোলিস। তাকে ঢেকে রেখেছে সোনার পাত, ছাদে সোনার তৈরি বর্শাফলক। মহামূল্যবান মার্বেল আর ধাতু চমকাচ্ছে সব দিক থেকে। জেরুজালেমের দিকে অগ্রসরমান কোন পথিকের চোখে মোরিয়া পর্বত ধরা পড়ত এভাবেই। স্থানীয় গায়ক আর মানুষ একে বলত, "রত্নভরা তুষারের পাহাড়।"

এই ভবন, বারান্দা, স্তম্ভ, মিনার, বেদী বা মন্দির—কোন কিছুরই আর অস্তিত্ব নেই। "এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একটির উপর আরেকটি পাথর অক্ষত অবস্থায় আছে।" কেবল সেই এলাকাটিই রয়েছে, বিশাল কাঠামোগুলো তিন হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে মাটির তলায়। মোরিয়ার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে বিশাল সব ভবন। তাদের চাপে নিচের উপত্যকা প্রায় সমান হয়ে গেছে। নগরীর অবস্থান বলে যে জায়গাকে সনাক্ত করা হয়েছিল, পরে দেখা যায় যে সেটি আসলে সত্তর থেকে নব্বই ফিট নিচের ধ্বংসস্তূপ।

কোদাল আর শাবল নিয়ে বৃটিশ অভিযাত্রীরা লেগে পড়ে সঠিক ভিত্তির সন্ধানে। বিশাল খুঁটিগুলো সামনে পড়লে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, অথবা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ করা হয়। দগ্ধ জেরুজালেমের ছাই সরিয়ে প্রবেশ করে আলো, বেরিয়ে আসতে থাকে ইহুদী অহংকারের প্রতীক সব সম্পদ। এখান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে প্রাচীন হিব্রু অক্ষরে লেখা হাজ্জাই (Haggai) এর সিলমোহর। ফিনিশিয় নির্মাতাদের প্রথম স্থাপন করা পাথরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় অভিযাত্রীরা, যার নিচে ছিল প্রাকৃতিক পাথর। পাথরের গায়ে লাল রঙে আঁকা চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু চিহ্নগুলো উল্টো। যার অর্থ হলো, অক্ষত অবস্থায় পাথরগুলো উল্টো ছিল।

পুরো মোরিয়া পর্বতে রয়েছে অসংখ্য সুড়ঙ্গ এবং গুহা। একটি গুহার নাম সমুদ্র (Great Sea), যেখানে দুই মিলিয়ন গ্যালন পানি ধরতে পারত, এবং সব মিলিয়ে দশ মিলিয়নের কম নয়। ওফেলের (Ophel) দেয়াল পাওয়া গেছে, যেটি পাওয়ার সময় অন্তত সত্তুর ফিট উঁচু ছিল। এছাড়া অন্যান্য যে সব বাড়িঘর এবং স্থাপনা পাওয়া গেছে সেগুলো জুডাহ-এর রাজাদের সময়কার তৈরি।

এই পবিত্র পাহাড়ের উপর অবস্থান করেছে সাতটি বস্তু, যেগুলোর প্রতি একজন মেসনের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়। সেগুলো হলো :

১। আব্রাহামের বেদি
২। অরনানের ফসল মাড়াইয়ের জায়গা
৩। ডেভিডের বেদি

BanglaBook.org

৪। সলোমনের মন্দির
৫। জেরুবাবেলের (Zerubbabel) মন্দির
৬। হেরডের মন্দির
৭। ওমারের মসজিদ। চতুর্দশ শতকে এই ভবনটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং অভিজাত। গোলাকৃতির ভবনটির উপর ছিল সীসার কারুকাজ, এবং সাদা মারবেল।

বর্তমানে মন্দিরের জায়গায় রয়েছে দুটি তুর্কি মসজিদ, যেখানে কিছু দিন আগেও ইহুদী বা খ্রিস্টানদের ঢোকার অনুমতি ছিল না।

প্রাচীন মন্দিরসমূহ

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহুদীরা অনুসরণ করেছিল মিশরীয় মন্দিরের নকশা। ইহুদীদের নকশাকে আবার কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রিক ও রোমানরা গ্রহণ করে, যেখানে থেকে এটি ছড়িয়ে পড়ে আধুনিক ইউরোপে।

মিশরীয় মন্দিরসমূহের অবস্থান হতো পুব থেকে পশ্চিমে। প্রবেশপথ থাকত পুবে। আয়তাকার ভবন, দৈর্ঘ্য হতো প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশি। একটি পবিত্র বেষ্টনী ঘেরা জায়গার পশ্চিম অংশে থাকত এই ভবন। বেষ্টনীর মাঝ দিয়ে উপাসনালয় পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার দুই পাশে থাকত স্ফিংকসের (Sphinxes) মূর্তি। প্রবেশপথের মুখে থাকত দুটি লম্বা স্তম্ভ, যেগুলো দেখলে সলোমনের মন্দিরের বারান্দায় থাকা দুটি স্তম্ভের কথা মনে পড়তে বাধ্য। মন্দিরটির ভেতরে থাকত একটি বিশাল হলঘর, যেখানে উপাসনাকারীরা সমবেত হতো। এর সামনে, একদম পশ্চিমে থাকত একটি ঘর, যার সাথে তুলনা করা যায় ইহুদীদের হোলি অফ দ্য হোলিস-এর সাথে। এই ঘরে কেবল পুরোহিতরাই প্রবেশ করতে পারত। আর ঘরের একদম শেষ মাথায় একটি পর্দার আড়ালে থাকত ঈশ্বরের প্রতীক, যিনি বসে আছেন নিজের আসনে; অথবা তার প্রতিনিধিত্বকারী কোন পবিত্র প্রাণী।

হিব্রু এবং মিশরীয় মন্দিরের মতো গ্রিসিয় মন্দিরগুলোও তৈরি হত বেষ্টনীঘেরা জায়গার মাঝে। প্রাথমিক যুগে এই বেষ্টনীর জন্য ব্যবহার করা হতো দড়ি, পরে তার জায়গা দখল করে দেয়াল। মন্দির হতো সাধারণত আয়তাকার, তবে গোলাকারও দেখা গেছে। মিশরীয়দের মতোই কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকত এই মন্দির।

রোমানদের মন্দিরগুলো প্রথম দিকে ছিল একেবারেই সাধারণ। তবে পরে এই ধরন থেকে বেরিয়ে আসে তারা, এবং অনেকটা গ্রিসিয়দের অনুকরণেই মন্দির তৈরি করতে শুরু করে। পবিত্র এবং সবচেয়ে পবিত্র আখ্যা দিয়ে দুটি

BanglaBook.org

স্থানকে আলাদা করার ব্যাপারটি প্রায় সব মন্দিরের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। মেসনিক লজ বা সম্মেলনস্থল তৈরির ক্ষেত্রেও এই একই ধারণা অনুসরণ করা হয়। মিশরীয় এবং ইহুদীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পবিত্র স্থান ধরা হতো পশ্চিম দিকে, তবে এখন তাকে ধরা হয় পুবে।

হিব্রু জাতির বিভেদ

৯৭৫ খ্রিস্টপূর্বে মারা যান সলোমন। নিজের রাজত্বের সময় তিনি শান্তি পূর্ণভাবে অন্যান্য রাজ্যকে নিজের আওতায় নিয়ে আসেন, বানিজ্য ও প্রতিরক্ষার জন্য শহর ও দুর্গ গড়ে তোলেন। জলাধার, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মনোরম ভবন এবং বাগান তৈরি করেন বিভিন্ন স্থানে। তার বশ্যতা স্বীকার করেন অনেক রাজা, এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সম্পদ এবং অদ্ভুত সব বস্তু নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা করত তার দেশের মাঝ দিয়ে। রাজ্য এতই সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল যে "তার যুগে রুপার কোন দামই ছিল না।" তার সাম্রাজ্যের চাকচিক্য এবং সমৃদ্ধি জয় করেছিল অনেক বিদেশীর মন, যাদের ভেতর বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শেবার রানি বালকিসের (Balkis) কথা। নিজের রাজকীয় মর্যাদার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে এক পর্যায়ে সলোমনের হারেমে যোগ হয় এক হাজারের উপর রমনী। মোজেসের আইনে যেমনটা বলা ছিল, তেমন নির্দিষ্ট সংখ্যায় নিজের স্ত্রীদের সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি, বরং বিবাহের মাধ্যমে অনেক বিধর্মী জাতির সাথে স্থাপন করেছেন মৈত্রী। তবে বৃদ্ধ বয়সে তার এই "বিজাতীয়" স্ত্রীদের কারণে তিনি নানা রকম মূর্তিপুজার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তার জ্ঞান এবং মানসিক প্রজ্ঞা উভয়ই ছিল অনন্যসাধারণ। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তার সাথে সাধারণ কোন স্বৈরশাসকের কোন পার্থক্য ছিল না। অনেক বেশি মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, পুতুলপুজার দিকে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন, এমনকি নিষ্ঠুরতা দেখাতেও পিছপা হতেন না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সার্বিক বিবেচনায় তার রাজত্বকে তাই ব্যর্থতা ছাড়া আর কোন শব্দে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তিনি মারা যাওয়ার আগেই এদম এবং সিরিয়া বিদ্রোহ করে, ইসরায়েলে দেখা দেয় গোত্রভিত্তিক শত্রুতা। এফ্রাইম গোত্রের জেরোবোয়াম, যাকে সরকারী কাজসমূহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে জাতির বিভেদ তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। এই কাজে তাকে সহায়তা করে জনগণের মনে জেগে ওঠা অসন্তোষ, কারণ রাজার বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য ক্রমবর্ধমান খাজনা ও শুল্ক দিতে দিতে তারা ক্ষেপে উঠছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কারণে জেরোবোয়াম নিজের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মিশরে চলে যায় সে, এবং সেখানকার রাজা শিশাকের (Shishak) কাছে আশ্রয় নেয়।

BanglaBook.org

সলোমন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রায় সাথে সাথেই তার জনগণ বিদ্রোহ করতে শুরু করে। সলোমনের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী রেহোবোয়াম (Rehoboam), যার মা নামাহ (Naamah) ছিলেন একজন আমোনীয়; পিতার শাসনপদ্ধতিকে নিজ আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। তার উদ্ধত আচরণ এবং বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের ফলে জনগণের মাঝে আক্রোশ তৈরি হয়। সলোমনের মৃত্যুর পর জেরোবোয়াম আবার ফিরে আসে। তার নেতৃত্বে জেরুজালেমের দশটি গোত্র মিলে তৈরি করে ইসরায়েল রাজ্য, এবং আশ্রয় নেয় সামারিয়ায় (Samaria)। বাকি দুই গোত্র জুডাহ এবং বেঞ্জামিন জুডাহ রাজ্যের নামে মন্দির ও জেরুজালেমের ভার নিজেদের হাতে রাখে। এর ফলে ৯৭৫ খ্রিস্টপূর্বে ভেঙে যায় হিব্রু জাতির ঐক্য। এরপর থেকে তারা নিজেদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা ও শত্রুতার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। পরের বছর ইসরায়েলের রাজা জেরোবোয়াম জিহোভার উপাসনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, এবং দান ও বেথেলে সোনালি বাছুরের উপাসনার প্রবর্তন করে। পুরোহিত, লেভিয় ও ধার্মিক ইসরায়েলিয়রা ইসরায়েল রাজ্য ছেড়ে জুডাহ রাজ্যে এসে আশ্রয় নেয়।

মন্দিরের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকে কেবল পরবর্তী তেত্রিশ বছর। ৯৭১ খ্রিস্টপূর্বে মিশরের রাজা শিশাক জুডাহ-এর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, জেরুজালেম দখল করে এবং সকল মূল্যবান বস্তু লুট করে নিয়ে যায়। সেই সময় থেকে শুরু করে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মন্দিরটি বারবার লুট হয়েছে, পুনরায় মেরামত হয়েছে, এবং আবার লুট হয়েছে। এক বিশ্বাসের উপাসনা বন্ধ হয়ে সেই জায়গা দখল করেছে আরেক বিশ্বাস, এবং এভাবেই চলেছে পুরো সময় জুড়ে।

মন্দিরের নির্মাণ কাজ এক সময় শেষ হয়। বিপুল কর্মযজ্ঞ শেষ করে, সমস্ত জুডিয়াতে মন্দির, প্রাসাদ এবং দেয়ালঘেরা শহর তৈরি করে এই দক্ষ নির্মাতারা ফিরে যায় গ্রিস, রোম, স্পেন এবং অন্যান্য দেশে। গেজের (Gezer), বালাহ (Baalah) এবং তাদমোরে নিজেদের দক্ষতার ছাপ রাখে তারা, এবং তাদের হাতেই পরবর্তীতে নির্মিত হয় প্রাচীন পৃথিবীর বহু বিখ্যাত স্থাপনা।

৭২১ খ্রিস্টপূর্বের দিকে আসিরিয়ার রাজা চতুর্থ শালমানেসের-এর (Shalmaneser) সেনাবাহিনী আক্রমণ করে সামারিয়া, যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল বিদ্রোহী দশ ইহুদী গোত্র। রাজধানী দখল করে নেয় তারা, যার ফলে সূচিত হয় ইসরায়েল রাজ্যের সমাপ্তি। রাজা হোশিয়া (Hoshea) কে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। নাগরিকদের বেশিরভাগ অংশকে পাঠিয়ে দেয়া হয় দূর পুবে, মিদিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে। তাদের জায়গা দখল করে আসিরিয় বসতি স্থাপনকারীরা। ব্যাবিলন, পারসিয়া, শুশান, এলাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে

BanglaBook.org

এসেছিল তারা। এদের সাথে আসে মূর্তিপুজার রীতি। অবশিষ্ঠ ইসরায়েলিয়দের সাথে মিশে যায় তারা। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তৈরি হয় এক মিশ্র জাতি, সামারিটান (Samaritans)। যাদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তারা আর ফিরে আসতে পারেনি। পরবর্তীতে তাদের কি হয় সে ব্যাপারে কোন তথ্য জানা যায়নি, এবং ভবিষ্যতেও জানা যাবে বলে মনে হয় না।

প্রাচীন থেকে আধুনিকে

এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তাতে প্রাচীন ইতিহাসের সাপেক্ষে ফ্রিমসন ভ্রাতৃসংঘের জন্ম ও তাদের ওই সময়ের অবস্থান বোঝা যায়। এখন আলোচনা করা হবে ওই সময় থেকে আধুনিক স্থাপত্যের দিকে তাদের অগ্রগতি এবং বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কিত আবিষ্কারের উপর। এটি করা হবে সময় অনুযায়ী, যাতে তাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলো জানা যায়, যেগুলো প্রমাণিত। এর ফলে আরও জানা যাবে ভ্রাম্যমান ভ্রাতৃসংঘের সদস্যদের হাতে তৈরি প্রধান প্রধান সৌধগুলো সম্পর্কে।

রোমান স্থাপত্য বিদ্যালয়সমূহ

খ্রিস্টিয় যুগ শুরু হওয়ার আগে, ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কিছু রোমান স্থাপত্য বিদ্যালয় (Roman Colleges of Artificers)। এখানে শিক্ষা দেয়া হতো শিল্প ও কলার বিভিন্ন বিষয়ে, যেগুলো নাগরিক, ধার্মিক, নৌ ও পানি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রকৌশলের উপর। নিজেদের আইন ও বিচারক ব্যবস্থার অধীনে থাকত তারা, যে আইনগুলো তৈরি হয়েছিল ডায়োনিসিয় স্থপতিদের কাছ থেকে।[৬] তাদের কাহিনীসমূহ এখনও প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মাঝে প্রচলিত। বিখ্যাত আইনপ্রণেতা এবং রোমের দ্বিতীয় শাসক নুমা এই কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত আরও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংঘের মতোই ছিল এটি। কিন্তু মন্দির বা সৌধ নির্মাণের সকল দায়িত্ব ছিল তাদের হাতে, এবং রাষ্ট্র ও পুরোহিতসমাজের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতো সাধারণ আইনের মাধ্যমে। তাদের প্রধানকে বলা হতো প্রেসিডেন্ট বা মাস্টার। এছাড়া, ওভারসিয়ার, ওয়ারডেন, সেনসর, ট্রেজারার, সিলরক্ষক, আর্কিটেক্ট, সেক্রেটারি নামেও আখ্যায়িত করা হতো তাদের। প্রতিটি কলেজে থাকত একজন করে পুরোহিত। শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করা হতো তিনটি ভাগে এল্ডার, বা শ্রমিকনেতা, তাদের সহকারী এবং

---

৬ পোপের যে নির্দেশের মাধ্যমে তারা সুরক্ষা পেয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে মন্দির নির্মাণে টায়ারের রাজা হিরাম সলোমনকে লোকবল দিয়ে সাহায্য করায় তাদের এই সুরক্ষা দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

শিক্ষানবিশ। এরা গোপন সম্মেলনে মিলিত হতো এবং মাসিক চাঁদা দিত, যার মাধ্যমে অসুস্থ বা কর্মহীন সদস্যদের শায্য করা হতো। সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতো এই তিন শ্রেণির সদস্যরা। সদস্য হওয়ার জন্য যোগ দিতে হতো গোপন প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানে, যেখানে তাদের পেশা ও জীবিকার প্রতীকি রূপ তুলে ধরা হতো। তিন সদস্যের কমে কোন কলেজ গঠিত হতে পারত না। এই সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তারা ফ্রিমেসনারি লজের সদস্যদের মতোই ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে তাদের সদস্যসংখ্যা এবং সুযোগসুবিধাও বৃদ্ধি পায়, ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গণেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে।

বসতি স্থাপনের দিকে রোমানদের চোখ ছিল সব সময়ই। এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করত কিংবদন্তীতুল্য রোমান সেনাবাহিনী। বিভিন্ন ছোট ছোট লিজিয়ন (Legion) বা ভাগে বিভক্ত থাকত তারা, প্রতিটি লিজিয়নের সাথে সংযুক্ত থাকত একটি কলেজ বা স্থপতিদের দল। রোম থেকে এদের একসাথে নিয়োজিত করা হতো, এবং প্রতিটি অভিযানেই স্থপতিদের দলটি তাদের লিজিয়নের সঙ্গে থাকত। বিজয়ের পর সেনাবাহিনী ফিরে গেলেও এরা থেকে যেত বিজিত দেশে, সেখানে রোমান স্থাপত্যের বীজ বপন করতে। কলেজের সদস্যরা যুদ্ধের সময় লিজিয়নের জন্য দুর্গ তৈরি করত, আর শান্তির সময়, অথবা তাদের নিজ লিজিয়ন যখন নিশ্চল থাকত তখন মন্দির বা বসতবাড়ি নির্মাণে সময় দিত। ৫৫ খ্রিস্টপূর্বে যখন রোমান সেনাবাহিনী ইংল্যান্ড আক্রমণ করে, তখন সেই লিজিয়নগুলোর সাথে তাদের কলেজও ছিল। এই লিজিয়নগুলোর একটি জুলিয়াস সিজারের নেতৃত্বে এগিয়ে যায় দেশটির উত্তর অংশে। সেখানে বসতি স্থাপন করে তারা, এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য দেয়ালঘেরা শিবির তৈরি করে। এর ভেতরে অন্য সব জায়গার মতোই বসবাসের স্থান, মন্দির ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এবোরিকামের (Eboricum) নাম অনুসারে এই শহরকে নাম দেয়া হয় ইয়র্ক, যা মেসনরির পরবর্তী ইতিহাসে অত্যন্ত সুপরিচিত এক স্থান। দ্বিতীয় শতকের শুরুতে যখন রোমান রিপাবলিকের পতন হয়, তখন কলেজগুলোও তাদের সুপ্রাচীন সুবিধাগুলো হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ২৮৬ সালে ক্যারোসিয়াসের (Carausias) সাহায্য কামনা করে ইংল্যান্ড, যারা তখন স্যাক্সন এবং ফ্র্যাংক জলদস্যুদের আক্রমণে পর্যুদস্ত। ক্যারোসিয়াসের পরিচয় ছিল "স্যাক্সন উপকূলের কাউন্ট", এবং "উত্তর সাগরের অ্যাডমিরাল" হিসেবে। তাকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানানো হয়। জলদস্যুদের বিরুদ্ধে সমুদ্রযুদ্ধে বিজয় করার পর তিনি বৃটেনের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন নিজেকে। রোমান স্থাপত্য বিদ্যালয়গুলোকে শান্ত রাখতে, এবং দেশে নিজের

BanglaBook.org

প্রভাব বজায় রাখতে তিনি মেসনদের প্রাচীন সুবিধাগুলো আবার পুনর্বহাল করেন। এই সময় থেকেই তাদের পরিচয় হয় ফ্রিমেসন, যাতে সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের থেকে তাদের আলাদা করা যায়। ২৯৪ সালে ক্যারোসিয়াস তার প্রধানমন্ত্রী এবং ব্যক্তিগত বন্ধু আলেকটাসের (Allectus) হাতে নিহত হন। আলেকটাস নিজেকে রাজা ঘোষণা করে। তবে তিন বছর পরেই রোমান শক্তি বৃটেনের স্বাধীন সার্বভৌমত্বের ইতি ঘটায়, এবং একে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

উত্তর থেকে আসা বর্বরদের আক্রমণে ইটালিও রোমান সাম্রাজ্যের সাহায্য চেয়ে বসে, যাতে তাদের রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। ৪২০ সালে ব্রিটেনকে পরিত্যাগ করে রোম। স্থানীয় অধিবাসী, যাদের বেশিরভাগই ছিল কেল্ট (Celts), সেই সাথে সেখানে থেকে যাওয়া ফ্রিমেসন ও রোমান বসতি স্থাপনকারীদের ইংল্যান্ডেই রেখে যাওয়া হয়। এর অনেক আগেই খ্রিস্টান ধর্মের সূচনা হয়েছিল। কেবল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ নয়, বরং পুরো ইউরোপ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল তা। কলেজগুলোতেও এই নতুন বিশ্বাসের হাওয়া এসে লাগতে শুরু করে। তাই তাদের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম ও জীবনব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার কাহিনী।

BanglaBook.org

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ

বসতি স্থাপনকারী ও বৃটেনের স্থানীয় অধিবাসীদের উপর থেকে রোমান প্রতিরক্ষার ছায়া সরে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালায় পিয়েত (Piets), তাদের বর্বর প্রতিবেশী এবং স্যাক্সন জলদস্যুরা। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী পালিয়ে যায় ওয়েলসের পাহাড়ি এলাকা আর আইরিশ সাগরের দ্বীপসমূহে। কলেজের সদস্যরা, যারা আগেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং লিজিয়নগুলো চলে গেলেও যারা রয়ে গিয়েছিল পেছনে, তারা এখন এদের সাথে দেশ ত্যাগ করে। রোমের প্রধান সংগঠনের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলায় তারা এর পর থেকে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা সংঘ (Building Corporations or Societies of Builders) হিসেবে। তবে নিজেদের রীতিনীতি এবং ফ্রিমেসন নাম তারা পরিত্যাগ করেনি। এরপর ষষ্ঠ শতকে, ৫৫০ সালের দিকে যখন পুরো ইংল্যান্ড স্যাক্সন দখলদারদের হাতে চলে যায়, তখন বৃটিশরা তাদের ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে এবং স্থপতিদের নিয়ে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে পালিয়ে যায়। এই দেশসমূহের অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত করে তারা, এবং সভ্য করে তোলে। সেই সাথে তাদের শেখায় স্থাপত্যের কৌশলসমূহ।

বর্বর দেশসমূহে যখনই খ্রিস্টান ধর্মের বিস্তার ও অধিবাসীদের সত্যিকার বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহী তোলার কথা জানা গেছে, তার সাথে আরও শোনা গেছে ওই একই জায়গায় নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গড়ে তোলা বিভিন্ন ভবন নির্মাণ প্রযুক্তির বর্ণনা। এই সংঘগুলোই ছিল রোমান কলেজসমূহের উত্তরসূরী। নতুন যে ধর্ম তখন ছড়িয়ে পড়ছিল, তার জন্য দরকার ছিল প্রচুর ক্যাথেড্রাল ও মঠ। সেই সাথে বোঝা গিয়েছিল যে এসব স্থাপত্যের মাধ্যমে সভ্যতার বিস্তারও দ্রুত হবে। এক সময় ইউরোপের উত্তর অংশের সকল জ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যার কেন্দ্র হয়ে ওঠে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। এখান থেকে ধর্মযাজকরা আবার ফিরে আসে ইউরোপে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, এমনকি আয়ারল্যান্ডসহ অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোকে খ্রিস্টান ধর্মের আওতায় নিয়ে আসা, এবং সভ্যতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। স্থপতিরাও এদের সঙ্গী হয়।

বৃটেনের খ্রিস্টানসমাজ এবং পোপের শক্তির মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছিল ধর্মীয় প্রতিযোগিতা। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বিশপদের পোপের কাছে নতি স্বীকার করার মাধ্যমে এর অবসান হয়। ইউরোপে পোপের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক নেতাগণ স্থপতিদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেবল নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ করে। পোপ এবং বিশপদের অনুমতিতে তারা সর্বত্র "ভ্রাম্যমান ফ্রিমেসন" হিসেবে পরিচিত হতে থাকে, যাদের কাজ ছিল বিশাল এবং অসাধারণ সব ভবন গড়ে তোলা। এখান থেকেই সংঘগুলো তাদের শিল্পকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে সকল দেশে। তাদের কাজের ভেতর ছড়িয়ে থাকা মিল থেকেই প্রমাণিত হতো যে তারা সার্বজনীন নিয়মকানুনের অনুসারী, আবার এটাও বোঝা যেত যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা সংঘের সব বৈশিষ্ট্যই তাদের মাঝে আছে।

ইংল্যান্ডে অবশ্য স্থপতিদের এই ভ্রাতৃসংঘের সদস্য, অর্থাৎ ফ্রিমেসনরা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, যার মূলে ছিল স্কট, পিয়েত, ডেন এবং স্যাক্সনদের পুনঃপুন আক্রমণ। এর ফলে তাদের নির্মাণ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তবে তারা প্রাচীন রীতিনীতি ধরে রাখতে সক্ষম হয় ঠিকই, অন্তত ৯২৬ সালে ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে তাদের সংবিধান তৈরি হওয়া পর্যন্ত। এই সংবিধানে রচয়িত হয় আট শ বছরের ইংলিশ নির্মাণশৈলীর মূল নিয়মসমূহ। তাদের প্রাচীন লিপিতে জানা যায় এক কিংবদন্তীর কথা, যাকে বর্তমান ফ্রিমেসনরা তাদের সত্যিকারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১৭২৩ সালে প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয় তাদের সংবিধান, যাতে ড. অ্যান্ডারসন এই কিংবদন্তীকে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন, যাকে আবার উইলিলাম প্রেসটন সত্যি বলে প্রকাশ করেন। এতে লেখা ছিল "৯২৪ সালে মারা যান এল্ডার এডওয়ার্ড, এবং তার উত্তরাধিকারী হন অ্যাথেলস্টেন (Athelstane)।

BanglaBook.org

নিজের ভাই এডউইনকে মেসনদের শিক্ষক নির্বাচিত করেন তিনি। অ্যাথেলস্টেনের কাছ থেকে আসে একটি নতুন আইন, যাতে বলা হয় যে প্রতি বছর ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত হবে মেসনদের সম্মেলন। এই শহরেই ৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের প্রথম গ্র্যান্ড মেসনিক লজ (Grand Lodge of England) প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে এডউইনকে নির্বাচিত করা হয় গ্র্যান্ড মাস্টার (Grand Master) হিসেবে। এখান থেকে তৈরি হয় গ্রিক, ল্যাটিন এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা নানা পাণ্ডুলিপি, যেখান থেকেই পরবর্তীতে ইংলিশ লজের সংবিধানসমূহ তৈরি হয় বলে ধারণা করা হয়।" ৯২৬ সালের সাধারণ অধিবেশনে এই নিয়মগুলোকেই গ্রহণ করা হয়, এবং এগুলোই এক সময় পরিণত হয় সকল মেসনিক সংবিধানের মূল ভিত্তিতে।

এই অধিবেশনের আয়োজন থেকে বোঝা যায় যে ফ্রিমেসনরা আরও আগে থেকেই ইংল্যান্ডে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের তৈরি করা ক্যাথেড্রাল, অ্যাবি বা মঠ এবং দুর্গসহ অন্যান্য ভবনগুলোও একই সাক্ষ্য দেয়। ইংল্যান্ডের স্থপতিদের মাঝ থেকে একটি জাতীয় কাঠামো বা গ্র্যান্ড লজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ইয়র্কের অধিবেশনকেই মূল পটভূমি বলে স্বীকার করা হয়।

সাধারণ অধিবেশনের পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই ভ্রাতৃসংঘ ছড়িয়ে পড়ে, এবং নানা রকম উত্থান ও পতনের সম্মুখীন হয়। ইয়র্ক অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত রীতিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে ইংল্যান্ডের মেসনদের প্রধান আইন বলে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৫৬৭ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের মেসনরা স্যার টমাস গ্রেশ্যাম (Sir Thomas Gresham) নামের এক সুপরিচিত ব্যবসায়ীকে নিজেদের গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে নির্বাচিত করে। তারপর তার জায়গায় আসেন যথাক্রমে চার্লস হাওয়ার্ড, অর্থাৎ আর্ল অফ এফিংহ্যাম, এবং আর্ল অফ হান্টিংডন, জর্জ হেস্টিংস। ১৬০৭ সালে তাদের উত্তরসূরী হন বিখ্যাত স্থপতি ইনিগো জোনস (Inigo Jones), যিনি লজগুলোর মাঝে নতুন করে উৎসাহের সৃষ্টি করেন। শুধু স্থপতি বা নির্মাতা নয়, বরং শিক্ষা, জ্ঞান বা উচ্চপদের অধিকারী এমন ব্যক্তিদেরও স্বীকৃত (Accepted) হিসেবে ভ্রাতৃসংঘের অভ্যন্তরে গ্রহণ করা হতে থাকে। এখান থেকেই তৈরি হয় বর্তমানের মেসনদের মুক্ত ও স্বীকৃত মেসন (Free and Accepted Masons) বলে অভিহিত করার প্রচলন।

মেসনরি'র আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ

ইংল্যান্ডে এখন ছিলেন দুজন গ্র্যান্ড মাস্টার, যাদের উভয়ই নিজ নিজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। উত্তরে যিনি গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন তাকে বলা হতো "সমগ্র ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড মাস্টার", আর দক্ষিণে যিনি ছিলেন তিনি পরিচিত ছিলেন "ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড মাস্টার" হিসেবে। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে দক্ষিণ

BanglaBook.org

ইংল্যান্ডের ফ্রিমেসনরি হুমকির মুখে পড়ে যায়। বিপ্লবের ফলে ১৬৮৯ সালে তৃতীয় উইলিয়াম ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন, এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয় তার ফলে ফ্রিমেসনদের সংঘের সাফল্য হুমকির মুখে পড়ে যায়। রানি অ্যান (Queen Anne)-এর সময়ে (১৭০২-১৭১৪) ফ্রিমেসনদের মাস্টার নির্মাতা এবং গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন স্যার ক্রিস্টোফার রেন (Christopher Wren), যিনি তখন বয়স্ক, দুর্বল এবং অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে গ্র্যান্ড লজের দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা সাধারণ অধিবেশনে ছেদ পড়ে যায়। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় যে পুরো দক্ষিণ ইংল্যান্ডে লজ আছে মাত্র চারটি, যার সবগুলোই লন্ডনে। এই লজগুলো তাদের প্রাক্তন উন্নয়নের ধারা পুনরুজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে নতুন এক গ্র্যান্ড মাস্টারের অধীনে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং ঠিক করে যে তাদের সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য রীতিনীতি আবার চালু করা হবে। এর ফলে তারা অ্যাপল ট্রি সরাইখানায় (The Apple Tree Tavern) সমবেত হয় এবং সেখানে নিজেদের জন্য একটি নতুন গ্র্যান্ড লজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক হয় যে বাৎসরিক ভোজের অনুষ্ঠান আবার চালু হবে, এবং তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে ঠিক হবে একজন নতুন গ্র্যান্ড মাস্টার। ১৭১৭ সালের সেইন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট'স ডে (২৪ জুন) তে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ভোজ, এবং সর্বসম্মতিক্রমে মি. অ্যান্থনি সেয়ার (Mr. Anthony Sayer) কে গ্র্যান্ড মাস্টার নির্বাচিত করা হয়। নতুন কিছু নিয়ম তৈরি হয়, যার মাধ্যমে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। বাস্তবের ভিত্তিতে কাজ করে এমন একটি সংগঠনের বদলে তারা পরিণত হয় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক একটি সংগঠনে। মন্দির বা ভবন বানানো থেকে অবসর নেয় তারা, তার বদলে সিদ্ধান্ত নেয় আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের গড়ে তোলার। তবে প্রাক্তন বাস্তবভিত্তিক সংগঠনের কাজের যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুলোকে আগের মতোই রাখা হয়, কারণ সেগুলো ধর্মীয় দিক দিয়েও গুরুত্ব অর্জন করেছিল। তারাই বর্তমানের ফ্রিমেসন, এবং তাদের হাতেই তৈরি হয় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ এবং সুসংগঠিত ধর্মীয় ও নৈতিক গঠনতান্ত্রিক দল, যা তৈরি হয়েছে একটি চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর। ইয়র্ক ও লন্ডনের গ্র্যান্ড লজগুলো নতুন এই লজের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, অন্তত ১৭২৫ সালের আগ পর্যন্ত। এ সময় নির্ধারিত এলাকার সীমানা নিয়ে দুই পক্ষের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়, এবং ১৭৩৫ সালে দুই পক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সম্পূর্ণ ইতি ঘটে। সেই সময় থেকেই ইয়র্কের মেসনরা নিজেদেরকে লন্ডনের গ্র্যান্ড লজের মেসনদের থেকে আলাদা মনে করতে থাকে। তিন বছর পর, ১৭৩৮ সালে ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লজের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু সদস্য লজ থেকে অবসর নেয় এবং

BanglaBook.org

প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইয়র্ক ও লন্ডনের দুই গ্র্যান্ড লজের মাঝে চলমান বিবাদের সূত্র ধরে তারা "ইয়র্ক মেসন" বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে। এ ধরণের দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড লজ তাদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং নিজেদের পরিচয় ঠিক করে "প্রাচীন ইয়র্ক মেসন" হিসেবে। তারা ঘোষণা করে যে প্রাচীন যে স্থাপনাগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল তাদেরই আছে, এবং অন্যান্য যে সব লজ নতুন করে নিজেদের সাজিয়েছে, তাদের এখন থেকে "আধুনিক মেসন" বলে ডাকা হবে। ১৭৩৯ সালে তারা লন্ডনে নতুন একটি গ্র্যান্ড লজ তৈরি করে, যার নাম হয় "প্রাচীন ইয়র্ক মেসনদের গ্র্যান্ড লজ।" নিজেদের রীতি অনুযায়ী পারস্পরিক যোগায় বজায় রাখা ও বাৎসরিক ভোজের আয়োজন করতে থাকে তারা। খুব শীঘ্রই স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের মেসনরা তাদের স্বীকৃতি দেয়। অভিজাতবর্গের অনেকেই তাদের উৎসাহ ও সাহায্য যোগাতে থাকে। দুটি গ্র্যান্ড লজই এই ভাবে চলতে থাকে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলমান রাখতে অন্যান্য দেশেও নিজেদের কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮১৩ সালে আধুনিক মেসনদের গ্র্যান্ড মাস্টারের দায়িত্ব পান ডিউক অফ সাসেক্স, এবং তার ভাই ডিউক অফ কেন্ট পান প্রাচীন মেসনদের গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার ভার। এবার তারা দুজন একত্রিত হয়ে তৈরি করেন "ইংল্যান্ডের সংযুক্ত গ্র্যান্ড লজ।" অন্য দিকে ইয়র্কে অবস্থিত "সমগ্র ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লজ" নামক লজটি ১৭৯২ সালেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই হচ্ছে ইংল্যান্ডে ফ্রিমেসনরির ইতিহাস, যেমনটা পাওয়া যায় গত দুই শতাব্দী ধরে সকল মেসন এবং এই বিষয়ক লেখকদের রেখে যাওয়া লেখায়। কমবেশি তৎপরতার মাধ্যমে এটি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সকল লজকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে গ্র্যান্ড লজ অফ ইংল্যান্ড, যেটি পরবর্তীতে পৃথিবীর সকল লজের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়। ফ্রিমেসনরি আবার জেগে উঠতে শুরু করে সর্বত্র। ইংল্যান্ডের লজগুলোর ভিত্তিতে অন্যান্য দেশেও গ্র্যান্ড লজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭২৭ সালে ফ্রান্সে, ১৭৩১ সালে হল্যান্ডে, ১৭৩৩ সালে জার্মানিতে এবং ১৭৩৫ সালে ইটালিতে তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৩৩ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রিমেসনরি।

ইউরোপ মহাদেশে ফ্রিমেসনদের ভ্রাতৃসংঘ

জার্মানি

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক যুগে কেবল ধর্মীয় নেতারাই ছিল শিল্প ও বিজ্ঞানের একমাত্র চর্চাকারী। এটি ঘটেছিল কারণ সে সময় প্রায় সব রকমের শিক্ষাই নির্দিষ্ট ছিল কেবলমাত্র যাজকদের জন্য। সাধারণ মানুষের

মধ্যে খুব কমই লিখতে বা পড়তে পারত, এমনকি রাজারাও বিভিন্ন দলিল বা চুক্তিপত্রে সাক্ষর করতে হলে সেখানে ক্রুশের চিহ্ন একে দিতেন। অষ্টম শতাব্দীতে শার্লেমেনের সময় থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সব ধরণের জ্ঞান এবং স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা, সেই সাথে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পের দায়িত্ব ছিল কেবল যাজকদের হাতে। গীর্জা বা ক্যাথেড্রাল তৈরির সময় বিশপরা নিজে সেগুলো তদারক করতেন, কারণ নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই তখন গোপন হিসেবে জ্ঞান করে লুকিয়ে রাখা হতো, এবং সাধারণ মানুষের কাছে তা গোপনই থাকত। মঠ প্রতিষ্ঠাতাদের মাঝ থেকে অনেকেই সন্ন্যাসীদের জন্য স্থাপত্য ও গীর্জা নির্মাণ ব্যবস্থায় পারদর্শী হওয়ার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে সেইন্ট বোনিফেস (St. Boniface) নামে এক ইংরেজ সন্ন্যাসী জার্মানিতে যান এবং স্থাপত্যে পারদর্শী এমন একটি বিশেষ সন্ন্যাসী শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের নাম হয় অপেরারি (Operarii) বা শ্রমিক এবং ম্যাজেস্ট্রি অপেরাম (Magestri Operum) বা শ্রমিকদের নেতা। রোমান কলেজগুলোর মতো একই নিয়ম অনুসরণ করে এই শরমিক ও সন্ন্যাসীদের দায়িত্ব ও কর্ম ভাগ করে দেয়া হয়। কেউ পায় ভবনের নকশা নির্মাণের কাজ, কেউ পায় রঙ, কারু বা ভাস্কর্য তৈরির দায়িত্ব। এছাড়াও আরও ছিল সেমেন্টারি (Cementarii) বা পাথর খোদাইকারীর দল, যারা কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলো করত। বড় বড় ভবনগুলো, যেখানে অনেক বেশি শ্রমিক দরকার হতো, সেখানে সন্ন্যাসীদের অধীনে সাধারণ শ্রমিকরাও কাজ করত। এই সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যারা মঠগুলোতে সহকারী বা শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ছিল, তারা অনেকেই ছিল দারুণ বুদ্ধিমান। নকশার সাথে মূল ভবনের সাদৃশ্য বজায় রাখার প্রতি সন্ন্যাসীদের আগ্রহ থেকে যা ঘটে তা হলো সময় কেটে যাওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীরা সাধারণ শ্রমিক ও কর্মীদের মাঝেও তাদের জ্ঞান, গোপন তথ্য ও স্থাপত্যের মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। তারপর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান সন্ন্যাসীদের মাঝ থেকে ধীরে ধীরে বাইরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মভিত্তিক ভ্রাতৃসংঘগুলো থেকে আলাদা হয়ে সাধারণ শ্রমিকরাও নিজেদের সংঘ গড়ে তোলে। এই সংঘগুলোর ডাক পড়তে থাকে সব জায়গায়, বিশেষ করে যেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজন হতো। এক সময় তারা সকল ব্যাপার থেকেই সন্ন্যাসীদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু এই সময় নতুন এক শ্রেণিবিভেদের উদ্ভব হয়। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যারা বেশি বুদ্ধিমান ছিল, এবং যারা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে গোপন জ্ঞানসমূহ লাভ করেছিল, তারা এখন সাধারণের তুলনায় আলাদা স্থপতি হিসেবে পরিচিত হতে থাকে।

BanglaBook.org

সাধারণ মেসনরা কেবল ছোটখাট কাজগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখত, যেখানে কর্মীরা নিজেরাই ভবনের নকশা করতে শুরু করে। খুব দ্রুতই এই শিল্পীদের সংঘগুলো খ্যাতি অর্জন করতে থাকে, এবং শহর কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের সুবিধার জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধার বরাদ্দ করে। তাদের সম্মেলনের জায়গাগুলোকেও লজ বলে অভিহিত করা হতে থাকে, এবং সদস্যরা নিজেদের ফ্রিমেসন বলেই পরিচয় দিতে থাকে। তাদের পৃষ্ঠপোষক সেইন্ট হিসেবে পরিচিতি পান সেইন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট, যিনি নতুন এবং পুরাতন রীতিনীতির মিলন ঘটানোর জন্য শ্রমিকদের কাছে খ্যাতি পেয়েছিলেন। সেই সাথে খ্রিস্টধর্মের প্রথম শহীদও ছিলেন তিনি। এভাবেই জার্মানিতে মেসনদের ভ্রাতৃসংঘের উদ্ভব হয়।

ইউরোপ মহাদেশে মেসনিক শিল্পকলার আগমন এবং বিস্তৃতি ঘটার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ (Strasburg) শহরে। এখানে ১২৭৫ সালে জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং ইটালির মাস্টার-নির্মাতাদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যার নেপথ্যে ছিলেন স্টেইনবাখের আরউইন (Erwin of Steinbach), ক্যাথেড্রালের মূল নির্মাতা। এই সম্মেলনে ফ্রিমেসনদের ভ্রাতৃসংঘকে সুসংগঠিত কররার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং সাড়ে তিন শ বছর আগে ইয়র্ক শহরে ইংরেজ মেসনরা যে নীতি গ্রহণ করেছিল তার সাথে মিল রেখে নতুন করে গঠন করা হয়। শ্রমিকদের জন্য ঠিক করা হয় তিনটি শ্রেণি: মাস্টার, সহকারী এবং শিক্ষানবিশ। সেই সাথে ভ্রাতৃসংঘের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ঠিক করা হয় বিভিন্ন শব্দ, চিহ্ন এবং প্রতীক, যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। এগুলোর কিছু অংশ এসেছিল ইংরেজ মেসনদের কাছ থেকে। এক সময় তৈরি হয় প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠান, যা ছিল অনেক অংশেই প্রতীকি। এই প্রতীকের অভ্যন্তরে লুকানো ছিল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ, ধর্ম এবং স্থাপত্য সম্পর্কিত জ্ঞান। জার্মানির বিভিন্ন শহরে লজ তৈরি হতে থাকে, যারা সবাই একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখত। এদের সাথে যোগ দেয় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাগণ। অন্যান্য মেসনদের মতো এরা কর্মক্ষেত্রে তৎপর না হলেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ সুবিধা ও সমর্থনের ব্যবস্থা করা ছিল তাদের দায়িত্ব। স্ট্রাসবুর্গ শহরে একটি গ্র্যান্ড লজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং এরউইন স্টেইনবাখকে তাদের নেতা বা গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই ভ্রাতৃসংঘগুলো খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ তাদের গুরুত্বের চোখে দেখতে থাকেন এবং তাদের হাতে বেশ ভাল রকমের ক্ষমতা ন্যস্ত করেন, যাতে তারা নিজেদের নির্মাণের ক্ষেত্রে সকল নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে পারে। এছাড়াও এই সুবিধার ফলে তারা যে

BanglaBook.org

কোন সময়ে নিজেদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক জোগাড় করতে পারত। এভাবে কোন বিপত্তি ছাড়াই ১৭০৭ সাল পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে।[৭] কিন্তু তারপর রাতিসবনের রাজকীয় দিয়েত বা রাজসভার (Imperial Diet at Ratisbon) একটি ডিগ্রির বলে স্ট্রাসবুর্গের গ্র্যান্ড লজের সাথে জার্মানির অন্যান্য লজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ ১৬৮৭ সালে শহরটি ফ্রান্সের হাতে চলে গিয়েছিল। কাঠামোর মাথা বা মূল ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলে অন্যান্য অংশগুলোও দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ১৭৩১ সালে রাজা প্রথম চার্লসের রাজকীয় আদেশবলে জার্মানির প্রায় সকল লজ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অষ্টদশ শতকে ইংরেজ ভ্রাতৃসংঘগুলোর মাধ্যমে তারা আবার ফিরে আসে নতুন করে।

ফ্রান্স

দশম শতকের শুরুতে স্থপতিদের একটি ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে, যেটি ছিল জার্মান ভ্রাতৃসংঘসমূহের অনুরূপ। তাদের মতোই সাধারণ শ্রমিকদের মাধ্যমে শুরু হয় ফ্রান্সের সংঘগুলো। ফ্রান্সের মেসনগণ এবং রোমান স্থাপত্য কলেজগুলোর মাঝে অবশ্য জার্মান ভ্রাতৃসংঘগুলোর তুলনায় মিল ছিল বেশি, কারণ রোমান লিজিয়নসমূহ অনেক আগেই ফ্রান্সের গল নগরী দখল করেছিল। তবে কাজের দিক দিয়ে জার্মানদের সাথে ফরাসীদের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। পোপ এবং রাজপুত্রদের সহায়তা পাওয়ায় ফরাসী মেসনরা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা গড়ে তুলতে থাকে। ফরাসী ভ্রাতৃসংঘগুলোর প্রধান কেন্দ্র ছিল লম্বার্ডির একটি শহর, যার নাম কোমো (Como)। এখান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে লজগুলো, এবং "ভ্রাম্যমান ফ্রিমেসন নাম নিয়ে বিভিন্ন শহর এবং দেশে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে তারা। ষোড়শ শতকের শুরুতে অবশ্য ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে তাদের প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে, ফলে ভ্রাতৃসংঘগুলো এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস (Francis I.) এর একটি অধ্যাদেশবলে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অষ্টদশ শতকে ইংরেজ ভ্রাতৃসংঘগুলোর মাধ্যমে ফ্রান্সে ফ্রিমেসনরা আবারও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায়।

ইটালি

ইটালিতে অবশ্য স্থপতিদের এই ভ্রাতৃসংঘগুলো কখনই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে তাদের বেশিরভাগ অংশই ফ্রান্সের কোমো থেকে পরিচালিত ভ্রাতৃসংঘের সাথে জড়িয়ে পড়ে, এবং এক সময় ইতিহাসের বুক থেকে হারিয়ে যায়।

---

৭ পরবর্তীতে এদেরকে ইংল্যান্ডের ভ্রাতৃসংঘ নিজেদের মাঝে গ্রহণ করে।

BanglaBook.org

উপসংহার

ফ্রিমেসনরির মূল বিষয়গুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে : এক গোপন সংঘ হিসেবে, যাদের ছিল নির্দিষ্ট কিছু কর্মপন্থা। আর দ্বিতীয়ত এমন এক সমাজ হিসেবে, যাদের মূল ভিত্তি হিসেবে ছিল কিছু ধারণা বা দর্শন, এবং যেগুলো শিক্ষা দেয়া হতো এর সদস্যদের। ফ্রিমেসনরির এই দুটো দিককে বলা যেতে পারে দার্শনিক এবং আনুষ্ঠানিক দিক।

ফ্রিমেসনরির আনুষ্ঠানিক দিকটি হচ্ছে সেটাই যেটি সংগঠনের বিভিন্ন আচার এবং অনুষ্ঠান পালনের সাথে জড়িত। সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, এবং এতে বলা হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করতে হবে ও রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। সংঘের সদস্যরা ছাড়া অন্য কারও কাছে এই দিকটি তেমন আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে না।

অন্য দিকে ফ্রিমেসনরির দার্শনিক দিকটি আবার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দিকটির মধ্য দিয়েই সংগঠন বেশি পরিচয় ও সম্মান পেয়েছে, এবং অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। গবেষকদের আগ্রহও এই দিকটির প্রতিই বেশি দেখা যায়।

এই সমাজ, অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে ভ্রাতৃসমাজকে অন্য সব সংগঠনের থেকে আলাদা করে রেখেছে যে দিকগুলো তা হলো বিভিন্ন প্রতীক, কাহিনী, এবং সব কিছুর উপরে এক সোনালি কিংবদন্তী (Golden Legend)–যার সবগুলোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের পরিশুদ্ধকরণ, মানবমনকে বিস্তৃত করা এবং চিরন্তন অমরত্বের মহান শিক্ষাকে উন্নত করা।

কিন্তু এই প্রতীক, কাহিনী এবং কিংবদন্তীগুলো কখন তৈরি হলো? কে তাদের তৈরি করল? এত দীর্ঘ সময় যাবৎ সেগুলো স্থায়ী হলো কিভাবে? মানুষের জানা ইতিহাসের একেবারে শুরুর দিকে তাকালে দেখা যায়, খ্রিস্টধর্মের জন্মের হাজার বছর আগে নীলনদের তীরে বাস করত এক পুরোহিতগোষ্ঠী। বিভিন্ন প্রতীক বা গল্পের সাহায্যে এক ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্বের কথা শিক্ষা দিত তারা, যার ফলে এই শিক্ষাগুলো ছড়িয়ে পড়ত এক আলাদা উপায়ে। হাজার হাজার বছর কেটে যাওয়ার পর এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ওই একই প্রতীক আর কাহিনীভিত্তিক গল্পগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে একই বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য। আমাদের আধুনিক শিক্ষাগুলো আসলে সেগুলোরই প্রতিফলন। সুদূর অতীত এবং বর্তমানের এই বিস্তৃত ব্যাপ্তির মাঝে পাওয়া যায় এসব ব্যাপারগুলোর পুনরাবৃত্তি। কখনও কখনও তারা তৈরি হয়েছে ঠিক তার পূর্বসুরীর কাছ থেকে। বিভিন্ন শতাব্দীতে ছড়িয়ে আছে তারা, কিন্তু সবাই একই শিক্ষা দিয়েছে একই ধাচের প্রতীক আর কাহিনী

BanglaBook.org

দিয়ে। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই দেখা যায়, মধ্য যুগে রোমান স্থাপত্য কলেজ থেকে তৈরি হয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো, যা ঘটেছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি আর জার্মানিতে। সন্ন্যাসীদের তৈরি করা শ্রমিক শ্রেণি থেকেই গড়ে উঠেছিল এগুলো, এবং নিজেদের নিয়োজিত করেছিল প্রধানত ধর্মীয় সৌধ বা ভবন নির্মাণের কাজে। এগুলো গঠিত হতো মূলত স্থপতি ও দক্ষ কর্মীদের দ্বারা। নিজেদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট জ্ঞান ব্যবহার করে কাজ করত তারা। তাদের পেশাগত কিছু গোপন তথ্য তৈরি হয়েছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরতা থেকে, যে ব্যাপারটি আরও জ্ঞানী, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তাদের সাথে যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছিল। প্রথম থেকেই "ফ্রিমেসন" নামটি গ্রহণ করেছিল তারা। এর পর, অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় স্থাপনা ও অন্যান্য পার্থিব কাজ থেকে সরে আসার, এবং তার বদলে আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকে মনোযোগ দেয়ার। তারাই বর্তমান যুগের ফ্রিমেসন। বর্তমানের সেরা বিশেষজ্ঞদের মতে, "ফ্রিমেসনরি হচ্ছে মধ্যযুগের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্তরসূরী। এবং এর জোর সম্ভাবনা আছে যে রোমান স্থাপত্য কলেজগুলো আরও আগে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল। সলোমনের মন্দিরের সাথে এর যোগাযোগ হয়তো কাকতালীয়–ফ্রিমেসনরির আবিষ্কারকদের ছোটখাট কোন সিদ্ধান্তের ফল–এবং সে কারণেই এই তথ্যটির খুব বেশি গুরুত্ব নেই। এটি ঐতিহাসিকও হতে পারে, আবার গল্পের ছলেও বলা হতে পারে।" ভ্রাতৃসংঘ হিসেবে ফ্রিমেসনরি গঠিত ছিল প্রতীকি মাস্টার, সহকারী এবং নবিশদের নিয়ে। যারা পাথরের মন্দির বানায় তাদের মতোই ছিল এই তিন শ্রেণী, কিন্তু এদের কাজ ছিল আধ্যাত্মিকভাবে মন্দির তৈরি করা। এর বয়স হয়তো ছয় শ বছরের বেশি হবে না, কিন্তু একটি গোপন সংঘ হিসেবে দেখতে গেলে এর মাঝে একটি ধর্মীয় মতবাদের সব উপাদানই আছে, এবং এটি সকল প্রাচীন কাহিনীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। সে সব কাহিনীতেও তথ্যগুলোকে একইভাবে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনীগুলো ফ্রিমেনরির সূতিকাগার নয়, এর স্বজাতি মাত্র। যে সকল জায়গায় এই প্রাচীন ধর্মীয় কাহিনী ও আচারগুলো মেনে চলা হতো, সেখানেই দেখা গেছে সেই একই চিরন্তন জীবনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, যার মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে কিংবদন্তী এবং কোন প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির কাল্পনিক মৃত্যু এবং তার পুনরুত্থান, অথবা তার দেবত্বপ্রাপ্তি। আর কেবল এই কিংবদন্তীর মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ফ্রিমেসনরির সাথে প্রাচীন মিশর, গ্রিস বা সিরিয়ার কাহিনীগুলো মিলে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সকল কাহিনীরই মূল একই, এবং ফ্রিমেসনরিও নিঃসন্দেহে এই মূল থেকেই উৎসারিত হয়েছে। এর কিংবদন্তী, প্রতীক ব্যবহার করে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি, এবং যে শিক্ষা প্রচার করার জন্য

BanglaBook.org

এই কাহিনীসমূহের উদ্ভব–তার সব কিছুই মিলে যায় ফ্রিমেসনরির সাথে। আমরা যদি ঐতিহাসিক সত্যতা বজায় রেখে গল্পের সুরে বলতে চাই, তাহলে বলতে হয় যে ফ্রিমেসনরির দেহ তৈরি হয়েছে মধ্যযুগে, কিন্তু আত্মার সৃষ্টি তারও বহু আগের কোন সময়ে।

প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীগুলোর সাথে বর্তমান ফ্রিমেসনরির গঠনের যে মিল, তা খুব সহজেই চোখে পড়ে। তেমন কোন জোরালো তথ্য প্রমাণ না থাকার পরেও বর্তমান যুগের সেরা ঐতিহাসিকরা জেরুজালেমের মন্দির এবং মেসনিক রীতিনীতিকে একই সুতোয় বাধেন, এবং বলেন যে এটি মেসনরির দীর্ঘ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সলোমনের মন্দিরের বিভিন্ন রীতিনীতি ও বৈশিষ্ঠের সাথে মিল রেখেই তৈরি হয়েছে ফ্রিমেসন সংঘের বাস্তব রূপ। আর তাই, বর্তমানে দেখা যায় যে ফ্রিমেসনরিতে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের প্রায় সব কিছুই জেরুজালেমের "ঈশ্বরের ঘর বা House of the Lord" থেকেই এসেছে। এই দুইয়ের মধ্যে মিল এতই বেশি যে কোন একটিকে আলাদা করতে গেলে ফ্রিমেসনরির টিকে থাকাই মুশকিল হবে। প্রতিটি লজকেই তৈরি করা হয় একটি ইহুদী উপাসনালয়ের আদলে, প্রত্যেক মাস্টারকে ধরা হয় ইহুদী রাজাদের প্রতিরূপ। এবং প্রত্যেক মেসনই ইহুদী কর্মীদের প্রতীক।*

BanglaBook.org

পুনরুত্থান

১৭১৭ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে গঠিত হয় ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লজ। এই ঘটনা মেসনিক ইতিহাসে বরাবরই পরিচিত হয়ে আসছে "মেসনরির পুনরুত্থান" হিসেবে। অ্যান্ডারসন তার "সংবিধানের বই বা Book of Constitutions" নামক বইটির প্রথম সংস্করণে মেসনিক লজের ইতিহাস, এবং প্রাচীন দায়িত্ব ও রীতিনীতি নির্ধারণ করে দেখান, যাকে গ্র্যান্ড লজ স্বীকৃতি দেয়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৭২৩ সালে। বইতে বলা হয় লন্ডনের মৃতপ্রায় লজকে সদস্যদের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করার কথা, কিন্তু এ ব্যাপারে আর কোন আলোকপাত তিনি করেননি। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এ ব্যাপারে আরও কম বলা হয়। ১৭১৭ সালে গঠিত এই সংগঠন সম্পর্কে একমাত্র তথ্যপ্রমাণ কেবল এই বইতেই পাওয়া যায়। প্রেসটন এবং অন্যান্য সমসাময়িক লেখকরাও অ্যান্ডারসনের লেখাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

---

* ফ্রিমেসনরির উৎপত্তি, গঠন, এবং বর্তমান রূপের পেছনে যে যথেষ্ট কারণ রয়েছে তা বোঝা যায় প্রাচীন কাহিনিসমূহ, রাজা সলোমনের মন্দির নির্মাণ এবং রোমান স্থাপত্য বিদ্যালয়সমূহ তৈরি হওয়ার–ইতিহাস বিবেচনা করলে।

ডিগ্রি

ডিগ্রি (Degree) কথাটির প্রাচীন অর্থ দাঁড়ায় একটি ধাপ (Step)। যার অর্থ হচ্ছে, ফ্রিমেসনরির ডিগ্রিগুলো নির্ধারণ করে এমন কিছু ধাপ, যেগুলো পার হয়ে একজন সদস্য সবচেয়ে নিচের পদমর্যাদা থেকে আরও উঁচুতে, অধিক জ্ঞানের পর্যায়ে উত্থিত হতে পারে। বর্তমানে সেরা গবেষকদের মতে মেসনিক ব্যবস্থায় এই ধাপগুলোর ব্যবহার মূলত এসেছে অষ্টাদশ শতকের সেই সব সদস্যদের কাছ থেকে, যারা মেসনরিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। এই সময়ের আগে কেবল একটিই ডিগ্রি ছিল, বা বলা যেতে পারে যে একটিই মুল অনুষ্ঠান ছিল। মাস্টার, সহকারী বা নবিশ পদে যে শ্রেণীবিভাগ করা হতো তা তিনটি পদ তৈরি করত ঠিকই, কিন্তু সবার জন্য ছিল একই প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠান ও একই মূল ধারণার ব্যবহার। ১৭২৫ সালে প্রকাশিত গ্র্যান্ড মিস্টরিতে (Grand Mystery) এই সমস্ত ডিগ্রির কোন উল্লেখ নেই। এখানে যে প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে সেটাই ছিল ওই সময়ের একমাত্র অনুষ্ঠান। ড. ম্যাকির (Dr. Mackey) মতে, মেসনিক ব্যবস্থাকে তিনটি ডিগ্রিতে ভাগ করার এই ব্যবস্থাটি "নিশ্চয়ই ১৭১৭ সালে পুনরুত্থানের পর ঘটেছে, কিন্তু এর সৃষ্টির গতি এত বেশি ধীর এবং লঘু ছিল যে প্রতিটি ডিগ্রি চালু হওয়ার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা একেবারেই অসম্ভব। পুরনো তথ্যপ্রমাণসমূহ থেকে জানা যায়, সম্ভবত ১৭২১ সালের দিকেই তিনটি ডিগ্রি চালু করা হয়। তবে ১৭৩৮ সালের আগ পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিগ্রিগুলো নিখুঁত হয়ে গড়ে ওঠেনি। এমনকি ১৭৩৫ সালেও প্রাথমিক নবিশ (Entered Apprentice) ডিগ্রিতেই ছিল সবচেয়ে প্রবেশাধিকারের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান, এবং নবিশ উপাধি পাওয়া যে কাউকেই কার্যত একজন ফ্রিমেসন বলে বিবেচনা করা হতো। বারংবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, নতুন সব অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন গ্রহণ করার মাধ্যমেই কেবল মাস্টার ডিগ্রি বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে, এবং আগের সকল মাস্টারই এর পক্ষে রায় দিয়েছেন।" কিন্তু মেসনিক সদস্যের প্রবেশাধিকার পাওয়ার পথ, প্রশাসনিক কাঠামো, কিংবদন্তী এবং প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ অংশই এমনকি মধ্য যুগের মেসনদের মধ্যেও ছিল, সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে। এগুলোই পরবর্তীতে অষ্টদশ শতকের আধ্যাত্মবাদী মেসনদের মাঝে সঞ্চারিত হয়। অ্যান্ডারসন, ডেসাগুলিয়ে (Desaguilers) এবং অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের কাজগুলো এই রীতিনীতিকে আরও উন্নত করেছে কেবল, নতুন করে কিছু তৈরি করেনি। বর্তমানে যে মেসনিক কাঠামো দেখা যায় সেটি এক ধীর কিন্তু নিশ্চিত প্রগতির ফল। অ্যান্ডারসন এবং ডেসাগুলিয়ের প্রথম যে স্বীকৃত বক্তৃতাগুলো পাওয়া যায় তা ১৭২০ সালের, কিন্তু এগুলোকে পরবর্তীতে

BanglaBook.org

ক্লেয়ার, ডানকারলি, প্রেসটন এবং হেমিং (Claire, Dunckerley, Preston and Hemming) আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেন। ১৭১৭ সালে গ্র্যান্ড লজ প্রতিষ্ঠার ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গেছে অ্যান্ডারসন এবং ডেসাগুলিয়ের লেখা, সেগুলোও কি তারা একইভাবে পরিবর্ধিত করেছিলেন?

আচার-অনুষ্ঠানসমূহ

একটি লজ খোলা বা বন্ধ করা, ডিগ্রি প্রদান, দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, যাকে বলা যায় রিচুয়াল (Ritual)। এই অনুষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এর লিখিত কোন রেকর্ড রাখার অনুমতি না থাকায় সব কিছুই ঘটে মৌখিক নির্দেশনার ভিত্তিতে। প্রতিটি মেসনিক ব্যবস্থায় এই অনুষ্ঠানসমূহ পালন করতে হয় একটি প্রধান কর্তপক্ষের অধীনে, যেখানে বলা হয় যে রিচুয়ালটি অবশ্যই সকল নিয়ম কানুন মেনে চলবে, তবে ছোট ছোট আচারগুলোর ক্ষেত্রে তা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। এর ফলে মেসনরির বৈশ্বিক চরিত্রে কোন প্রভাব পড়ে না। অনুষ্ঠানগুলো মূলত বাহ্যিক, এবং এতে আড়ম্বরই বেশি থাকে। ফ্রিমেসনরির যে মূল শিক্ষা, তা সব জায়গাতেই এক। তবে এই অনুষ্ঠানগুলো যদিও বিভিন্ন দেশ, বিজ্ঞান, এবং দর্শনভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু ফ্রিমেসনরির প্রতীক এবং ধর্মের কোন পরিবর্তন আসে না। এবং যত দিন সত্যিকার ফ্রিমেসনরির চর্চা অব্যাহত থাকবে, তত দিন তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই।

BanglaBook.org

প্রথা

ল্যাটিন শব্দ রাইটাস (Ritus) থেকে এসেছে ইংরেজী রাইট (Rite) শব্দটি, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট আচার বা প্রথা, যাকে যথাযথ কতৃপক্ষ পালন করার অনুমতি দিয়েছে। তবে মেসনিক ভাষায় প্রথা বলতে বোঝায় মেসনদের জ্ঞানকে বিভিন্ন ডিগ্রির মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তির মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পদ্ধতি। সোজা কথায়, এটি হচ্ছে মেসনিক ব্যবস্থার সরকারপদ্ধতিতে যে সব রীতিনীতি পালন করা হয় তার সংঘবদ্ধ রূপ।

আধ্যাত্মিক মেসনরির মূল ব্যবস্থায় তিনটি প্রতীকি ডিগ্রির ব্যবহার রয়েছে। এক সময় প্রাচীন নির্মাতাদের মাঝে কেবল এই ডিগ্রিগুলোরই প্রচলন ছিল, এবং সে কারণে এগুলোকে বলা হতো প্রাচীন নির্মাতাদের মেসনরি। যার অর্থ হচ্ছে, এটিই প্রথম স্বীকৃত রাইট বা প্রথা, এবং ১৮১৩ সালের আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে এই ডিগ্রিগুলো চালু ছিল। এর পর দুটি গ্র্যান্ড লজের একত্রীকরণের ফলে "পবিত্র রাজকীয় প্রধান" বা Holy Royal Arch (যা এর আগে মাস্টার ডিগ্রির অন্তর্ভুক্ত ছিল) ডিগ্রিটিকেও মেসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং

এর ফলে ইংরেজ বা ইয়র্ক মেসনরির প্রথাসমূহেও এটি গৃহিত হয়। মাস্টার ডিগ্রির থেকে রয়াল আর্চ ডিগ্রিকে আলাদা করে ফেলার ফলে এটি বর্তমানে ইংল্যান্ডে চলমান ইয়র্ক প্রথাসমূহের অন্তর্গত, এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে একে বলা যায় আধুনিক ইয়র্ক প্রথা। প্রাচীন ইয়র্ক প্রথায় যেখানে কেবল তিনটি ডিগ্রির অবস্থান ছিল, আধুনিক প্রথায় সেখানে চারটি ডিগ্রি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মেসনরি প্রথাসমূহে এর চাইতেও বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যাতে মূল দায়িত্ব পালন করেছেন ওয়েব এবং অন্যান্য বক্তাগণ। সেই সাথে নিয়ামক হিসেবে আরও কাজ করেছে আমেরিকায় স্কটিশ রাইট প্রচলিত হওয়ার প্রভাব।

ইউরোপ মহাদেশে নতুন সব পদ্ধতি অনেক আগেই প্রচলন হয়েছিল, এবং উচ্চতর ডিগ্রির ব্যবহার শুরু হওয়ার মাধ্যমে নতুন সব প্রথাও এখানে চালু হয়। তবে সকল প্রথারই মিল ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায়। আর তা হলো, সবগুলোই তৈরি হয়েছিল তিনটি প্রতীকি ডিগ্রির উপর ভিত্তি করে। সর্বক্ষেত্রেই এরা মেসনিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এগুলোর কাজ ছিল মেসনিক ধারণাসমূহের পরিবর্ধন এবং উন্নয়ন সাধন করা। নবিশ, সহকারী এবং মাস্টারের ডিগ্রিগুলো ছিল সেই সিঁড়ি, যাকে প্রতিটি সদস্যেরই পার হতে হয়। কেবলমাত্র তারপরেই সে মেসনিক প্রথার পরিবর্তকদের চালু করা তথাকথিত মন্দিরের প্রবেশাধিকার পায়। মন্দিরকে যদি ধরা হয় লিখিত সংবিধান, তাহলে উচ্চতর ডিগ্রিগুলো হচ্ছে তার বাহ্যিক প্রকাশ। এই প্রথাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু তাদের প্রবর্তকের মৃত্যুর সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে যে সব প্রথা এখনও মেসনিক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হচ্ছে স্কটিশ রাইট। এই প্রথায় তেত্রিশটি ডিগ্রির অনুমোদন আছে, এবং এটি তৈরি হয়েছে ত্রুটিহীনতার প্রথা (Rite of Perfection) থেকে, যাতে সব মিলিয়ে পঁচিশটি ডিগ্রি ছিল। এর মধ্যে প্রধান ডিগ্রির নাম ছিল "রাজকীয় গোপন তথ্যের সর্বপ্রধান রাজপুত্র" বা Sublime Prince of the Royal Secret, এবং এই প্রথা চালু হয়েছিল "পুব ও পশ্চিমের সম্রাটসংঘ" বা Council of Emperors of the East and West-এর হাত ধরে। ১৭৫৮ সালে প্যারিসে গঠিত হয় এই সংঘ। স্কটিশ রাইটের বয়স মেসনিক প্রথাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম হতে পারে, কিন্তু বর্তমানে এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি ব্যবহৃত প্রথা। এই প্রথার প্রধান ব্যক্তিদের সংঘ পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং অনেক দেশেই এটিই মেসনিক ব্যবস্থার একমাত্র ধারক ও বাহক।[৮] মেসনিক প্রথাগুলোর মধ্যে সবগুলোর নাম উল্লেখ

---

৮ ম্যাকি'র এনসাইক্লোপিয়া

করা প্রায় অসম্ভব, তবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে সবগুলোই উদ্ভাবিত হয়েছে ১৭১৭ সালে মেসনরির পুনরুত্থানের পর।

মেসনিক ব্যবস্থার আমেরিকান সংস্করণই হচ্ছে ইয়র্ক রাইট, যাকে আমেরিকান রাইটও বলা যায়। এর তিনটি বিভাগ রয়েছে, এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রক সমাজও বিদ্যমান। বিভাগগুলো হলো

১। সিম্বলিক (Symbolic) ডিগ্রি বা প্রতীকি ডিগ্রি :

ফ্রিমেসনরির প্রথম তিনটি ডিগ্রি, অর্থাৎ প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ, সহকারী এবং মাস্টার মেসনকেই বলা হয়ে থাকে প্রতীকি ডিগ্রি। সিম্বলিক বা প্রতীকি কথাটি কেবল এই তিনটি ডিগ্রি দান করার ক্ষমতা রাখে এমন লজ থেকে পাওয়া ডিগ্রির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। তারা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়–যে ডিগ্রিই দান করুক না কেন, তাদের বলা হয় "সিম্বলিক লজ।" আমেরিকায় ডিগ্রিগুলো প্রদান করা হয় স্টেট গ্র্যান্ড লজের (State Grand Lodge) মাধ্যমে। এই প্রাচীন ডিগ্রিগুলোর সবই প্রতীকের ভিত্তিতে তৈরি। এর কারণ হলো, প্রতীক ব্যবহার করার কারণে প্রাচীন নির্মাতাদের মেসনরির সকল বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মীয় জ্ঞানসমূহ সাধারণের কাছে গোপন থাকে ঠিকই, কিন্তু নতুন সদস্যদের কাছে প্রকাশিত হয়। এ কারণেই এগুলোকে প্রতিকী ডিগ্রি বলা হয়। তৃতীয় ডিগ্রি, অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রির উপরে আর কোন ডিগ্রির উল্লেখ পাওয়া যায় না, শুধু রয়াল আর্চ ডিগ্রি ছাড়া; যেটিকে মাস্টার ডিগ্রি থেকেই আলাদা করে নেয়া হয়েছিল। মেসনরির প্রতিটি শিক্ষার্থীই জানে যে রয়াল আর্চ ডিগ্রির বৈশিষ্ঠগুলো ছাড়া মাস্টার ডিগ্রি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

২। ধর্মীয় ডিগ্রি বা ক্যাপিচুলার (Capitular) ডিগ্রি

এই ডিগ্রিগুলোকে দেয়া হতো আমেরিকান রয়াল আর্চ চ্যাপ্টার (American Royal Arch Chapter) নামক একটি সংঘের মাধ্যমে, যেগুলো হচ্ছে মার্ক মাস্টার (Mark Master), পাস্ট মাস্টার (Past Master), মোস্ট এক্সিলেন্ট মাস্টার (Most Excellent Master) এবং রয়াল আর্চ মেসন (Royal Arch Mason)। ক্যাপিচুলার ডিগ্রিগুলো মূলত মেসনিক ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে তৈরি, কারণ এই ডিগ্রিগুলোর ভেতর যে তথ্য লুকিয়ে আছে সেগুলো সবই ঐতিহাসিক। এবং সে কারণেই এর মাঝে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করার তেমন কোন সুযোগ নেই। এই মন্তব্যটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য মার্ক এবং মোস্ট এক্সিলেন্ট মাস্টার ডিগ্রির ক্ষেত্রে। তবে রয়াল আর্চ ডিগ্রির ক্ষেত্রে এমনটি বলার সুযোগ নেই, কারণ ওই ডিগ্রিটি সম্পূর্ণ প্রতীকনির্ভর। মেসনিক ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রচলিত প্রতীক এবং কিংবদন্তীর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় মন্দির ও হারানো "শব্দ" এর কিংবদন্তী।

৩। গোপন দলিলভিত্তিক ডিগ্রি বা ক্রিপ্টিক (Cryptic) ডিগ্রি

BanglaBook.org

এই ডিগ্রিগুলো প্রদান করা হয় আমেরিকান কাউন্সিল অফ রয়াল অ্যান্ড সিলেক্ট মাস্টারস (American Council of Royal and Select Masters) এর মাধ্যমে, যা মূলত রয়াল মাস্টার এবং সিলেক্ট মাস্টারদের একটি সংঘ। আধুনিক কিছু গবেষক এই ডিগ্রির তালিকায় আরও একটি ডিগ্রি যোগ করেছেন–সুপার এক্সিলেন্ট মাস্টার (Super Excellent Master); যাকে প্রায়ই বিভিন্ন ক্রিপ্টিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোন ক্রিপ্টিক ডিগ্রি নয়, কারণ এর কিংবদন্তীর সাথে গোপন কোন দলিল বা তথ্যভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নেই।

ফ্রিমেসনরির ডিগ্রিসমূহ

সিম্বলিক ডিগ্রি

প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত নবিশ

ফ্রিমেসনরির সকল প্রথাতেই যে ডিগ্রিটির উল্লেখ সবার প্রথমে পাওয়া যায় তা হলো প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত নবিশ, বা শুধু নবিশ। প্রাচীন প্রবেশাধিকার অনুষ্ঠানগুলোতে বর্ণিত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ন কাহিনীর মতোই এই ডিগ্রিটির মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রার্থীকে পরবর্তী ডিগ্রিগুলোর জন্য আরও যোগ্য করে গড়ে তোলা। এ কারণে, এই ডিগ্রিতে তেমন কোন মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করা হয় না, বরং সংগঠনের আভ্যন্তরীণ গঠন ও নিয়মাবলি সম্পর্কে সদস্যকে অবহিত করে তোলা হয়। এবং ডিগ্রিটি মূলত তরুণ সদস্যদের জন্য।

BanglaBook.org

সহকারী

ফ্রিমেসনরির সকল প্রথায় দ্বিতীয় যে ডিগ্রিটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে সহকারী। নবিশ ডিগ্রিটির মতো এরও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যকে আরও উপরের ডিগ্রি, অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত করে তোলার। তবে প্রতীকি দিক দিয়ে চিন্তা করলে নবিশ ডিগ্রির সাথে এই দ্বিতীয় ডিগ্রির বেশ কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম ডিগ্রিটি দেয়া হয় তরুণদের, অন্য দিকে সহকারী ডিগ্রির জন্য যোগ্য মনে করা হয় পৌরুষে উপনীত ব্যক্তিরা। এ কারণে এই ডিগ্রিতে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথম ডিগ্রিটি যেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতীক এবং কাহিনীর মাধ্যমে অন্তরের বিশুদ্ধকরণের উপর জোর দেয়, সেখানে দ্বিতীয় ডিগ্রিটি এর শিক্ষার মাধ্যমে মানব মনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও যৌক্তিক বিচার বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে।

মাস্টার মেসন

বিভিন্ন উচ্চতর ডিগ্রির দিক দিয়ে হয়তো মেসনরির বিভিন্ন প্রথা বা শাখার মধ্যে অমিল থাকতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ডিগ্রি হিসেবে মাস্টার মেসন সর্বজনস্বীকৃত। এর উদ্ভাবনের সঠিক সময় নির্বাচনে মেসনিক ঐতিহাসিকদের প্রায়ই বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়েছে। জেরুজালেমে মন্দির নির্মাণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে মেসনিক গোষ্ঠীগুলো তিন বা ততোধিক ডিগ্রির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। কিন্তু এটি কেবল এক প্রতীকি কিংবদন্তী, যে কারণে কোন ঐতিহাসিক আলোচনায় এর স্থান না দেয়াই ভাল। যে প্রশ্নটির উত্তর সত্যিই দরকার তা হলো, মাস্টার মেসনের ডিগ্রি কি অষ্টাদশ শতকের পূর্বে মেসনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল? নাকি ১৭১৭ সালে ফ্রিমেসনরির পুনরুত্থানের পরেই এর আগমণ? বর্তমানে আমাদের হাতে যে দলিল আছে তাতে ডিগ্রিটির প্রচলন সঠিক কবে ঘটেছিল সে সম্পর্কে আন্দাজ করার কোন উপায় নেই। শুরুর দিকে এই ডিগ্রিকে বলা হতো প্রাচীন নির্মাতা মেসনরির সর্বোচ্চ ধাপ। কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতি প্রচলিত তাতে ডিগ্রিটি এক হিসেবে অসম্পূর্ণ, কারণ উচ্চতর ডিগ্রি হিসেবে পরিগণিত হতে গেলে যে বৈশিষ্ঠগুলো দরকার তার বেশ কিছু এর মধ্যে অনুপস্থিত। এ কারণেই এই ডিগ্রির প্রতীকগুলো কেবল প্রথম মন্দির এবং পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যদিও এতে ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্বাসও খুঁজে পাওয়া যায়।

নির্মাতা মেসনরির সম্পূর্ণ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতীকের সাহায্যে মানুষের জীবনকে একটি তীর্থযাত্রার সাথে তুলনা করে দেখানো। প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ মেসনকে শেখানে হয় প্রাথমিক সব জ্ঞান, যেগুলো তাকে তার পেশায় আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, ঠিক যেভাবে শিশুদের শেখানো হয় জীবন চলার জন্য প্রাথমিক জ্ঞানসমূহ। সহকারী মেসন পদে উন্নীত হওয়ার পর তাকে বলা হয় সংগঠনের বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যেতে, এবং তার উপর ন্যস্ত করা দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে। এ সময় নতুন সব ধারণাকে স্থান দিতে গিয়ে তার মন আরও বিস্তৃত হয়, এবং নিজের চারপাশের মানুষের উপকার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। কিন্তু মাস্টার মেসন হওয়ার পর তাকে শিক্ষা দেয়া হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সর্বশেষ সত্যটি। আর তা হলো, তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন শেষে এখন তার সময় হয়েছে মৃত্যুর, এবং নিজের কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার গ্রহণ করার। সকল প্রাচীন প্রথা এবং কাহিনীতে এই শিক্ষাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পুতুলপুজার অন্ধকার যুগে এই ধারণাটি ছিল এক আলোকিত বাতিঘর, যা দার্শনিকের মনকে আনন্দিত করে তুলত, তাকে বোঝাত যে জীবনের ক্লান্ত যাত্রার শেষে গিয়েও তার আত্মা অমর থাকবে। মেসনরির তৃতীয় ডিগ্রিতে এটিই শিক্ষা দেয়া হয়।

BanglaBook.org

ক্যাপিচুলার ডিগ্রি

মার্ক মাস্টার

মার্ক মাস্টার হচ্ছে আমেরিকান রাইট অনুযায়ী ফ্রিমেসনরির চতুর্থ ডিগ্রি। এই ডিগ্রির সাথে জড়িত ঐতিহ্যের কারণে এটি ঐতিহাসিকভাবে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জানতে পেরেছি যে মন্দির নির্মাণের সময়ে সেখানে কর্মরত প্রত্যেক মেসনকে আলাদা ভাবে মার্ক বা চিহ্ন দেয়া হয়েছিল, যার ফলে সেই বিপুল কর্মযজ্ঞের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা সহজ হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য। এটি এর প্রতীকি গুরুত্বের দিক দিয়েও নেহাত কম নয়। এই ডিগ্রি আমাদের শিক্ষা দেয় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বকে নিষ্ঠা এবং সময়ানুবর্তিতার সাথে পালন করতে হবে; আমাদের হাতের কাজ এবং হৃদয়ের চিন্তাগুলো সৎ ও সত্যি হতে হবে। পাপ বা অবিশ্বাসের প্রতি ঝুঁকে পড়া যাবে না, কোন কাজ অসমাপ্ত রাখা যাবে না, বরং এমন হতে হবে যেন পৃথিবী ও আকাশের বিচারক এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই কাজকে তার সৃষ্টির যোগ্য কর্ম বলে মনে করেন। হতাশ ব্যক্তির প্রতি এই ডিগ্রির শিক্ষা এই যে–আমাদের কাজের উদ্দেশ্য হয়তো মাঝে মাঝে অপর ব্যক্তির কাছে ভুল মনে হতে পারে, আমাদের অর্জনকে অবহেলা করা হতে পারে, এবং হিংসুক ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের হাতে তা ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু এমন একজন আছেন যিনি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোন কিছু বিচার করেন না।

BanglaBook.org

পাস্ট মাস্টার

এই ডিগ্রির সাথে অন্যান্য ডিগ্রিগুলোর তেমন কোন ঐতিহাসিক সংযোগ নেই। বরং এর উৎপত্তির ঘটনাটি কিছুটা অন্য রকম। একদম প্রথম দিকে যখন চ্যাপ্টারস অফ রয়াল আর্চ মেসনরি ছিল লজসমূহের নিয়ন্ত্রণের আওতায়, তখন একটি নিয়ম ছিল যে লজের মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে কেউ রয়াল আর্চ ডিগ্রি গ্রহণ করতে পারবে না। তখন সব ধরনের ডিগ্রি প্রদান করা হতো লজ প্রশাসন থেকে। চ্যাপ্টারগুলো যখন স্বাধীন হয়ে গেল তখনও এই আইন রদ করার কোন পথ ছিল না, কারণ সেটি হতো প্রাচীন আইনের বরখেলাপ। তাই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রয়াল আর্চ ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্য প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রথমে পাস্ট মাস্টার ডিগ্রি দেয়ার মাধ্যমে তার পদমর্যাদা আরও উন্নিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মোস্ট এক্সিলেন্ট মাস্টার

এটি হচ্ছে আমেরিকান রাইটের ষষ্ঠ ডিগ্রি। এর ইতিহাস ইঙ্গিত করে রাজা সলোমনের মন্দিরের দিকে, যেখানকার প্রধান কর্মকর্তাকে দেয়া হতো মোস্ট

এক্সিলেন্ট খেতাব। এটি মূলত আমেরিকাতেই প্রচলিত, এবং অন্য কোন দেশে এই ডিগ্রি দেয়া হয় না। ওয়েব এটি আবিষ্কার করেন, যার হাত ধরেই এই দেশে ক্যাপিচুলার মেসনরি ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আমেরিকায় চালু হওয়া সকল প্রথার মূলে যে বক্তৃতাগুলো রয়েছে, সেগুলোও ওয়েবেরই সৃষ্টি।

রয়াল আর্চ

মাস্টার ডিগ্রির কথা বাদ দিলে ফ্রিমেসনরিতে এমন আর কোন ডিগ্রি নেই যেটি এত বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে, অথবা ঐতিহাসিক এবং প্রতীকি দিক দিয়ে এত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে–যেমনটা ঘটেছে রয়াল আর্চ ডিগ্রির ক্ষেত্রে। কখনও কখনও এর গুরুত্ব বোঝাতে একে "হোলি রয়াল আর্চ" ডিগ্রি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। একে বলা যায় ফ্রিমেসনরির মূল, আত্মা এবং সারমর্ম। প্রতীকি দিক দিয়ে মাস্টার ডিগ্রিটি নিখুঁত নয়, এবং এর ইতিহাসও অসম্পূর্ণ। যার ফলে এই ডিগ্রি পাওয়ার পরেও পরিপূর্ণতার অনুভূতি আসে না। আর সেই অভাবকেই দূর করে রয়াল আর্চ ডিগ্রি।

১৭৪০ সালের আগ পর্যন্ত রয়াল আর্চ ডিগ্রিকে আলাদা কোন ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এরপর "প্রাচীন ইয়র্ক মেসনদের গ্র্যান্ড লজ" মাস্টার ডিগ্রি থেকে রয়াল আর্চ ডিগ্রিকে আলাদা করে ফেলে, এবং একে আলাদা একটি ডিগ্রি হিসেবে স্থান দেয়। এর আগ পর্যন্ত এটি ছিল মাস্টার ডিগ্রিরই একটি অংশ, এবং এর ফলে মাস্টার ডিগ্রি পরিপূর্ণ হতো। ১৭৭৬ সালে টমাস ডানকারলির হাতে তৈরি হয় আরেকটি একই রকম ডিগ্রি, যাকে সাংবিধানিক গ্র্যান্ড লজ (Constitutional Grand Lodge) বা "আধুনিক" রা স্বীকৃতি দেয়। ১৮১৩ সালে দুই গ্র্যান্ড লজ একীভূত হয়ে যাওয়ার পর রয়াল আর্চ ডিগ্রিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়র্ক রাইট বা প্রাচীন নির্মাতা মেসনরির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আমেরিকায়, যেখানে বেশিরভাগ লজই তাদের পরিচালনার অনুমতি পায় প্রাচীন ইয়র্ক মেসনদের গ্র্যান্ড লজ থেকে, সেখান রয়াল আর্চ ডিগ্রিটি সম্ভবত তাদের সংবিধান তৈরির সময়ই গৃহিত হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ডিগ্রিটির নিয়ন্ত্রণ ছিল মাস্টারদের লজের হাতে, এবং এর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেলে পরে একে গ্র্যান্ড চ্যাপ্টারস (Grand Chapters) নামক আলাদা সংঘসমূহের হাতে তুলে দেয়া হয়। আমেরিকায় প্রথম গ্র্যান্ড চ্যাপ্টার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৮ সালে। রয়াল আর্চ ডিগ্রির সত্যিকারের প্রতীকগুলো মূলত "হারানো শব্দ" এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। আর মেসনরিতে এই শব্দটি হচ্ছে "সত্য।" সকল মেসনের কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য থাকে এই সত্যকে খুঁজে পাওয়ার। এটি বিজ্ঞান বা ইতিহাসের কোন

BanglaBook.org

মামুলী সত্য নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য, যার মাঝে রয়েছে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে জানার সুযোগ। এই সত্য তার পবিত্র ও সর্বত্র বিরাজমান নামের মাঝে বিদ্যমান, এবং তার চিরন্তন অস্তিত্বের পরিচায়ক। মোজেসের সাথে যখন তিনি কথা বলেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে এভাবেই পরিচয় দিয়েছিলেন "আমি আব্রাহামের কাছে এসেছিলাম, ইসাকের কাছে এসেছিলাম, এবং জ্যাকবের কাছে এসেছিলাম, এবং তারা আমাকে চিনত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নামে। কিন্তু আমার জিহোভা নামটি তাদের কাছে পরিচিত ছিল না।" এই সত্যিকে আবিষ্কার করা, এবং তাকে জানারই প্রতিনিধিত্ব করে রয়াল আর্চ ডিগ্রি।

বন্দীদশা

মাস্টার ও মোস্ট এক্সিলেন্ট ডিগ্রিতে যেমনটা পাওয়া যায়–প্রথম মন্দিরের নির্মাণ ও উপাসনা শুরু, এর ধ্বংস হয়ে যাওয়া ও দ্বিতীয় মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার মাঝে এক ঐতিহাসিক যোগাযোগ রয়েছে। রয়াল আর্চ ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে একটি বিরতি লক্ষ্য করা যায়। এই বিরতি হচ্ছে ইহুদীদের বন্দীদশায় কাটানো সময়ের প্রতীক। ৬২৬ খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলন শহর ও সাম্রাজ্য দখল করে নেন নেবোপোলাসার (Nabopolassar), যিনি ছিলেন আসিরিয়ার রাজা সারসাকাসের (Sarsacus) একজন অনুগত আসিরিয় সেনাপতি। এক যাযাবর গোত্রে জন্ম হয়েছিল তার, ককেশীয় পর্বতমালার কোথাও। ব্যাবিলন দখল এবং এর শাসনকর্তা হওয়ার পরেই অবশ্য সারসাকাসের পক্ষ ত্যাগ করেন তিনি, এবং মিদিয়ার রাজা সায়াজারেসের (Cyaxares) সহায়তায় আসিরিয়দের ক্ষমতাচ্যুত করেন। সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এবং এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়। আসিরিয়ার প্রধান অংশ পায় মেডিস, এবং নেবোপোলাসার পান ব্যাবিলন রাজা। এর সাথে পুবে যুক্ত হয় সুসিয়ানা (Susiana), এবং ইউফ্রেটিসের উপত্যকা ও পশ্চিমে সম্পূর্ণ সিরিয়া।

৬১০ খ্রিস্টপূর্বে মিশরের ফারাও নেকো (Pharaoh Necho) সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং জেরুজালেম দখল করে নেন। জিহোয়াকিমকে (Jehoiakim) জুডাহ-এর রাজা নির্বাচিত করেন তিনি। সিরিয়া হারিয়ে সতর্ক হয়ে ওঠেন নেবোপোলাসার, এবং নেকোর কাছ থেকে নিজের হারানো সম্পদ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তবে সেনাবাহিনী প্রস্তুত হওয়ার পর দেখা যায় যে বৃদ্ধ রাজা এই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নন। তাই বাহিনীর ভার তুলে দেয়া হয় তার ছেলে, নেবুচাদনেজারের (Nebuchadnezzar) হাতে। রাজপুত্র নেবুচাদনেজার সাহসী আক্রমণে সিরিয়াকে দখল করে নেন, যেখানে

BanglaBook.org

মিশরীয়রা অবস্থান নিয়েছিল। মিশরীয়দের সমূলে উৎখাত করেন তিনি। তাদের সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় নেবুচাদনেজারের আক্রমণের মুখে। তারপর আরও পশ্চিমে এগিয়ে যান তিনি, এবং পথে প্যালেস্টাইনে স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। এখানে জিহোয়াকিম তাকে আনুগত্য জানায়, যাকে ফারাও নেকো সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সেখান থেকে আরও সামনে, মিশর অভিমুখে এগিয়ে যান নেবুচাদনেজার। এই অভিযানের সময়েই ৬০৬ খ্রিস্টপূর্বে দানিয়েল এবং তার মিত্রদের জেরুজালেম থেকে আটক করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তাদের সাথে যায় মন্দিরের অসংখ্য মূল্যবান স্বর্ণপাত্র। আর এই তারিখ থেকেই শুরু হয় হিব্রুদের সত্তুর বছরের বন্দীদশা।

মিশরে প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে পিতার মৃত্যু সংবাদ পান নেবুচাদনেজার, এবং অন্য কোন প্রতিপক্ষক তার সিংহাসন দখল করে নিতে পারে এই ভয়ে দ্রুত ফেরার পথে রওনা দেন। তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয় সিরিয়ার পথ ধরে ফিরে আসতে, আর তিনি নিজে একটি সেনাদলকে সাথে নিয়ে মরুভূমির মাঝ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে ফিরে আসেন রাজধানীতে। ফেরার পর তাকে বিজয়ীর অভ্যর্থনা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং শান্তি পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানো হয়। ৬০৪ খ্রিস্টপূর্বে তার সিংহাসনে আরোহনের সাথে সাথে শুরু হয় ব্যাবিলনের স্বর্ণযুগ, যার বিজয়ী সেনাবাহিনীর সামনে বহু জাতি পরাজিত হয়। সেই সাথে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আগুনও দেখা দিতে থাকে। এর মাঝে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিদ্রোহটি ছিল ফিনিশিয়দের প্রধান শহর, টায়ার থেকে তৈরি হওয়া বিদ্রোহটি। এই একই সময়ে জুডাহ-এর রাজা জিহোয়াকিম ধারণা করে বসে যে তার আনুগত্য হওয়া উচিত ফারাও নেকোর প্রতি, যিনি ছিলেন ব্যাবিলনের প্রতিপক্ষ। তার সাহায্য পাবে ভেবে আশান্বিত হয়ে ওঠে সে, এবং নেবুচাদনেজারের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফিনিশিয় এবং ইহুদী বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার জন্য নেবুচাদনেজার অভিযানে বের হন, যা ছিল তার সিংহাসনে বসার পর প্রথম বড় কোন অভিযান। টায়ার অবরোধ করেন তিনি, কিন্তু শহরটি বেশ দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ কারণে এখান থেকে অবরোধ তুলে না নিয়েই নিজের বাহিনীকে বিভক্ত করে ফেলেন নেবুচাদনেজার, এবং একটি অংশ নিয়ে জেরুজালেমের বিপক্ষে অগ্রসর হন। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিশরীয়দের সাহায্যের আশায় বসে থাকে জিহোয়াকিম, কিন্তু ফারাও তাকে সাহায্য করার কোন লক্ষণ দেখানো থেকে বিরত থাকেন। ফলে নিজেকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না জিহোয়াকিমের সামনে। নেবুচাদনেজারের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে, যিনি তাকে সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড দেন। অসম্মানজনকভাবে তার শেষকৃত্য সমাপ্ত করা হয়, এবং মৃতদেহকে

BanglaBook.org

টেনে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় শহরের বাইরে। কিছু সময়ের জন্য ব্যাবিলনের রাজা জেরুজালেমের শাসনভার অর্পণ করেন জিহোয়াচিনের (Jehoiachin) উপর, যে ছিল ভূতপূর্ব শাসকের পুত্র। কিন্তু খুব শীঘ্রই তার উপর সন্দিহান হয়ে ওঠেন নেবুচাদনেজার, এবং তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যান। এরপর জেদেকিয়াহকে (Zedekiah) ইহুদীদের রাজা নির্বাচিত করা হয়। কোন এক অজানা কারণে ইহুদীরা ব্যাবিলনিয়দের তুলনায় মিশরীয়দের অধীনে থাকার প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল। হয়তো তাদের আশা ছিল সব ধরনের দাসত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় স্বাধীন হওয়ার, যেমনটি ছিল তারা ডেভিডের সময়ে। সে যাই হোক না কেন, আট বছর ধরে নেবুচাদনেজারের বিশ্বাস বজায় রাখতে সক্ষম হয় জেদেকিয়াহ, কিন্তু তারপরেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে মিশরের সাথে মিশে ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় সে। নেবুচাদনেজার এই খবর শুনে আবারও জেরুজালেম আক্রমণ করেন, এবং শহরকে পরাজিত করেন। এরপর পুরো জেরুজালেমকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, মন্দির লুটপাট করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়, এবং শহরের অধিবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাবিলনে। মানচিত্র থেকে মুছে যায় জুডাহ রাজ্যের নাম। জেদালিয়াহকে (Gedaliah) নেবুচাদনেজার কর্তৃক নির্বাচিত করা হয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া প্যালেস্টাইনের উপর রাজত্ব করার জন্য। নবী জেরেমায়াহ-এর (Jeremiah) পক্ষে শহরের জন্য কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। ইহুদীদের এই বন্দীত্ব স্থায়ী হয় বায়ান্ন বছর, এবং এই সময়কেই তুলে ধরা হয়েছে রয়াল আর্ক ডিগ্রিতে। এটি ছিল ইহুদীদের "সত্তুর বছরব্যাপী" বন্দীত্বের অংশ, যার কথা নবী জেরেমায়াহ আগেই বলেছিলেন। তবে তিনি যে সময়ের কথা বলেছিলেন তার আঠারো বছর আগেই শুরু হয় তাদের বন্দীদশা, এই যা।

বন্দীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যারা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রধান পুরোহিত এবং তার সহকারী পুরোহিত, সেই সাথে মন্দির রক্ষাকারী তিন শাসনকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান খোজা বা নপুংসক, জেদেকিয়াহ-এর কিছু বন্ধু, তার প্রধানমন্ত্রী এবং আরও দুই শাসক। অবরোধ সফল হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে জেদেকিয়াহ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় নেবুচাদনেজারের প্রধান কার্যালয়ে। নেবুচাদনেজার তখন ছিলেন রিবলাহ (Riblah) এ। এখানে প্রথমে জেদেকিয়াহকে বাধ্য করা হয় তার সন্তানদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সাক্ষী হতে। তারপর তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়, এবং শেকলে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাবিলনে পৌঁছানোর পর অবশ্য ইহুদীদের উপর কড়াকড়িভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল আরোপ

BanglaBook.org

করা হয়নি। তার বদলে তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, এবং কিছু অংশকে রাখা হয় শহরে। বাকিরা চলে যায় অন্যান্য প্রদেশগুলোতে। নিজেদের সম্পত্তি নিজেদের দখলেই রাখার অনুমতি পায় তারা, সেই সাথে জমি কেনা এবং বাড়ি করারও অনুমোদন পায়। তাদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়নি, কারণ এর পরেও তারা নিয়মিত ভাবে নিজেদের রাজা এবং প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত করতে থাকে। বন্দীদের মধ্যে কিছু প্রধান ব্যক্তিকে রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্মেলনেও তাদের অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

জুডিয়ার প্রথম রাজা জিহোয়াকিম, যাকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার বদলে সিংহাসনে বসে তার ছেলে শিলতিয়েল (Shealtiel), এবং তারপর রাজা হয় শিলতিয়েলের ছেলে জেরুবাবেল (Zerubbabel), যে ছিল বন্দী অবস্থায় থাকা সকল ইহুদী বা জুডিয়াবাসীর রাজা। নেবুচাদনেজার যে প্রধান পুরোহিতকে ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন তার নাম ছিল জিহোসাদেক (Jehosadek)। বন্দী অবস্থায় মারা যায় সে, এবং তার জায়গায় প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত হয় তার বড় ছেলে জোশুয়া।

BanglaBook.org

বন্দি ইহুদিদের ব্যাবিলনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

নবী দানিয়েল ব্যাবিলনকে আখ্যায়িত করেছেন মহান ব্যাবিলন হিসেবে। জেরুজালেম থেকে ৪৭৫ মাইল পুবে ছিল এর অবস্থান। উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরে, উর্বর এক উপত্যকার মাঝে গড়ে ওঠা এই শহরটির প্রধান ভিত্তি ছিল বাবেল নামের এক শহর। বাবেল অবশ্য এক স্তম্ভের নামও বটে, যাকে নোয়াহ-এর (Noah) বংশধররা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এই নির্মাতাদের মধ্যে এক নেতার নাম ছিল নিমরড (Nimrod)। মহাপ্লাবনের এক শ বিশ বছর পর এই স্তম্ভ গড়ে তোলার কাজ হাতে নেয় তারা। স্তম্ভের নাম ছিল বাবেল, কারণ এই কাজে যারা হাত দিয়েছিল ঈশ্বর তাদের সবার ভাষা অদলবদল করে দেন (বাইবেলে বর্ণিত)। এই শহর এবং স্তম্ভ গড়ে তোলার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষকে ওই স্থানে একত্রিত করা, এবং জনসংখ্যার একটি কেন্দ্র তৈরি করা। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমানভাবে মানুষকে ছড়িয়ে দেয়া। সেই সাথে, স্তম্ভটি সম্ভবত মানুষের মূর্তিপুজার উদ্দেশ্যকেও সমর্থন দিচ্ছিল, আর তাই ঈশ্বর তাদের পরিকল্পনাকে এলোমেলো করে দেন। নির্মাণশ্রমিকদের বিভিন্ন অংশের মাঝে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা তৈরি করেন তিনি, এবং তাদের উচ্চারণের ভঙ্গিও বদলে দেন, যার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্তম্ভটি পড়ে থাকে অসমাপ্ত অবস্থায়, তবে শহরটির ভিত্তি সম্ভবত ঠিকই স্থাপিত হয়েছিল। এটাও নিঃসন্দেহ যে শ্রমিকদের মাঝ থেকে একটি অংশ সেখানেই থেকে যায়। এই স্থানই পরবর্তীতে পরিচিত হয় বিখ্যাত নগরী ব্যাবিলন হিসেবে। ধারণা করা হয় যে বাবেল স্তম্ভটি পরবর্তীতে সমাপ্ত করা হয়েছিল, এবং এটি পরিচিত হয়েছিল বেলুস নামে, ব্যাবিলন শহরের মধ্যবর্তী একটি নির্মাণশৈলী হিসেবে। হেরোডোটাস এই স্তম্ভ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তার ভাষ্যমতে, এটি ছিল একটি চারকোণা পিরামিডের মতো আকৃতির, যার গোড়ার পরিধি সব মিলিয়ে আধ মাইলের মতো। গোড়া থেকে পর্যায়ক্রমে উঠে গিয়েছিল আটটি স্তম্ভ, একটির উপর আরেকটি। ধীরে ধীরে সরু হয়ে এসে চূড়া তৈরি করেছিল তারা। স্তম্ভের বাইরের দিকের গায়ে একটি পেচানো রাস্তা ধরে এই চূড়ায় পৌঁছানো যেত। যদিও স্তম্ভটি জ্যোতির্বিদ্যার কাজে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু একই সাথে একে বেল (Bel) এর পূজার কাজেও ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই বেল নামক দেবতার মন্দিরে ছিল অঢেল সম্পদ, যার মধ্যে জানা যায় একটি চল্লিশ ফিট উঁচু নিরেট সোনার তৈরি মুর্তির কথা। এখানেই জেরুজালেম থেকে নিয়ে আসা পবিত্র স্বর্ণপাত্রগুলো রাখা হয়। নাবোপোলাসারের পুত্র নেবুচাদনেজারের আমলেই ব্যাবিলন তার উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছায়। শহরটির চারপাশ ঘেরা ছিল দেয়াল দিয়ে, যা ছিল সাতাশি ফিট চওড়া, সাড়ে তিন শ ফিট উঁচু এবং দৈর্ঘ্যে

BanglaBook.org

সব মিলিয়ে ষাট মাইল। পুরো দেয়ালটি তৈরি হয়েছিল বড় বড় ইট দিয়ে, যেগুলো জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল বিটুমেন। দেয়ালের বাইরের দিকে ছিল চওড়া এবং গভীর এক পরিখা, যার ভেতরের অংশও ইট ও বিটুমেন দিয়ে মোড়া ছিল। দেয়ালের প্রতিটি পাশে ছিল পঁচিশটি করে দরজা, যার প্রত্যেক পাশে ছিল কাঁসার প্রলেপ। এই দরজাগুলো দিয়েই শহরে ঢুকতে হতো। প্রতিটি দরজা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল পনেরো মাইল লম্বা এক একটি রাস্তা। শহরটি বিভক্ত ছিল ছোট ছোট ভাগে। সোয়া দুই মাইল পরিধির ৬৭৬ টি বর্গে ভাগ করা হয়েছিল সম্পূর্ণ শহরকে। দেয়ালের উপর বসানো হয়েছিল সব মিলিয়ে আড়াই শ টাওয়ার, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাড়তি শক্তি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এই বিশাল কাঠামোর মধ্যে ছিল প্রাসাদ, মন্দির এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, যেগুলোর কারণে ঐতিহাসিকদের কাছে ব্যাবিলন নগরীর সম্পদ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা অত্যন্ত প্রিয়। নেবুচাদনেজার না থাকলে যে ইতিহাসে ব্যাবিলনের কোন স্থানই থাকত না সে কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে কোন দিক দিয়ে বিচার করলে তাদের সম্পূর্ণ গুরুত্ব এসেছে এই রাজপুত্রের কারণে, যিনি তার সামরিক দক্ষতার কারণে যেমন দক্ষ সেনাপতি হতে পেরেছিলেন, তেমনি শৈল্পিক চিন্তাভাবনা ও নির্মাণশৈলীর দিক দিয়েও প্রচুর দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা তৈরি করেছিলেন, যেগুলো তাকে প্রাচীনকালের সবচেয়ে বিখ্যাত নির্মাতাদের একজনে পরিণত করেছে। জেরুজালেম দখল করার পর তিনি সলোমনের মন্দির পুড়িয়ে দেন এবং ইহুদীদের বন্দী করে নিয়ে যান ব্যাবিলনে। এছাড়া টায়ার ও সিদোনও দখল করেন তিনি, এবং নিজের সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটে পরিণত হন। ইহুদীদের নবী দানিয়েলকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন তিনি। ৫৬২ খ্রিস্টপূর্বে তার মৃত্যু হয়, এবং সিংহাসনে বসে তার পুত্র, এভিল-মেরোদাখ (Evil-Merodach)। মাত্র দুই বছর শাসন করেন তিনি। নেবোপোলাসারের বংশের ষষ্ঠ রাজা হিসেবে এরপর সিংহাসনে বসেন নেবোনাদিয়াস (Nabonadius), যিনি তার পুত্র বেলশাজার (Belshazzar)-এর সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। বেলশাজারের মা ছিলেন নেবুচাদনেজারের মেয়ে।

ব্যাবিলন তার অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে ইউফ্রেটিস ধরে চলাচলকারী নৌযান ও নগরের পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলোর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিল। মধ্য এশিয়া, আরব এবং মিশরে যাতায়াতকারী এসব কাফেলার মাধ্যমে ব্যাবিলনে অপরিমেয় সম্পদ এসে জমা হতো—বাণিজ্য বা বিজয়ের মাধ্যমে। সে সময়ের পরিচিত প্রায় সকল দেশেরই সম্পদ ব্যাবিলনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এর ফলে নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে

BanglaBook.org

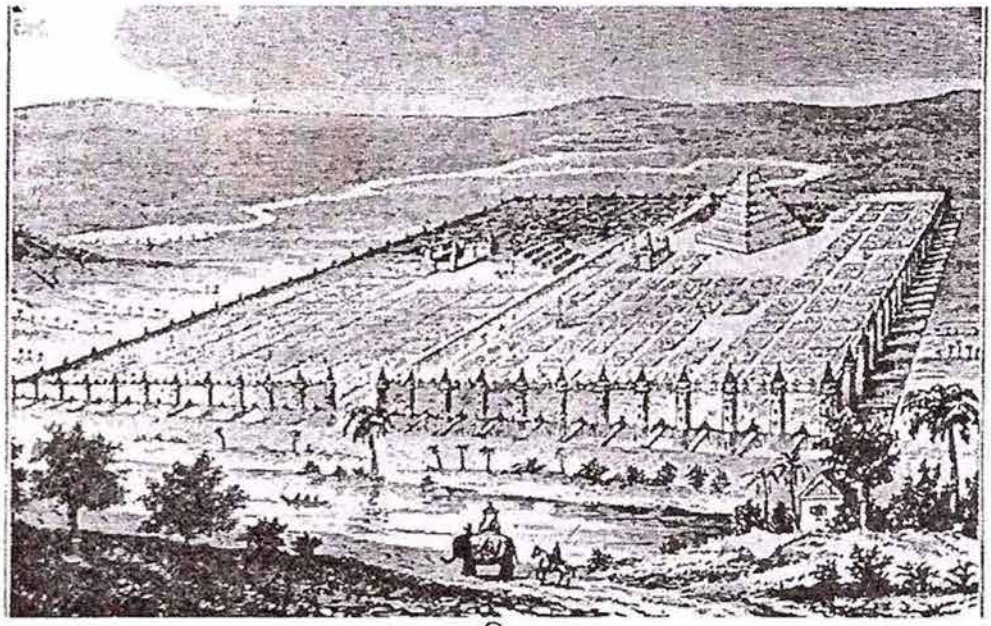

ব্যাবিলন

দেখা দিতে শুরু করে অপচয় ও বিলাসের সকল চিহ্ন, এবং দুর্নীতি ও শিথিলতা দেখা দিতে শুরু করে সর্ব ক্ষেত্রে। নৈতিকতা এবং মানবিক আচরণের এই বিপর্যয় সে সময় এক ভয়ানক বিপর্যয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

বন্দীদশার অবসান

৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বে পারস্যের রাজা সাইরাস (Cyrus), যিনি ছিলেন এক বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী বীর, এবং এশিয়ার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ যার পদানত হয়েছিল; ইউফ্রেটিস পার হয়ে ব্যাবিলন অবরোধ করেন। দুই বছর অবরোধ করে রাখার পর ইউফ্রেটিস নদী থেকে একটি খাল খনন করে নদীর মুখ ঘুরিয়ে দেন তিনি। খালটি শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে যায়, এবং ইউফ্রেটিসের পানি বয়ে নিয়ে যায় নিটোক্রিস (Nitocris) হ্রদে। এর ফলে নদীর গভীরতা কমে যায় অনেকখানি, এবং তার সৈন্যরা পায়ে হেঁটেই নদী পার হয়ে শহরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। রাতের বেলায় আক্রমণ করার মাধ্যমে পুরো শহরকে চমকে দেন সাইরাস। শহরবাসীরা তাদের দেয়ালের শক্তির উপর ভরসা করে ছিল, এবং ভেবেছিল এই দেয়াল ভেদ করে সাইরাসের সৈন্যদের পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। সেই রাতে দেয়ালের ভেতরে এক বিশাল উৎসবে পানভোজন ও নানা রকম উশৃঙ্খলতায় মত্ত ছিল তারা, এবং রাজা আর তার সভাষদরা ব্যস্ত ছিলেন নানা বিনোদনে। এই ভোজ উৎসবে সাইরাসের সৈন্যদের হাতে নিহত হন রাজপুত্র বেলশাজার এবং তার সভাষদরা। ভোর হলে দেখা যায়, বিজয়ী পারসিয়রা পুরো শহর দখল করে নিয়েছে। ব্যাবিলনের

BanglaBook.org

রাজা নেবোনেদিয়াস তখন নিজ সেনাবাহিনীর একটি অংশ নিয়ে বোরসিপায় (Borsippa) অবস্থান করছিলেন। সাইরাসের কাছে সন্ধির মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন তিনি, এবং সিংহাসনচ্যুত রাজাকে সাইরাস কারমানিয়া (Carmania) প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব দেন। এরপর নিজের চাচা "মিদিয়ার অধিবাসী দারিয়াস" (Darius the Median) কে ব্যাবিলনের রাজা নির্বাচিত করেন সাইরাস। দুই বছর শাসন করার পর দারিয়াসের মৃত্যু হয়। তার শাসনামলেই দানিয়েলকে ছুঁড়ে ফেলা হয় সিংহের গুহায় (বাইবেলে বর্ণিত)। ৫৩৬ খ্রিস্টপূর্বে সাইরাস সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের শাসনভার অধিকার করেন, এবং তার শাসনামলের প্রথম বছরেই ইহুদীদের বন্দীদশার অবসান হয়। দানিয়েল এবং অন্যান্য ইহুদী বন্দীদের সাথে আলাপ করে এবং তাদের পবিত্র বইগুলো পড়ে সাইরাস সত্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। জনগণের সামনে এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি সেই ঈশ্বরের উপর নিজের বিশ্বাস স্থাপন করেন, "যাকে ইসরায়েলিয় জাতি উপাসনা করত।" একই সাথে সেই ভবিষ্যৎ বানী সফল করার ইচ্ছা জাগে তার মনে, যেখানে বলা হয়েছিল যে রাজা সাইরাসই জেরুজালেমের মন্দির দ্বিতীয়বার নির্মাণ করবেন। এ কারণে তিনি একটি অধ্যাদেশ জারী করেন, যেখানে ইহুদীদের তাদের নিজ দেশ জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। নেবুচাদনেজার জুডাহ-এর যে রাজাকে পরাজিত করে ব্যাবিলনে বন্দী করে এনেছিলেন (জিহোয়াচিন) তার নাতি জেরুবাবেল তখন জুডাহ-এর রাজপুত্র। এ কারণে তার উপরেই তার উপরেই পরবর্তী শাসনভার অর্পণ করা হয়, এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের নেতা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসারে তাকে একটি তলোয়ার উপহার দেন সাইরাস, যেটি নেবুচাদনেজার তার দাদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সেই সাথে মন্দিরের বেশিরভাগ স্বর্ণপাত্রও জেরুবাবেলকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যেগুলো নেবুচাদনেজার লুট করে এনেছিলেন। বাকি পাত্রগুলো বহু বছর বাদে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এজরা (Ezra)।

চাকর ও দাস বাদে কেবল ৪২,৩৬০ জন ইসরায়েলিয় সঙ্গী হয় জেরুবাবেলের। তাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে সাহসী সাত হাজারকে বেছে নেন তিনি, এবং নিজ কাফেলার সম্মুখে প্রহরী হিসেবে তাদের নিয়োজিত করেন। দেশে ফেরার পথে তাদের বেশ কিছু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ইউফ্রেটিসের তীরে আসিরীয়রা তাদের পথ রোধ করে দাড়িয়েছিল, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের সাথে থাকা স্বর্ণপাত্রগুলো লুট করা। ইহুদীদের অনুরোধ বা সাইরাসের নির্দেশ–কোনটাই গ্রাহ্য করেনি তারা। তবে শেষ পর্যন্ত জেরুবাবেল তার শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলকভাবে পরাজিত করেন, যার পেছনে অন্যান্য শত্রুকে সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশ্যও কাজ করছিল।

BanglaBook.org

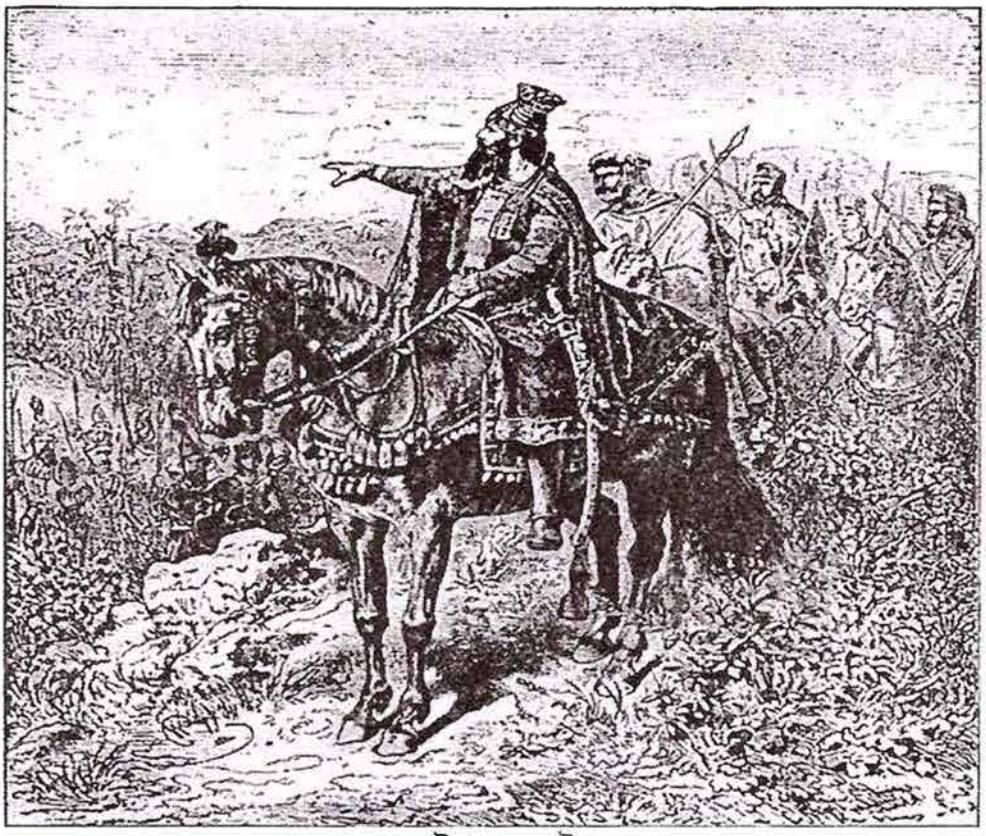

সাইরাস দ্য গ্রেট

যুদ্ধে বেশিরভাগ আসিরীয় মারা যায় অথবা পালানোর সময় ইউফ্রেটিসের পানিতে ডুবে মরে। ইহুদীদের পথের বাকিটুকু হয় নির্বিঘ্ন, এবং চার মাস ধরে পথ চলার পর জেরুবাবেল তার লোকজনকে নিয়ে ৫৩৫ খ্রিস্টপূর্বের জুন মাসে জেরুজালেম এসে পৌঁছান। পথে তারা পার হয়ে আসেন রাব্বাহ (Rabbah) এবং প্রাচীন তাদমোর (Tadmor), সেই সাথে দামেস্ক (Damascus) নগরীর ধ্বংসস্তূপ।

বন্দী দশায় থাকার সময়েও মেসনরির আচার অনুষ্ঠান পালন থেকে ইহুদীরা বিরত ছিল না। চালডিয়ার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত লজ স্থাপন করে তারা। ইহুদী ধর্মযাজকদের ঐতিহ্য অনুসারে ইউফ্রেটিসের তীরে, নাহারদা (Naharda) নামক স্থানেও এই ভ্রাতৃসংঘের শাখা স্থাপন করা হয়। এই সংগঠনের সকল গোপন জ্ঞানকে দেশে ফেরার সময় নিজের সাথে নিয়ে যান জেরুবাবেল, এবং জুডিয়াতেও একই রকম একটি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করেন। এর সাথে রয়াল আর্চ ডিগ্রির ঐতিহ্য মিলে যায়, এবং এর ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ধার্মিক ইহুদীরা জেরুজালেমে ফিরে আসার পর সাত দিনের জন্য বিশ্রাম নেয়, তারপর স্থাপন করে একটি অস্থায়ী উপাসনালয়। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের কাছেই এটি তৈরি করা হয়, এবং এখানে আহ্বায়িত এক সভায় জেরুবাবেলকে রাজা, জেশুয়াকে প্রধান পুরোহিত এবং

BanglaBook.org

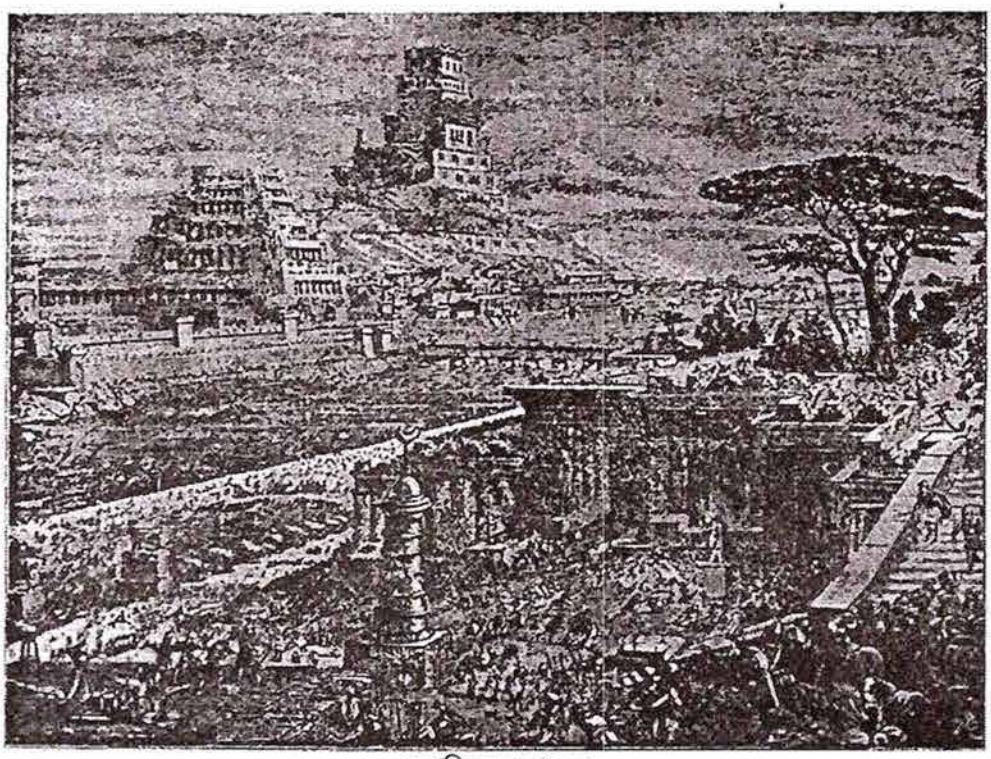

ব্যাবিলনের পতন

হাজ্জাইকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী (Scribe orr principal officer of state) পদে নিযুক্ত করা হয়। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় যে দ্বিতীয় মন্দিরটি প্রথম মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরেই নির্মিত হবে, কারণ এটি এক পবিত্র স্থান। এই কাজের জন্য ইহুদী জনগণ প্রায় পঁচিশ লাখ ডলার সমমূল্যের সম্পদ একত্রিত করে।

জেরুজালেসের পুনর্নির্মাণ

তবে কাজ শুরু হতে না হতেই সামারিটানরা এসে বিঘ্ন ঘটায়। তারা আবেদন জানায় যেন মন্দিরের নির্মাণ কাজে তাদেরও সাথে নেয়া হয়। কিন্তু ইহুদীরা তাদের দেখত মুর্তিপূজক হিসেবে, ফলে সামারিটানদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তারা। ফলাফলস্বরূপ সামারিটানরা তাদের শত্রুতে পরিণত হয়, এবং সাইরাসের মন্ত্রীদের কাছে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেয়। এর ফলে মন্দিরের পুনর্নির্মাণ শুরু না হতেই থেমে যায়, এবং এভাবেই কেটে যায় কয়েক বছর।

ইহুদীদের দেশে ফিরে আসার পর সপ্তম বছরে তাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী সাইরাস মারা যান (৫৩০ খ্রিস্টপূর্ব), এবং তার ছেলে ক্যামবিসিস (Cambyses/Ahasuerus) সিংহাসনে বসেন। আট বছর রাজত্ব করার পর সিরিয়ায় মারা যান ক্যামবিসিস। এরপর পারস্যের সিংহাসন দখল করে নেয় স্মেরদিস (Smerdis), যার কথা আরতাজারজিসের (Artaxerxes) পুরানে বলা হয়েছে। ইহুদীদের মন্দির নির্মাণে অনুমতি পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে, ফলে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মন্দির অসমাপ্ত অবস্থাতেই পড়ে থাকে। ৫২১ খ্রিস্টপূর্বে সে মারা গেলে সিংহাসনে বসেন দারিয়াস (Darius)। প্রথম জীবনে এই রাজা এবং জেরুবাবেলের মধ্যে বেশ ভাল ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই এবার জেরুবাবেল ব্যাবিলনে আসেন এবং রাজার কাছ থেকে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করার অনুমতি আদায় করে নেন। তারপর জেরুজালেমে ফিরে এসে যত দ্রুত সম্ভব মন্দিরের কাজ শুরু করেন তিনি। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বে, দারিয়াসের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে দ্বিতীয় মন্দিরের কাজ সমাপ্ত হয়, যাকে প্রথম মন্দিরের থেকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে নাম দেয়া হয় জেরুবাবেলের মন্দির। কাজ শুরু করার পর শেষ হতে মাত্র বিশ বছর সময় লাগে। তারপর সকল আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়, যেমনটি ছিল প্রথম মন্দিরের ক্ষেত্রে।

জেরুবাবেল ছিলেন ডেভিডের রাজকীয় রক্তের ধারক, এবং তাকে বলা হতো "জুডাহ-এর রাজপুত্র শেশবাজার।" নাম থেকেই বোঝা যায় যে ব্যাবিলনে জন্ম হয়েছিল তার, কিন্তু তার ইতিহাস সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত জোশেফ ও মেরি উভয়েই জেরুবাবেলের বংশধর।

দ্বিতীয় মন্দিরের নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল প্রথম মন্দিরেরই অনুরূপ, তবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা সব দিক দিয়েই এটি প্রথম মন্দিরের চাইতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বড় ছিল। প্রথম মন্দিরে যে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথরের অলংকরণ ছিল তাকে অবশ্য দ্বিতীয় মন্দির ছাপিয়ে যেতে পারেনি, কারণ বাইবেলে জোসেফাসের (Josephus) বিবরণ থেকে জানা যায় যে "পুরোহিত, লেভিয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ প্রাচীন মন্দিরের তুলনায় নতুন মন্দিরের দরিদ্র দশা দেখে মর্মাহত হলেন, যার মূলে প্রধান কারণ ছিল তাদের দারিদ্র্য।"

BanglaBook.org

ক্রিপ্টিক ডিগ্রি

রয়াল ও সিলেক্ট মাস্টারদের কাউন্সিল

এই ডিগ্রিসমূহকে সঠিকভাবে কোন নিয়মের আওতায় ফেলা যায় তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে চ্যাপ্টারসমূহের দায়িত্বে রাখতে, এবং রয়াল আর্চ ডিগ্রির পূর্বশর্ত হিসেবে এই ডিগ্রিগুলো প্রদান করতে, আবার কখনও বলা হয়েছে কাউন্সিলের অধীনে, রয়াল আর্চ ডিগ্রির পর প্রদান করার কথা। প্রথম ধারাটি সাধারণত মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি দেখা যায় অন্য সকল অঙ্গরাজ্যে। এই ডিগ্রিগুলো যে মূলত প্রাচীন স্কটিশ রাইট থেকেই এসেছে সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। এই রাইটের পরিদর্শকগণ (Inspectors) ডিগ্রিগুলোকে সম্মানজনক ডিগ্রি হিসেবে প্রদান করতেন। কাউন্সিলের হাত থেকে ক্রিপ্টিক ডিগ্রিগুলোর দায়িত্ব সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়েছে অনেকবার। তার বদলে চ্যাপ্টারদের হাতে তুলে দিয়ে সেগুলো রয়াল আর্চ ডিগ্রির পূর্বশর্ত হিসেবে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৪৭ সালের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে জেনারেল গ্র্যান্ড চ্যাপ্টার (General Grand Chapter) একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এতে বলা হয়, যে সকল রাজ্যে কোন গ্র্যান্ড কাউন্সিল নেই সেখানে এই দায়িত্ব নেবে চ্যাপ্টারগুলো। কিন্তু এর ফলে অবিচার এবং অনিয়ম মাথাচাড়া দেবে বুঝতে পেরে ১৮৫৩ সালে গ্র্যান্ড চ্যাপ্টার কতৃক ক্রিপ্টিক ডিগ্রিসমূহের উপর থেকে সকল অধিকার তুলে নেয়া হয়, এবং বলা হয় যে এখন থেকে কোন চ্যাপ্টারই এগুলোর দায়িত্ব নিতে পারবে না। ১৮৭০ সালে মাদার কাউন্সিলও (Mother Council) এর উপর থেকে সকল দাবি প্রত্যাহার করে নেয়।

BanglaBook.org

রয়াল মাস্টার

আমেরিকান রাইটের অষ্টম ডিগ্রি হচ্ছে রয়াল মাস্টার, এবং একই সাথে এটি রয়াল ও সিলেক্ট মাস্টারদের কাউন্সিলে (Council of Royal and Select Masters) প্রদানকৃত ডিগ্রিসমূহের মধ্যে প্রথম। এই সংক্রান্ত সম্মেলন যেখানে হয় তাকে বলে কাউন্সিল চেম্বার (Council Chamber), যার সাথে সলোমনের ব্যক্তিগত কক্ষের মিল আছে। কথিত আছে যে মন্দির নির্মাণের সময় নিজের দুই সহকর্মীর সাথে এমনই এক কক্ষে আলোচনায় বসতেন সলোমন। এই ডিগ্রি যারা পায় তাদের বলা হয় "রয়াল মাস্টার ডিগ্রি দ্বারা সম্মানিত।"

এই ডিগ্রির দীর্ঘ ইতিহাস এবং প্রতীকের উপস্থিতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অনুষ্ঠানগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ হতে পারে, কিন্তু এগুলোর মাঝে সেই মহান মেসনিক ধারণা, অর্থাৎ শ্রমিক কর্তৃক তার পারিশ্রমিক খুঁজে ফেরার ব্যাপারটিও বিদ্যমান। মেসনরির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ডিগ্রিতে, সব রকমের প্রতীকবাদেই পাওয়া গেছে সেই বিশেষ "শব্দ"টির অনুসন্ধানের কথা,

যেটি মূলত "সত্য"কে খুঁজে ফেরার প্রতীক। এই সত্যকে জানতে পারাই হচ্ছে সকল মেসনিক কাজকর্ম এবং রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্য। ঐশ্বরিক সত্য, বা ঈশ্বরের সম্পর্কে জ্ঞান–যার কথা বলা হয়েছে প্রাচীন কাবালীয় (kabalistic) দর্শনে; সেটিই হচ্ছে একজন মেসনের আনুগত্যের পুরস্কার, তার নিষ্ঠার প্রতিদান। সোজা কথায়, এটি হচ্ছে একজন "মাস্টারের বেতন।"

সিলেক্ট মাস্টার

এটি আমেরিকান রাইটের নবম ডিগ্রি, এবং রয়াল ও সিলেক্ট মাস্টারদের কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ডিগ্রি। একটি কাউন্সিলে সাধারণত ঠিক সাতাশজন সদস্য থাকে, তবে প্রয়োজন হলে কমপক্ষে নয়জন সদস্যের মাধ্যমেই এটি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। যে প্রার্থীকে ডিগ্রি দেয়ার জন্য বেছে নেয়া হয় তাকে বলা হয় "সিলেক্ট মাস্টার ডিগ্রির জন্য নির্বাচিত।" এই ডিগ্রির ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বা গুপ্তধনকে হস্তান্তর করা। বলা হয়ে থাকে যে হিরাম আবিফ নিজে এই ডিগ্রি প্রদানের বেশিরভাগ আনুষ্ঠানিকতা তৈরি করেছিলেন। ডিগ্রি প্রদানের জন্য যে জায়গা বেছে নেয়া হয় সেটি আসলে মন্দিরের নিচের একটি গোপন প্রকোষ্ঠের প্রতীক।

সুপার এক্সিলেন্ট মাস্টার

এটি এমন একটি ডিগ্রি, যেটি প্রাথমিকভাবে কেবল অতিরিক্ত বা পার্শ্ব ডিগ্রি হিসেবে দেয়া হতো, এবং যেটি ছিল সম্মানের প্রতীক। এটি প্রদান করতেন প্রাচীন স্কটিশ রাইটের পরিদর্শকদের প্রধান (Inspector General)। তারপর থেকে এটি আমেরিকার রয়াল এবং সিলেক্ট মাস্টারদের কাউন্সিলেও গৃহিত হয়েছে, এবং সেখানে একে একটি অতিরিক্ত ডিগ্রি হিসেবেই দেয়া হয়। এটি আর কিছুই নয়, বরং রয়াল আর্চ ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানের যে অংশে মন্দিরের ধ্বংস হওয়ার প্রতীক হিসেবে কাজ করে, তারই একটি বাড়তি অংশ। এর সাথে ক্রিপটিক মেসনরিতে যে সব ধারণা শেখানো হয় তার কোন সম্পর্ক নেই। ডিগ্রিটি ঠিক কখন তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। তবে এর প্রতীকনির্ভর নকশার দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে এর কিংবদন্তী আর অনুষ্ঠানগুলো আসলে একটি মেসনিক গুণকে চিহ্নিত করে–ওয়াদা পালনের প্রতিজ্ঞা।

আইনের বই

সুপ্রাচীন কাল থেকে মেসনরা নিজেদের আইনের মূল উৎস হিসেবে পবিত্র বাইবেলকে গ্রহণ করে আসছে। সকল লজের ভেতর সব সময় খোলা অবস্থায় রাখা থাকে বাইবেল। মেসনরির সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুর মতোই এই বইতেও

BanglaBook.org

রয়েছে প্রতীকবাদের নিখুঁত ব্যবহার। আর তাই মেসনরির পথপ্রদর্শক বাতিঘর হিসেবে কাজ করে বাইবেল। একে বন্ধ করে রাখার অর্থ হলো এ থেকে উৎসারিত জ্ঞানের আলোর পথ বন্ধ করে দেয়া। তাই বাইবেলকে খুলে রাখা হয় এটি বোঝাতে যে লজটি অন্ধকারে নিমজ্জিত নয়, বরং বাইবেলের আলোতে উজ্জ্বল। এ কারণে মেসনদের বলা যায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকের মহান উক্তির অনুসারী, যে উক্তিটি হলো–"মানুষ কখনও একটি মোম জ্বালিয়ে তাকে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখে না, বরং তাকে রাখে মোমদানীতে, যাতে তা গৃহের সকলকে আলো দিতে পারে।"

মেসনিক রীতি অনুসারে বাইবেল হচ্ছে এমন একটি বই যাকে প্রতিটি মেসনই ঈশ্বরের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করে। যে কারণে তাদের কাছে বাইবেলের বদলে একই ধরনের অন্য কোন বস্তুও বাইবেলের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। আর তাই, খ্রিস্টান মেসনদের কাছে আইনের বই বা Book of the Law হচ্ছে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট, ইহুদীদের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্ট, মুসলিমদের কাছে কোরান, ব্রাহ্মণদের কাছে বেদ, এবং পারসিদের কাছে জেন্দাবেস্তা (Zendavesta)। সকল বইতেই একই ধারণাকে তুলে ধরা হয়েছে, আর তা হলো–ঈশ্বরের স্বরূপ এক দিন মানুষের কাছে ধরা দেবে।

ফ্রিমেসনরির নিজস্ব কোন গোপন দর্শন বা মতবাদ নেই। এর দর্শন সমস্ত পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত। নিজের পরিচয়কে ধরে রাখার জন্যই মানুষের কাছে এর পরিচিতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র এর রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠানগুলোই গোপন রাখা হয়। মেসনিক গোষ্ঠীর প্রধান আদর্শ তাই সবার কাছে উন্মুক্ত। এই আদর্শের দুটি অংশ। প্রথমটি হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস, যিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, এবং যে কারণে তাকে বলা হয় মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থপতি (Grand Architect of the Universe)। এবং দ্বিতীয়টি হলো চিরন্তন জীবনে বিশ্বাস, পার্থিব জীবন যার প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে মাত্র।

১৭১৭ সালে মেসনরির পুনরুত্থান হওয়ার পর ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লজ কর্তৃক যে কোন মেসনের জন্য কিছু নিয়ম জারি করে, যে গুলো নিম্নরূপ "সুপ্রাচীন সময়ে যে কোন দেশের মেসনকে সেই দেশে প্রচলিত ধর্মের অনুসারী হতে হতো, তা যাই হোক না কেন। কিন্তু এখন তাদের কাছ থেকে আশা করা হবে যেন তারা এমন এক আদর্শে বিশ্বাস রাখে যা সবার কাছেই গ্রহনীয়। তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় মতবাদ এক্ষেত্রে বিচার্য নয়।"

বর্তমানে এটিই সারা বিশ্বে ফ্রিমেসনরির স্বীকৃত মতবাদ বলে গৃহিত।

ফ্রিমেসনরির উদ্দেশ্য

ফ্রিমেসনরির উদ্দেশ্য মূলত জনসেবা বা মানুষকে সাহায্য করা নয়, আবার সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুই বিষয়ই সংগঠনের পার্শ্ব আচরণ

BanglaBook.org

মাত্র। ফ্রিমেসনরি গড়ে উঠেছে মূলত একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে, আর তা হলো সত্যের অনুসন্ধান করা। এই সত্য হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে অমর আত্মার মিলনের পথ। প্রবেশাধিকারের পর বিভিন্ন ডিগ্রি বা পদমর্যাদা দিয়ে বোঝানো হয় সেই সব ধাপের কথা, যার মধ্য দিয়ে মানুষ সামনে এগিয়ে যায়। এই অগ্রযাত্রার পথে তাকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হতে হয়, এবং এগুলোর মাঝ দিয়েই খুঁজে নিতে হয় অজ্ঞানতা থেকে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার পথ। সেই সত্য লুকিয়ে আছে মেসনরির বিভিন্ন প্রতীকে, এবং প্রতীকসমূহকে একসাথে করলে পাওয়া যায় ছবির মাধ্যমে বিবৃত এক কাহিনী, বা ভাষার উল্লেখ, যেখানে বলা হয়েছে স্রষ্টা, প্রকৃতি এবং মানুষের মাঝের সম্পর্কের কথা।

ফ্রিমেসনরি কোন সার্বজনীন বিজ্ঞান নয়, বরং একটি বৈশ্বিক ধর্ম।[৯] আর তাই কোন নির্দিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাসের সাথে এর কোন বোঝাপড়া নেই, এবং কোন নির্দিষ্ট ধর্ম কখনই এর মাঝে প্রধান স্থান অধিকার করতে পারে না। তেমন কিছু হলে সেই সংগঠনকে আর মেসনিক আখ্যা দেয়া যাবে না। কাব্বালাহ (Kabbalah), ইহুদী এবং খ্রিস্টিয় প্রতীক ও প্রবাদ থেকে তৈরি হয়েছে ফ্রিমেসনরি[১০], এবং এই তিনের মধ্যে বিদ্যমান সার্বজনীন সত্যকে খুঁজে নিয়েছে। অন্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রেও ফ্রিমেসনরি একই সত্যের অনুসন্ধান করে। এটি খ্রিস্টান ধর্ম নয়, বা তার কোন বিকল্পও নয়। কোনভাবে খ্রিস্ট ধর্মকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বা অন্য কোন ধর্ম বা বিশ্বাসকে ছোট করাও এর উদ্দেশ্য নয়। ফ্রিমেসনরির ধর্ম হলো প্রাকৃতিক এবং প্রাচীন বিশ্বাসের ধর্ম, যা বহু যুগ আগে থেকে প্রাচীন পুরোহিত বংশের হাত ধরে আমাদের কাছে পৌছেছে। কোন মানুষই এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না, সবাই একমত হয়–এমনই ফ্রিমেসনরির বিশ্বাস। এখানে ভাল কাজ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পাপের জন্য কোন শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নেই। অনুসারীদের এটি সঠিক পথে চলতে ইঙ্গিত করে, কিন্তু কখনই বলে না যে "আমিই সেই সঠিক পথ, সত্য, এবং জীবন।" আইনী কঠোরতা, বা ভুল বোঝাবুঝির ফলে কখনই এর ধ্বংস হতে পারে না। হয়তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে পারে যখন ধর্মান্ধদের কারণে চাপা পড়ে যায় ফ্রিমেসনরি, কিন্তু তারপরেই আবার আসে একজন মাস্টার নির্মাতা, যার হাতে থাকে "রুদ্ধ মন্দিরের দরজার চাবি।" ভেতরে প্রবেশ করে সে, তার সাথে ঢোকে আলো। সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে সে যখন পবিত্র বেদীতে মোম জ্বালায়, দেখা যায় মন্দিরের প্রাঙ্গণ সেই আগের মতওই উজ্জ্বল, ঝকঝকে। খাটি স্বর্ণ আর মণিমুক্তার মতো আবার জ্বলে ওঠে সত্যের আগুন,

---

৯ নির্ঘন্টের 'মেসনরি'র ধর্ম' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

১০ নির্ঘন্টের কাব্বালাহ অংশ দ্রষ্টব্য

এবং বিপুল আলোর উৎস আগের মতোই প্রজ্জ্বলিত হয়। "পুজারী যখন প্রস্তুত হয়, তখনই তার প্রভু দেখা দেন।"

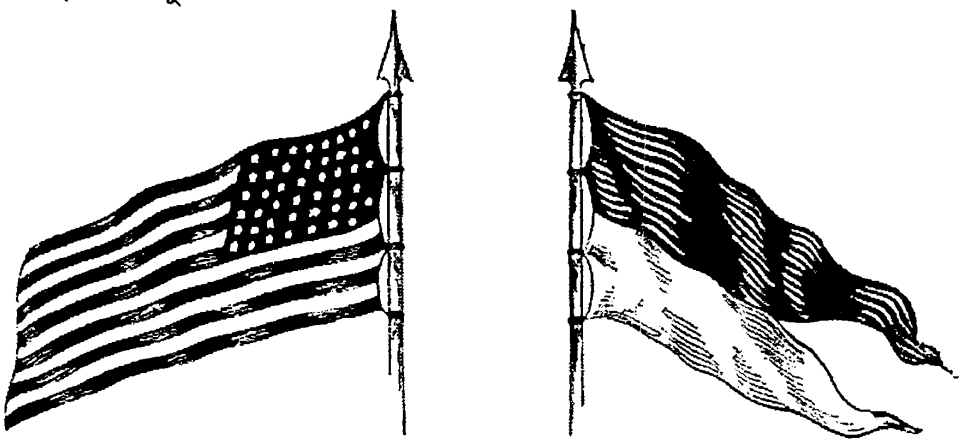

কমান্ডারি

নাইট টেম্পলারগণ

আমেরিকায় নাইট টেম্পলারদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়ে গঠিত দলকে বলা হয় কমান্ডারি (Commerdery)। এই নির্দিষ্ট সংখ্যা হচ্ছে নয়। এই দেশে মেসনিক নাইট টেম্পলারদের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে কমান্ডারির উপর নিয়োজিত। কমান্ডারি যে সব ডিগ্রি দেয়ার অধিকার রাখে সেগুলো হচ্ছে নাইট অফ দ্য রেড ক্রস (Knight of the Red Cross), নাইটস টেম্পলার (Knights Templar) এবং নাইট অফ মাল্টা (knight of Malta)।

যে সব রাজ্যে কমান্ডারি প্রচলিত আছে সেখানে কমান্ডারিগুলো থাকে গ্র্যান্ড কমান্ডারির অধীনে। যেখানে নেই, সেখানে কমান্ডারি সংক্রান্ত সকল নির্দেশ আসে প্রধান শিবির বা গ্র্যান্ড এনক্যাম্পমেন্ট (Grand Encampment) থেকে। এই সংঘের প্রধান নেতৃত্ব নিয়োজিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ড এনক্যাম্পমেন্টের উপর, যারা ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হয়। আর এর প্রধান কর্তাকে বলা হয় গ্র্যান্ড মাস্টার (Grand Master)।

নাইট টেম্পলারদের প্রাচীন সংঘটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত থাকত, যার প্রতিটি শাসন করত একজন করে গ্র্যান্ড প্রিসেপ্টর (Grand Preceptor) অথবা গ্র্যান্ড প্রায়র (Grand Prior)। এই প্রদেশের সংখ্যা ছিল পনেরোটি, এবং বিস্তৃতি ছিল জেরুজালেম থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত। ডেনমার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে বাদে এমন কোন দেশ নেই যেখানে নাইট টেম্পলাররা তাদের প্রভাব বিস্তৃত করেনি।

সকল প্রদেশেই থাকত অসংখ্য টেম্পল-হাউস, যেগুলোকে বলা হতো প্রিসেপ্টরি (Preceptory), এবং এর প্রধান হিসেবে থাকত প্রিসেপ্টর। এই হাউসগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু কমান্ডারি নামেও পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে

BanglaBook.org

মেসনিক নাইট টেম্পলাররা এই নামটিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করে।

নাইটস অফ দ্য রেড ক্রস

এই ডিগ্রির কিংবদন্তী বলে, এটি খ্রিস্টান যুগেরও অনেক আগে, সেই দারিয়াসের যুগে উদ্ভব হয়েছিল। নাইটদের পৌরুষোচিত কাহিনীর সাথে অবশ্য এর কোন সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ মেসনিক এবং রয়াল আর্চ ডিগ্রির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমেরিকায় এই ডিগ্রি প্রদান করে নাইট টেম্পলারদের কমান্ডারি, এবং রয়াল আর্চ ডিগ্রির আগে এই ডিগ্রি দেয়া হয়। নাইটস অফ দ্য রেড ক্রস ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত কাহিনীটি এই "সাইরাসের মৃত্যুর পর ইহুদীরা তার হাতে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায় এবং জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পায়। সেখানে নতুন করে মন্দির তৈরি করতে গিয়ে প্রতিবেশী জাতিগুলো, বিশেষ করে সামারিটানদের হাতে বাধার সম্মুখীন হয় তারা। যে কারণে তারা তাদের রাজপুত্র জেরুবাবেলের নেতৃত্বে সাইরাসের উত্তরসুরী দারিয়াসের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়, এবং তার সাহায্য ও সুরক্ষা কামনা করে। জেরুবাবেল কেবল তার উদ্দেশ্য সফল করতেই সক্ষম হননি, বরং রাজার সাথে নিজের বন্ধুত্বকেও নতুন করে গড়ে তোলেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে দারিয়াস একটি নতুন সংঘ গড়ে তোলেন, যার নাম হয় নাইটস অফ দ্য ইস্ট (কহরমযঃং ডড ঃধব উধংঃ)। তারাই পরবর্তীতে নিজেদের পতাকায় লাল রঙের ক্রুশ ব্যবহারের মাধ্যমে নাইটস অফ দ্য রেড ক্রস নামে পরিচিত হয়।"

BanglaBook.org

নাইট টেম্পলার

আমাদের যুগের একদম শুরুতে সেমিটিক জাতি থেকে উদ্ভব হয় দুটি বড় ধর্মের, যা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুটি ধর্ম ছিল খ্রিস্টধর্ম এবং মুসলিম ধর্ম। দুটিই ছিল নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা, এবং প্রতিটির মাঝেই রাজনৈতিক কাঠামোর অবস্থান ছিল। শাসক গোষ্ঠিরা এদের গ্রহণ করে, এবং তাদের মাধ্যমে এগুলো পুরো বিশ্বের চেহারা পালটে দেয়ার অবস্থানে চলে আসে। এর ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের সূচনা হয়, তারই ফলশ্রুতিতে প্রাচীন সভ্যতাগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, এবং ক্রুশ ও অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকাদ্বয়ের নিচে অবস্থান নেয়। এই ঘটনার ফলে ইউরোপে স্থান পায় খ্রিস্টধর্ম, আর এশিয়া ও আফ্রিকায় বিজয় লাভ করে মুসলিম ধর্ম।

ক্রুশ

খ্রিস্টান ধর্মের সূচনা হয়েছিল আব্রাহামের হাতে, এবং এটি জন্ম নিয়েছিল যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে।

আব্রাহাম, যার আসল নাম ছিল আব্রাম, তিনি ছিলেন ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৬ খ্রিস্টপূর্বে মেসোপটেমিয়ার উর শহরে তার জন্ম। সারাহকে বিয়ে করেন তিনি, এবং ১৯২২ খ্রিস্টপূর্বে মেসোপটেমিয়ার হারানে বসতি স্থাপন করেন। কয়েক বছর পর সেখান থেকে কেনানে চলে যান তারা, এবং সেখানেই ১৮৯৬ খ্রিস্টপূর্বে জন্ম হয় ইসাকের। চল্লিশ বছর বয়সে ইসাক রেবেকাহ-কে বিয়ে করেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টপূর্বে তাদের ঘরে যমজ সন্তান জন্ম নেয়, যাদের নাম রাখা হয় জ্যাকব এবং এসাউ।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে লিয়াহ এবং র‍্যাচেলকে বিয়ে করেন জ্যাকব। লিয়াহ-এর গর্ভে জন্ম নেয় ছয়টি পুত্র এবং একটি কন্যা–রিউবেন, সিমিয়ন, লেভি, জুডাহ, ইসাচার, জেবুলুন এবং দিনাহ। র‍্যাচেলের পরিচারিকা বিলহাহ-এর গর্ভে দুটি পুত্র–দান, এবং নাফতালি; লিয়াহ-এর পরিচারিকা জিলপাহ-এর গর্ভে দুটি পুত্র–গাদ এবং আশার; আর র‍্যাচেলের গর্ভে দুই পুত্র–জোসেফ এবং বেঞ্জামিন–সব মিলিয়ে এই দাঁড়ায় তার সন্তানসন্ততি। জ্যাকবের বারো পুত্রই পরবর্তীতে ইসরায়লের বারোটি গোত্রের জন্ম দেয়।

১৫৭১ খ্রিস্টপূর্বে পৃথিবীর বুকে জন্ম হয় মহান ধর্মপ্রচারক মোজেসের, যিনি ছিলেন ইসরায়েলের প্রথম নবী। আমরাম এবং জোশেবেদের পুত্র ছিলেন তিনি, এবং লেভির গোত্রে জন্ম হয়েছিল তার। তার বড় দুই ভাই ও বোনের নাম ছিল অ্যারন এবং মিরিয়াম। মোজেস নামটি ইতিহাসে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনিই হিব্রু জাতিকে একত্রিত করেন, হিব্রু রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার মাধ্যমে হিব্রু জাতি পরবর্তী সময়ের পৃথিবীতে একেশ্বরবাদের যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই অবদান কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বহু প্রজন্ম ধরে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে তারা। স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের সকল চিহ্ন মুছে গিয়েছিল তাদের মাঝ থেকে, জাতির রক্তধারা কলুষিত হয়েছিল অন্য জাতির মিশ্রণে। জাতীয়তাবাদের সকল প্রভাব ধীরে ধীরে তাদের ভেতর থেকে মুছে যাওয়ায় কোন দেশ বিজয় করার মতো সামর্থ হারিয়ে ফেলেছিল তারা। এমনকি রাষ্ট্রগঠন, বা ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করারও ক্ষমতা ছিল না তাদের।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, চল্লিশ বছর বয়সে মিশর থেকে আরবে পালিয়ে যান মোজেস। আশি বছর বয়সে সেখান থেকে ফিরে আসেন তিনি, এবং লোহিত সাগর পার হয়ে সিনাইয়ের দিকে নিয়ে যান নিজ জাতিকে। এক শ বিশ বছর বয়সে নেবো পাহাড়ে মৃত্যু হয় তার। মোজেসের নেতৃত্বেই চল্লিশ

BanglaBook.org

বছরের মরুবাসের শাস্তি কাটানোর সময় ইহুদীরা ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে দৃঢ় হয়ে ওঠে, যা প্যালেস্টাইনে তাদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

বারো গোত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, এবং ইহুদীদের পূর্বপুরুষদের মাঝে অন্যতম জুডাহ–যার নামেই জুডাহ গোত্রের নামকরণ–প্যালেস্টাইনে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে এক পর্যায়ে প্যালেস্টাইনের নাম বদলে রাখা হয় জুডিয়া রাজ্য। পরবর্তীতে আব্রাহামের সকল বংশধর, বা ইহুদীকেই এই নামে অভিহিত করা হতে থাকে। জুডাহ সম্ভবত তার ভাইদের মাঝে নেতা ছিলেন, কারণ তিনিই তাদের বুঝিয়েছিলেন জোসেফকে খুন না করে মিদিয়ানিয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য। মিশরে শস্য কিনতে যাওয়ার পথে জুডাহ-ই সবার পক্ষ থেকে সব জায়গায় কথা বলেছিলেন। এমনকি নিজের সৎ ভাই বেঞ্জামিনকে দাসত্ব থেকে ছাড়ানোর জন্য তিনি নিজেকেই জোসেফের কাছে দাস হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। কেনানের এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন জুডাহ, যার গর্ভে তার তিনটি পুত্র হয়ঃ এর, ওনান এবং শেলাহ। এর এবং এনান মারা যায় কেনানে, স্বাভাবিকভাবেই। জুডাহ-এর পুত্রবধু তামার-এর গর্ভে জন্ম হয় দুই যমজ পুত্রের, ফারেজ এবং জারাহ। ফারেজের বংশ থেকেই ডেভিড, এবং পরবর্তীতে যিশুর জন্ম হয়। তবে জুডাহ-এর মিশর থাকাকালীন সময় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু জানা গেছে যে তার বাবা মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার সময় তিনি মিশরেই ছিলেন, এবং তার বংশের ভবিষ্যৎ গৌরব সম্পর্কেও সেখান থেকেই জেনেছিলেন।

ইহুদীদের এই ধর্ম, এবং মোজেসের রেখে যাওয়া রীতিনীতি এক সময় পুরো পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তৈরি করে এক সামগ্রিক ধর্ম।

"এবং সে (মেরি) একটি পুত্রের জন্ম দেবে, এবং তুমি তার নাম রাখবে জেসাস, কারণ সে মানুষকে তাদের পাপ হতে অব্যাহতি দেবে।" বাইবেল

যিশু ছিলেন বেথেলহেমে (Bethlehem) জন্মগ্রহণকারী খ্রিস্ট। বেথেলহেম হচ্ছে একটি ছোট্ট ইহুদী শহর, জেরুজালেম থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। যিশুর আগেই রাজা ডেভিডের জন্মস্থান হিসেবে এই স্থান খ্যাতি অর্জন করেছিল। যিশুর মা মেরির আবাস ছিল গ্যালিলির নাজারেথ (Nazareth of Galilee) শহর, কিন্তু তিনি নিজের স্বামী জোসেফের সাথে বেথেলহেমে চলে এসেছিলেন। এর পেছনে সম্ভবত কারণ ছিল কর এবং চাকরি সম্পর্কিত কোন কারণ, যা তাকে পূর্বপুরুষের শহরে ফিরে আসতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। বলে রাখা ভাল যে জোসেফ ডেভিডেরই বংশধর। ধারণা করা হয় যে জোসেফের মতো মেরিও জুডাহ-এর রাজপরিবারের বংশধর। যিশুর জন্ম হয় ডিসেম্বরের

BanglaBook.org

পঁচিশ তারিখে, ১ খ্রিস্টাব্দের চার বছর আগে। জন্মের অষ্টম দিনে তার খতনা করা হয়, চল্লিশতম দিনে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার জন্য বাধ্যতামূলক প্রার্থনা ও ধর্মদীক্ষার ব্যবস্থা করেন তার মা। এরই মাঝে যিশুকে দেখতে আসেন কিছু "জ্ঞানী ব্যক্তি" বা ম্যাজাই (Magians), যারা রাজোচিত উপঢৌকন এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে শিশু যিশুর কাছে এসেছিলেন। এর আগে জেরুজালেমে তারা খোঁজ নিচ্ছিলেন ইহুদীদের নতুন এক নেতার জন্মগ্রহণের ব্যাপারে। তাদের এই খোঁজখবরের কথা তৎকালীন সম্রাট হেরড দ্য গ্রেটের (Herod the Great) কানে যায়, এবং তিনি ক্ষেপে ওঠেন। সে সময় রোমানদের সুরক্ষায় তিনি জুডিয়া এবং আশপাশের অঞ্চলের উপর রাজত্ব করছিলেন তিনি। তার নির্দেশ অনুযায়ী বেথেলহেমের সকল নবজাত শিশুকে হত্যা করা হতে থাকে। জোসেফ সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং শিশুপুত্র এবং স্ত্রীকে নিয়ে রাতের বেলায় পালিয়ে মিশর চলে যান। কিছু দিন পর হেরডের মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন তারা। জোসেফ সম্ভবত তার পুত্রকে বেথেলহেমেই বড় করতে চেয়েছিলেন (ডেভিডের শহর), কিন্তু আরও একটি সাবধানবাণীর কারণে তাকে নাজারেথে চলে আসতে হয়। বারো বছর পর জোসেফ এবং মেরি যিশুকে সাথে নিয়ে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, যাতে তাকে ঐশ্বরিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করা যায়। যদিও যিশুর কাজেকর্মে প্রকাশ পেয়েছিল যে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি আগেই সচেতন হয়েছেন। তবে আরও আঠারো বছর তিনি নাজারেথে বসবাস করেন। এ সময় সম্ভবত জোসেফকে তার কাঠমিস্ত্রীর কাজে সাহায্য করতেন যিশু। বাইবেলে এর পর আর কোথাও জোসেফের উল্লেখ নেই। সম্ভবত যিশু তার ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

যিশুর বয়স যখন প্রায় ত্রিশ বছর, তখন তার আত্মীয় এবং জাকারিয়াস-এর (Zacharias) পুত্র জন সবার কাছে ঘোষণা করতে শুরু করেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন সমাগত। নিজ দেশবাসীকে নৈতিক দিক থেকে পুনর্গঠিত হওয়ার আহবান জানান তিনি, এবং বলেন যে পাপমোচনের চিহ্নস্বরূপ তার হাতে দীক্ষা (Baptism) গ্রহণ করতে। জর্ডানে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের সামনে যে ভীড় জড়ো হয়েছিল তাদের মাঝে উপস্থিত হন যিশু, এবং নিজেও দীক্ষা গ্রহণ করার আগ্রহ জানান। যদিও জন বুঝতে পেরেছিলেন যে যিশুর অলৌকিকতা তার নিজের চেয়ে অনেক বেশি, তবুও তাকে দীক্ষা দেন তিনি। তারপরেই তাকে জানানো হয় যে যিশুই হচ্ছেন মেসিয়াহ (Messiah), অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র, এবং তিনি সবার কাছে এই ঘোষণা জানিয়ে দেন। দীক্ষা গ্রহণ করার পর জনের কিছু শিষ্য যিশুর অনুগামী হয়ে পড়ে, এবং তার সাথে গ্যালিলি পর্যন্ত গমন করে। সেখান থেকে জেরুজালেমে চলে যান যিশু, এবং জনগণের সামনে

BanglaBook.org

ধর্মপ্রচার শুরু করেন। দেশের কর্তাব্যক্তিদের সামনে নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেন তিনি। তার চেষ্টায় মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে পূজারীদের সুবিধার জন্য চালুকৃত গাড়িঘোড়া সরিয়ে দেয়া হয়। এই পর্যায়ে সানহেড্রিমের (Sanhedrim) এক সদস্য, নিকোডেমাস (Nicodemus) গোপনে যিশুর শিষ্য হয়ে যান। বেশ কয়েক মাস ধরে জুডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে যান যিশু। তার ধর্মপ্রচারের সাথে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের কাজের মিল ছিল, এবং মনে হতে থাকে যে তারা উভয়ে মিলে পুরো জাতির ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে চাইছেন। কিন্তু যখন যিশু এবং জনের শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়, তখন জন গ্যালিলিতে চলে আসেন।

যিশু

গ্যালিলির শাসনকর্তা হেরড অ্যান্টিপাস (Herod Antipas) যখন জন দ্য ব্যাপ্টিস্টকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, তখন যিশু জেরুজালেমের শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দ্বিতীয় এবং শেষ চেষ্টায় মনোযোগী হলেন। প্রধান উপাসনালয়ের ভোজে সকলের সামনে হাজির হলেন তিনি, এবং তার কথা ও

BanglaBook.org

কিছু অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সবার মনোযোগ কাড়তে পারলেন। এরপর থেকে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে আলাদা গুরুত্বের সাথে দেখেছে। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের শিক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি, এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নানা ধরণের বিরোধীতা, শাস্তি ও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। শাসকরা তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় দেখে ভীত হয়ে উঠতে শুরু করে। ২৯ সালের দিকে যখন তিনি জেরুজালেম থেকে বেথানিতে (Bethany) ফিরছিলেন, তখন জুডাস তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য স্যানহেড্রিমে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়, কিন্তু যথেষ্ট সাক্ষীর অভাব থাকায় তাকে জোর করে শপথ নেয়ানো হয় এবং দোষ স্বীকার করতে বলা হয়। প্রধান পুরোহিতের অনুরোধের সামনেও তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনিই মেসিয়াহ, ঈশ্বরের পুত্র এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিচারক। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পন্টিয়াস পাইলেটের (Pontius Pilate) কাছে, যে যিশুকে ক্রুশে চড়িয়ে হত্যার নির্দেশ দেয়। নিজের আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন যিশু। তার মৃতদেহকে পাইলেটের নির্দেশে আরিমাথিয়ার (Arimathea) জোসেফের হাতে তুলে দেয়া হয়। নিকোডেমাসের সাহায্যে জোসেফ দেহটিকে মশলা দিয়ে আবৃত করে এবং শহরের বাইরে একটি বাগানে সমাধি তৈরি করে সেখানে যিশুকে কবর দেয়। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সশরীরে জীবিত হয়ে ওঠেন যিশু। মারা যাওয়ার আগে তার দেহাবয়ব যেমন ছিল, তেমনভাবেই ফিরে আসেন তিনি। বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং স্থানে তাকে বিভিন্নভাবে দেখা গেছে বলে জানায় অনেক প্রত্যক্ষদর্শী। পুনরুত্থানের চল্লিশতম দিনে যিশু তার শিষ্যদের নিয়ে জেরুজালেম ছেড়ে বেথামির দিকে রওনা দেন, এবং সেখানেই তাদের কাছ থেকে শেষবারের মতো বিদায় নেন। এখানে অবশ্য আগের বারের মতো অদৃশ্য হয়ে যাননি তিনি, বরং ভাসতে ভাসতে উপরে উঠে যান, যেখানে এক টুকরো মেঘ তাকে সবার দৃষ্টির আড়াল করে ফেলে। শিষ্যরা যখন যিশুর দিকে তাকিয়ে ছিল তখন দুজন দেবদূত তাদের একটি সংবাদ জানায়–"তিনি এভাবেই আবার ফিরে আসবেন।"

যিশু খ্রিষ্টের প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান ধর্মের কয়েকটি অংশ চিহ্নিত করা যায়। সেগুলো হলো

১। ঐতিহাসিক খ্রিস্টান ধর্ম নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখিত ঘটনা এবং শিক্ষাসমূহের বিবরণ, বিশেষ করে যেখানে জীবন, কষ্ট, মৃত্যু, পুনরুত্থান ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। যিশুর আগমন এবং তার প্রকৃতি, সেই সাথে খ্রিস্টিয় গির্জার সমৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হয়েছে যেখানে, এবং এর

BanglaBook.org

শিক্ষাসমূহ কি করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

২। ধারণাভিত্তিক খ্রিস্টান ধর্ম ধর্মীয় বিভিন্ন ধারণার ভিত্তিতে তৈরি একটি অংশ, যেটি এসেছে নিউ টেস্টামেন্ট থেকে। এই ব্যবস্থাটি আলোচনা করে বিভিন্ন চার্চ, ধর্মীয় গোষ্ঠি এবং তাদের শিক্ষাগুলো নিয়ে।

৩। জীবনীভিত্তিক খ্রিস্টান ধর্ম যিশুর জীবদ্দশায় তার জীবনাচরণ, আদর্শ এবং শিক্ষা, যেগুলো তিনি তার শিষ্যদের অনুসরণ করতে বলে গেছেন।

ক্রিসেন্ট, বা অর্ধচন্দ্র

ইসলাম ধর্মের সূচনা হয়েছিল আব্রাহামের হাতে, এবং জন্ম নিয়েছিল মুহাম্মদের মাধ্যমে।

আব্রাহামের স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভে জন্ম হয়েছিল একটি মাত্র পুত্রের। ১৮৯৬ খ্রিস্টপূর্বে জন্মানো এই পুত্রের নাম রাখা হয় ইসাক। ইসাকের জন্মের চার বছর পর জন্ম নেন ইশমায়েল (Ishmayel), যিনি ছিলেন সারাহ-এর মিশরীয় পরিচারিকা হাজার–এর পুত্র। বাইবেলে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী, তাকে এবং তার মা-কে বুনো অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়। "এবং সে বড় হবে বুনো মানুষ হিসেবে, প্রতিটি মানুষের বিপক্ষে থাকবে তার হাত, এবং প্রতিটি মানুষের হাত থাকবে তার বিপক্ষে; এবং সে তার সকল ভাইয়ের উপর রাজত্ব করবে", যা বলা হয়েছে বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে। "ইশমায়েল ছিল আশীর্বাদপ্রাপ্ত", এবং তার বারোটি পুত্র হয়, যারা "নিজ নিজ জাতির রাজপুত্রে পরিণত হয়। হাভেলাহ (Havelah) থেকে শুর (Shur) পর্যন্ত ছিল তাদের বসবাস, অর্থাৎ মিশর থেকে আসিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে।" "তাদের কানে ছিল সোনার অলংকার, কারণ তারা ছিল ইশমায়েলীয়।" ১৭৭৩ খ্রিস্টপূর্বে মারা যান ইশমায়েল, "সকল ভাইয়ের উপস্থিতিতে, ১৩৭ বছর বয়সে।" আরবরা তাকে নিজেদের সঠিক পূর্বপুরুষ বলে মনে করে।

তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি নিম্নরূপঃ যখন আমাদের আদি পিতামাতাকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা হলো, তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আরব মরুভূমিতে এসে অবস্থান নিলেন। এখানে তারা স্বর্গের বাগানে নিজেদের উপাসনালয়ের অবিকল অনুকরণে এক উপাসনালয় তৈরি করলেন, যার নাম হলো কাবা (Kaaba)। দশ প্রজন্ম পর এক প্লাবন এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সাথে সাথে সেই মন্দিরও ধ্বংস হয়ে গেল। আরও দশ প্রজন্ম পর হিংসার বশবর্তী হয়ে পিতা আব্রাহামের স্ত্রী সারাহ নিজ

BanglaBook.org

পরিচারিকা হাজার এবং তার পুত্র ইশমায়েলকে নির্বাসনে পাঠালেন। মরুভূমিতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় এক দেবদূত তাদের এই স্থানের প্রতি নির্দেশ করলেন। হাজার সুপ্রসিদ্ধ জেম-জেম (Zem-Zem) কূপ থেকে তার পিপাসার্ত পুত্রকে পানি পান করালেন। এখানে সুমিষ্ট পানির সরবরাহ ছিল, যা মরুভূমিতে কোন শহর স্থাপনের পূর্বশর্ত। তাই আমালেকিয়দের একটি গোত্র এখানে এসে মক্কা শহর প্রতিষ্ঠা করল। তাদের সাহায্যে ইশমায়েল নতুন করে কাবা গড়ে তুললেন, এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল (Gabriel)। তার হাতে ছিল স্বর্গ থেকে আনা একটি সাদা পাথর, যা আজও কাবার দেয়ালে দেখা যায়। তবে পাপীদের চুম্বনের কারণে এখন তার রঙ কালো হয়ে গেছে।

বর্তমান যুগের ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পবিত্র পাথরের রক্ষক ছিলেন আবদাল্লাহ (Abdallah) নামের এক ব্যক্তি। কোরেইশ (Koreish) গোত্রের সদস্য আবদাল্লাহ দরিদ্র হলেও অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। কোরেইশ গোত্র ছিল আরবের সম্মানিত এক গোত্র, যাদের উপর ন্যস্ত ছিল কাবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। কিন্তু আবদাল্লাহ-এর পরিবার ছিল দরিদ্র। প্রথম পুত্রের জন্মের আগেই আবদাল্লাহ মারা যান। সেই পুত্রের নাম হয় মুহাম্মদ, বা প্রশংসিত। ৫৭০ সালে মক্কায় জন্ম নেন তিনি। পরবর্তী বছরগুলোতে যখন নবীর উপর অলৌকিকতা আরোপিত হতে থাকে, তখন তার জন্ম নিয়ে নানা অলৌকিক ঘটনার কিংবদন্তী তৈরি হয়, যা অন্যান্য বড় বড় ধর্মের প্রবর্তকদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। বলা হয়ে থাকে যে জন্মের সাথে সাথেই তিনি আলোর দিকে চোখ ফেরান এবং স্পষ্ট গলায় বলেন, "ঈশ্বর মহান, এবং আমি তার প্রেরিত নবী।" টাইগ্রিস নদীতে জোয়ার আসে, রাজা চোসরোসের (Chosroes) প্রাসাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, শতাব্দী ধরে প্রজ্জ্বলিত জোরোয়াস্টারের আগুন নিভে যায় আরও উজ্জ্বল এক শিখার আবির্ভাবে। আরও প্রচলিত আছে যে নবী যখন বাইরে বের হতেন তখন পশুপাখি তার সাথে কথা বলত, তাকে সম্মান জানাত। ছয় বছর বয়সে নিজের মা আমেনাকে (Amena) হারান তিনি। কয়েক বছর পর চাচা আবু তালেব (Abu Taleb) তাকে দত্তক নেন এবং নিজের সাথে করে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে এক আরব সন্ন্যাসীর সাথে তার দেখা হয়, যিনি আবু তালেবকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের ভবিষ্যতের কথা বলেন। সেই সাথে আরও বলেন যেন এই বালককে যথাযথভাবে দেখাশোনা করা হয়। এরপর থেকে প্রায় বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মুহাম্মদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বিশ বছর বয়সে তিনি বেনি কিনানাহ (Beni Kinanah) গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার উপকণ্ঠে তৃণভূমিতে মেষ চরানোর দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় তাকে। এই সময়েই

BanglaBook.org

এক ধনী বিধবার কাছে চাকরি নেন তিনি, যিনি ছিলেন মুহাম্মদের চাইতে প্রায় পনেরো বছরের বড়। খাদিজাহ (Kadijah) নামের এই বিধবা তাকে নিজ ব্যবসা কাফেলা দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন, যা মুহাম্মদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। দামেস্ক থেকে দারুণ লাভবান হয়ে ফিরে আসার পর বিধবা খুশি হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, যাতে যুবক মুহাম্মদ রাজি হন। এই বিয়ের ফলাফল ছিল অনেক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিয়ের সাথে সাথেই মুহাম্মদ কোরেইশ গোত্রের অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে চলে আসেন। এখন তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ধর্মীয় ধ্যান ও প্রার্থনায় সময় কাটাতে থাকেন। এই সময়ে (৫৯৫ সাল) আরবদের ধর্ম ছিল সাবাইজম (Sabaism), বা এক ধরনের পৌত্তলিক ধর্ম ব্যবস্থা, যেখানে সূর্য, চাঁদ এবং তারারও পুজা করা হতো। শুধু আরব নয়, বরং চালডিয়া, সিরিয়া এবং ইথিওপিয়াতেও এই ধর্ম চালু ছিল। আরবদের প্রাক্তন একেশ্বরবাদী ধর্ম এই পৌত্তলিকতার মুখে পড়ে প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল, এবং নানা বিভ্রান্তিতে ভরে উঠেছিল তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা। মুহাম্মদের চারপাশে ছিল ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মের লোকজন; সেই সাথে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার সুবাদে তিনি অনেক মানুষের সাথেই ধর্মীয় আলাপ করার সুযোগ পেতেন। এটি সুনিশ্চিত যে ইহুদী, খ্রিস্টান বা পৌত্তলিকতা–কোন ধর্মই তাকে সুনিশ্চিত করতে পারেনি, যেগুলো সেই সময়ের আরবে জনপ্রিয় ধর্ম ছিল। দুর্দশা এবং অমরত্বের কল্পিত দৃশ্য, সেই সাথে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় নৈতিকতার চূড়ান্ত অধঃপতন তার মনে অত্যন্ত জোরালো প্রভাব ফেলে, এবং এর প্রতিকার খুঁজে বের করতে তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

চল্লিশ বছর বয়সে নতুন এক সত্যের সন্ধান পান মুহাম্মদ। দ্রুত নিজ স্ত্রীর কাছে ফিরে যান তিনি, এবং সব ঘটনা খুলে বলেন। এই সময় তার পুরো শরীর কাঁপতে থাকে। মানসিকভাবে দারুণ ভয় পেয়ে যান তিনি, দ্বিধা ও আতঙ্ক জড়িয়ে ধরে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কাটিয়ে উঠতে পারেন তিনি। নিজ জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়া পৌত্তলিকতাকে মুছে ফেলে সেখানে এক ঈশ্বরের উপাসনা চালু করার দায়িত্ব পেয়েছেন বলে উপলব্ধি করেন মুহাম্মদ, এবং বুঝতে পারেন যে এই ধর্ম তাকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতামত অনুযায়ী মুহাম্মদ ছিলেন দয়া এবং বিনয়ী স্বভাবের জন্য বিখ্যাত। তার সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণের কারণে মানুষ তার উপাধি দিয়েছিল আল-আমিন, অর্থাৎ বিশ্বাসী। তবে ধর্মপ্রচারে তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতি পদে তাকে লাঞ্চনা দেয়া হয়, শত্রুরা তাকে খুন করতে চেষ্টা করে, তার বিশ্বাসী স্ত্রী খাদিজাহ মারা যান। এক পর্যায়ে তাকে পাথর নিক্ষেপে আহত করে মরার জন্য রাস্তার পাশে

BanglaBook.org

ফেলে যাওয়া হয়। এই পর্যায়ে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য পান তিনি। পার্শ্ববর্তী শহর মদিনার বাসিন্দা দুই গোত্র ছিল মক্কার বিরোধী। তারা মুহাম্মদ এবং তার নতুন ধর্মের অনুসারীদের আশ্রয় দেয়। রাতের অন্ধকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জন্মস্থান মক্কা ছেড়ে মদিনায় পালিয়ে যান মুহাম্মদ, এবং ইসলামে নতুন এক দিনপঞ্জীর সূচনা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া এই ব্যবস্থার নাম হয় হেজিরা (Hegira)। তার পলায়নের কথা জানাজানি হয়ে গেলে শত্রুরা তার পিছু ধাওয়া করে। তিন দিন এবং তিন রাত একটি গুহায় লুকিয়ে থাকেন মুহাম্মদ। কিংবদন্তীতে বলা হয়, গুহার মুখে একটি মাকড়সা জাল বোনে, এবং কিছু পায়রা ডিম পাড়ে, ফলে শত্রুরা ধরে নেয় যে ভেতরে কেউ প্রবেশ করেনি। এরপর থেকেই পায়রাকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। মদিনায় পৌঁছানোর পর নিজের অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করেন মুহাম্মদ। সেই সময় থেকেই তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। যে ব্যক্তি ছিলেন "ঘোমটা ঢাকা কুমারীর মতো লাজুক", তিনিই এখন যুদ্ধবাজ হয়ে ওঠেন। অনুসারীদের ছোট্ট সেনাবাহিনী নিয়ে পুরো আরব জয় করেন তিনি, এবং সাত বছরেরও কম সময়ে তার তলোয়ারের নিচে প্রতিটি শহর পরাজয় স্বীকার করে। এমনকি মক্কাও তার হাতে চলে আসে। কাবা থেকে সকল মুর্তি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন তিনি, এবং একে কেবলমাত্র আল্লাহ-র উপাসনার জন্য উৎসর্গ করেন। দেশের সবাই তাকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত এবং নিজেদের নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়।

তার রেখে যাওয়া সবচেয়ে বড় উপহার হলো কোরান, যাকে বলা যায় মুসলিমদের বাইবেল। তার অনুসারীরা এতে লিপিবদ্ধ করেছেন মুহাম্মদের মাধ্যমে আসা ঐশ্বরিক বাণী, যেগুলো প্রাথমিকভাবে গাছের পাতা, সাদা পাথর, চামড়া, এবং ভেড়া ও উটের হাড়ে লেখা হয়েছিল।

মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম, ইসলামে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এক ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা, এবং এটি সেই সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মকে বিলুপ্ত করেছিল। ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মের সাথে একেশ্বরবাদের দিক দিয়ে ইসলামের মিল রয়েছে। মুহাম্মদের মতবাদের মূল সুর হচ্ছে "আল্লাহ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই।" আল্লাহই এই বিশ্ব এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এবং পৃথিবীতে মানুষের কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে মৃত্যুর পর তাদের পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। তবে এই ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ঈশ্বর এবং মানুষের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে কঠোরতার আবরণে। আল্লাহ-র সর্বময় ক্ষমতার সামনে মানুষের ইচ্ছা একান্তই তুচ্ছ। কোরানে আরও বলা হয়েছে বহুবিবাহের কথা, যা সকল মুসলিম দেশেই বিদ্যমান, যদিও শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে এর অনেক খারাপ প্রভাব রয়েছে।

BanglaBook.org

মুহাম্মদ মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়ার দশ বছর পর, ৬৩২ সালে বাষট্টি বছর বয়সে আবার মেদিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন তিনি, এবং এবার তার সাথে ছিল চল্লিশ হাজার অনুসারী। মক্কার এক পাহাড়ের উপর, প্রাচীন মোজেসের মতোই নিজ অনুসারীদের উদ্দেশ্যে শেষ বক্তৃতা রাখেন তিনি। তার বক্তৃতায় বলা হয় দুর্বল, দরিদ্র ও নারীদের রক্ষা করার কথা, এবং ধর্মকে সঠিকভাবে পালন করার কথা। এরপর কিছু দিন অসুস্থ থাকেন তিনি, কারণ এক নারী তাকে বিষ দিয়েছিল। খাদিজাহ-র মৃত্যুর পর বেশ কিছু বিবাহ করেছিলেন তিনি, এবং সেই স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশার কোলে মাথা রেখেই তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার সময় তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আয়েশা শুনতে পান, "না... সঙ্গীরা সবাই ওখানে... স্বর্গে।" স্বামীর হাত ধরে প্রার্থনা করতে থাকেন তিনি। এক সময় তার হাতে ঠাণ্ডা হয়ে আসে মুহাম্মদের হাত। মারা যান মুহাম্মদ। দশ স্ত্রী রেখে যান তিনি (সব মিলিয়ে চৌদ্দটি বিবাহ করেছিলেন মুহাম্মদ), তবে সন্তানদের মধ্যে ছিল কেবল এক কন্যা, ফাতিমা–খাদিজাহ-এর কন্যা। প্রথম স্ত্রী খাদিজাহ যত দিন বেঁচে ছিলেন, মুহাম্মদ আর কোন বিয়ে করেননি, যদিও সেই সময়ে আরবে বহুবিবাহের প্রথা পুরোদমে প্রচলিত ছিল। মদিনার মসজিদে তাকে কবর দেয়া হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সেখানে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়।

ইসলাম হচ্ছে মুহাম্মদের রেখে যাওয়া ধর্মের নাম। এই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের পরিচয় দেয় মুসলিম বলে। তাদের আরও বলা হয় সারাসেন, বা মুসলমান (Saracens or Mussulmans)।

BanglaBook.org

সংঘর্ষ

খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করেছে পারস্পরিক ঘৃণা। অতীতে মুসলিমদের হাতে ক্রুশের অনুসারীদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে, এবং এর উল্টোটাও মিথ্যে নয়। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক মিশনারিরা আরব, আবিসিনিয়া, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকায় যত দূর সফল হয়েছিল, তার সব কিছুই মুছে গিয়েছে নবীর অনুসারীদের কারণে। অষ্টম শতাব্দীতে আফ্রিকার মাঝ দিয়ে পশ্চিমে, ইউরোপ অভিমুখে মুসলিমরা যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল, খ্রিস্টানরা তার জবাব দিয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে, পুবে, ইউরোপের মাঝ দিয়ে এশিয়ার দিকে যাত্রা করে। আর এভাবেই সংঘর্ষ হয়েছিল গডফ্রে'র (Godfrey) সাথে তারিকের (Taric)।

তবে এই সংঘর্ষের আগে অবশ্য প্যালেস্টাইন ছিল ধার্মিক তীর্থযাত্রীদের জন্য মক্কাস্বরূপ, যারা খ্রিস্টধর্মের সকল অংশ থেকে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসত তাদের প্রভুর জন্মস্থান পরিদর্শনে। পরবর্তীতে এই প্যালেস্টাইন থেকেই সংঘর্ষের সূচনা হয়। খ্রিস্টানরা এখানে আসত তাদের ধর্মে বর্ণিত নানা পবিত্র স্থান দর্শন করতে, সেই সাথে নিজেদের পাপ মোচন করার উদ্দেশ্যে। এসমস্ত উদ্যোগে নতুন উদ্দম যোগ হয় কনস্টানটিনের (Constantine) মা হেলেনার (Helena) প্যালেস্টাইন আগমনে। ৩২৫ সালে পবিত্র এই শহরে তীর্থে আসেন তিনি, এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের তীব্রতার কারণে নিজের বিপুল সম্পদ ব্যয় করেন শহরের বিভিন্ন পবিত্র ও বিখ্যাত স্থানে উপাসনালয়, গীর্জা ও বেদী স্থাপন করার কাজে। যিশুর জন্মস্থান বেথেলহেমের নেটিভিটি গির্জা (Church of Nativity), জেরুজালেমে যিশুর সমাধিস্থলের স্থানে চার্চ অফ হোলি সেপালচার (Church of Holy Sepulchre) নির্মাণ করেন তিনি, সেই সাথে স্থাপন করেন চার্চ অফ রিসারেকশনের (Church of Resurrection) ভিত্তিপ্রস্তর। হেলেনার এই বিশাল নির্মাণযজ্ঞের ফলে তীর্থযাত্রীদের মাঝে নতুন এক ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এর পর থেকেই হাজারে হাজারে মানুষ সেখানে ভীড় জমাতে থাকে। কৃষক বা রাজপুরুষ, ভিখারী বা রাজপুত্র, ধার্মিক বা ভাড়াটে সৈন্য–সব শ্রেণীর মানুষই আসতে থাকে "মহান প্রভুর শহর" পরিদর্শনে।

কিন্তু এহেন ঘটনাপ্রবাহের মাঝেই ৬৩৭ সালে জেরুজালেমের দখল চলে যায় বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি ওমরের (Omar) দখলে। রোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে নিজ বাহিনীর মাধ্যমে এই শহরকে ছিনিয়ে নেন ওমার। সলোমনের মন্দিরের জায়গায় নিজ নামে একটি মসজিদ স্থাপন করেন তিনি, এবং মন্দিরের নিরাপত্তা প্রাচীর পুনর্নিমাণ করেন। এটি ছিল তার পক্ষ থেকে রাজা সলোমনের প্রতি একটি সম্মানসূচক আচরণ, কারণ সলোমনও মুহাম্মদের মতো "এক ঈশ্বরে" বিশ্বাস করতেন। ওমারের সহনশীল আচরণের কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খ্রিস্টানদের কোন রূপ বাধা বা শত্রুতা ছাড়াই নিজেদের তীর্থ পালনের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ১০৭৩ সালে প্যালেস্টাইন চলে যায় সেলজুক তুর্কীদের (Seljook Turks) হাতে, যারা খোরাসান (Khorassan) এবং পারস্যের অন্যান্য প্রদেশ হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে এগিয়ে আসে। রাজ্যবিজেতা না বলে তাদের বিপ্লবী বলাই সঙ্গত, কারণ এর আগেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আরবের ফাতিমিত (Fatimite) শাসনকর্তাদের মিশরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। সুলতান মালেক শাহ (Sultan Malek Shah) এবং তার শাসনকর্তাদের হাতে পড়ে পবিত্র শহর প্যালেস্টাইন, এবং এর সর্বত্র চলতে থাকে খ্রিস্টান ও আরব–উভয়ের বিরুদ্ধে লুটতরাজ ও খুনোখুনির দৌরাত্ম। জেরুজালেমে যাওয়ার পথগুলোতে বেড়ে যায় আইনের বিপক্ষের

BanglaBook.org

লোকদের সংখ্যা, ফলে তীর্থযাত্রীদের জন্য পথগুলো বিপদসংকুল হয়ে ওঠে। তাদের কাছ থেকে সকল সম্পদ কেড়ে নেয়া হতে থাকে, পুরুষদের জোর করে দাস বানানো হয়, নারীদের অপমান করা হয়, শিশুদের চুরি করে নেয়া হয় বা মেরে ফেলা হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে যদিও কিছু কিছু লোক এই ঘটনাগুলোকে ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে ইতিবাচক চোখে দেখতে থাকে, কিন্তু বেশিরভাগই শোক ও প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পবিত্র শহর থেকে ফিরে আসা তীর্থযাত্রীদের মুখে বিধর্মীদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনে তাদের ক্রোধ আরও বাড়তে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে যখন সবাই তীর্থযাত্রীদের দুর্দশা ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কারণে মর্মাহত হয়ে উঠেছে, তখন ফ্রান্সের অ্যামিয়েনসের (Amiens) বাসিন্দা এক সন্ন্যাসী প্যালেস্টাইনে যান, যার নাম ছিল পিটার দ্য হার্মিট (Peter the Hermit)। সেখানে তুর্কীদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ সচক্ষে দেখেন তিনি, এবং সব কিছু পোপ দ্বিতীয় আরবানকে (Pope Urban II) জানান। পোপের উৎসাহে প্যালেস্টাইন থেকে ফিরে এসে ইটালি ও ফ্রান্সে প্রথম ক্রুসেডের কথা প্রচার করতে শুরু করেন পিটার। প্যারিস ও ইটালিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন পিটার, এবং ফ্ল্যান্ডার্সের (Flanders) সেনাবাহিনীতেও চাকরি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সৈনিক জীবন ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করেন, এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হয়ে যান। কেবলমাত্র নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিকে সম্বল করে এই সাধারণ সন্ন্যাসী গাধার পিঠে চড়ে, সাধারণ পোশাক পরে, এবং হাতে ক্রুশ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে নিষ্পাপ তীর্থযাত্রীদের উপর চলমান অত্যাচারের বিবরণ দিতেন। জেরুজালেমের পথঘাটে বয়ে চলা রক্তের বন্যার কথা তুলে ধরতেন তিনি, এবং তার দক্ষ বিবরণের ফলে খুব দ্রুতই শ্রোতাদের মাঝে ধর্মীয় দায়বদ্ধতা, সাহস এবং সদিচ্ছা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন। এই জ্বালাময়ী বক্তৃতার ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলেন বিধর্মীদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা, ও পবিত্র সমাধিকে তাদের অপবিত্র হাত থেকে রক্ষা করার বাসনা। তার এই অনলবর্ষী বাক্যবাণে খুব দ্রুতই পুরো খ্রিস্টান পৃথিবী জুড়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। ১০৯৫ সালে ক্লেরমন্টের সম্মেলনে পোপ দ্বিতীয় আরবান প্রথম ক্রুসেডের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করেন।

ক্রুসেড শুরু হয়। জেরুজালেমের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী তখন দারুণ নির্যাতিত ছিল। পিটার তার সাথে প্রায় চল্লিশ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুদের সাথে নিয়ে জেরুজালেম থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেন। বুনো বুলগেরীয়রা তাদের উপর হামলা চালায় এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষকে হত্যা

BanglaBook.org

করে। বাকিরা নানা রকম দুর্দশার মধ্য দিয়ে কোন মতে কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) এসে পৌঁছায়, যেখানে সম্রাট আলেক্সিয়াস (Emperor Alexius) তাদের আশ্রয় দেন। এবার দুই পক্ষ একত্রিত হয় এবং বসফরাস পার হয়ে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে, যেখানে তুর্কীরা তাদের মুখোমুখি হয়। সেখানে খ্রিস্টানরা পুনরায় বিপুল ক্ষতির শিকার হয়, তাদের সেনাপতি ওয়াল্টার দ্য পেনিলেস (Walter the Penniless) মারা পড়ে এবং বাকিরা কোন মতে কনস্টান্টিনোপল ফিরে আসে। এবার হামলা চালাতে এগিয়ে আসে জার্মানি। গোডেশাল (Godeschal) নামের এক সন্ন্যাসীর মনে পিটার ও ওয়াল্টারের খ্যাতি দেখে হিংসা জেগে উঠেছিল, তাই সে নিজ দেশেও পবিত্র যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচার চালাতে থাকে। তার পতাকার নিচে জড়ো হয় প্রায় পনেরো হাজার গ্রামবাসী ও কৃষক। তারাও একই পথে এগিয়ে যায়, এবং বেলগ্রেডের প্রাচীরের সামনে হাঙ্গেরীয়দের হাতে প্রায় সমূলে নিহত হয়।

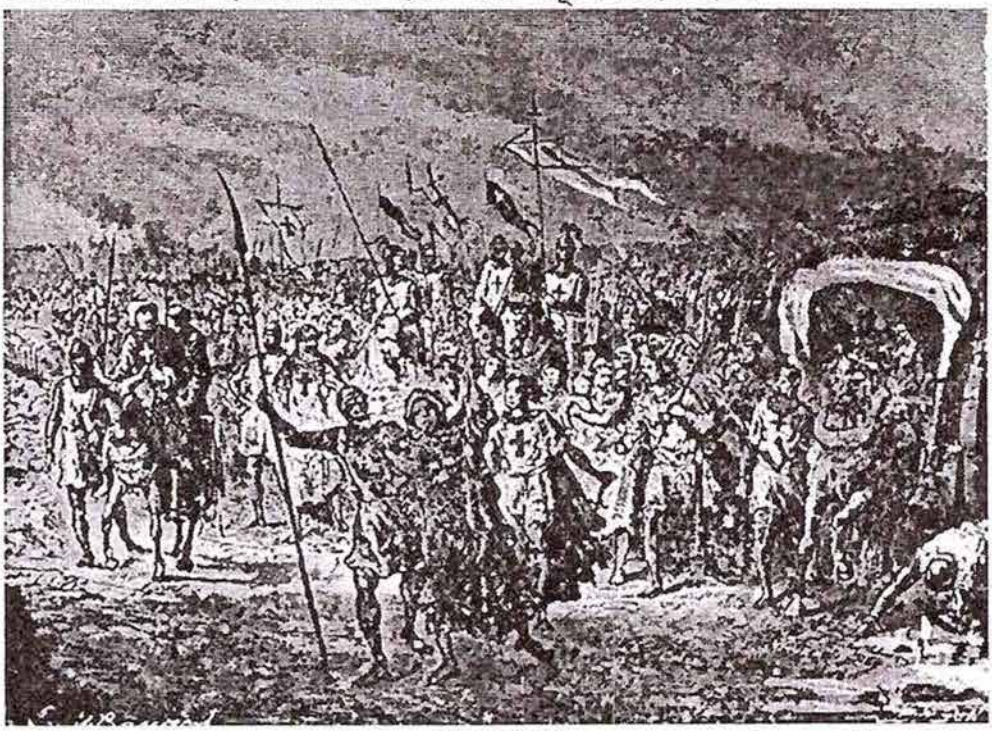

প্রথম ক্রুসেড

অন্য দিকে, খ্রিস্টানদের শেষ ভরসা ছিল যে সেনাবাহিনী তা জড়ো হয় জার্মানির পুব অংশে। এর আগে পৃথিবীর কোথাও এমন ঘৃণ্য জনসমাবেশ হতে দেখা গেছে কি না সন্দেহ। ফ্রান্স থেকে এসেছিল যত চোরের দল, রাইন অঞ্চল থেকে যত বাটপার-বদমাশ, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে এল অপরাধীরা। সোজা কথায়, সমস্ত পশ্চিমা বিশ্বের যত চোর, তস্কর, খুনী ছিল, সবাই এখানে জড়ো হলো। সব মিলিয়ে এই ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় দুই লাখে। তাদের সাথে আরও যোগ দেয় কিছু নির্বোধ অভিজাত এবং তাদের

BanglaBook.org

দলবল। কিন্তু যখন নেতা নির্বাচনের সময় আসে তখন বেছে নেয়া হয় একটি ছাগল ও একটি রাজহাঁসকে। এই প্রাণীগুলোকে আসলে বেছে নেয়া হয়েছিল স্বর্গীয় ইশারার প্রতীক হিসেবে, যাদের মাধ্যমে এশিয়ার বিধর্মী তুর্কীদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানরা জয়লাভ করতে পারবে। শুরুটা যেমন ঘৃণ্য হয়েছিল, তেমনি এর সমাপ্তিও একই রকম বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই দলটি রাইন ও মোসেল (Rhine and Moselle) শহরের ইহুদী বসতিগুলোর উপর হামলা চালাতে শুরু করে, কারণ তাদের চোখ ইহুদীরাও ছিল খ্রিস্টানদের শত্রু। তাদের উপর লুটপাট ও নিপীড়ন চালায় তারা, এবং খ্রিষ্টের শত্রু বলে চিহ্নিত করে তাদের। যাদের ডাকে ক্রুসেড শুরু হয়েছিল সেই রোমীয় চার্চের কাছ থেকে প্রতিবাদ আসলেও তারা কর্ণপাত না করে হাজার হাজার ইহুদীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এখানে লুটপাট শেষ হতে তারা রাইন ছেড়ে যাত্রা করে দানিউবের উদ্দেশ্যে। পথের সর্বত্র বর্বরোচিত হত্যা, ধর্ষণ এবং বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত উদাহারণ রেখে যায় তারা। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের শাস্তির সময় ঘনিয়ে আসে। দানিউবের তীরে হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনী তাদের মুখোমুখি হয়, এবং আক্রমণকারীদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়। বিপুল খ্রিস্টান বাহিনীকে নদীর অপর তীরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। দানিউবের পানি লাল হয়ে ওঠে ডাকাতদের রক্তে। হাঙ্গেরীয় বাহিনী এবং দানিউবের খরস্রোতা পানির হাত থেকে খুব কমই শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচতে পারে। এভাবেই পিটার দ্য হারমিটের ডাকে যে বাহিনী তৈরি হয়েছিল তাদের শেষ আক্রমণও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের সাহায্যে আর কেউ এগিয়ে আসার আগেই মারা পড়ে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। এ পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান সৈন্যই নিস-এর (Nice) সমভূমি থেকে সামনে এগোতে পারেনি। ওয়াল্টার দ্য পেনিলেস মৃত। পিটার দ্য হারমিটের খ্যাতিও ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে, কিন্তু ইউরোপে তখনও বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া বিরাজ করছে। সাধারণ সন্ন্যাসী এবং কৃষক, রাজহাস এবং ছাগল যে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি তাকে পদানত করার দায়িত্ব এবার এসে পড়ে নিয়মিত ইউরোপিয় সেনাবাহিনীর উপর।

অন্য দিকে পশ্চিমের বিভিন্ন রাজপুরুষরা যারা ক্লেরমন্ট সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, এবং ক্রুশের জন্য লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তারা এবার পবিত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ইউরোপের সকল শক্তি নিয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী, যাতে ছিল ছয়টি বিশাল ডিভিশন; কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে তারা নিজেদের বাহিনীকে সংগঠিত করে এবং পবিত্র শহরের দিকে এগিয়ে যায়। এই ক্রুসেডার বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় গডফ্রে অফ বুইলনের (Godfrey of Bouillon) এর নাম, যিনি ছিলেন লরেনের ডিউক। ধার্মিকতা, শিক্ষা এবং সাহসে তিনি ছিলেন সমসাময়িক অন্য যে কোন রাজপুরুষের চাইতে এগিয়ে। সন্ন্যাসী হওয়ার

BanglaBook.org

আগে গডফ্রের পিতার বাড়িতেই ছিলেন পিটার দ্য হারমিট। প্রথম জীবনেই বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন গডফ্রে। তার ক্রুসেডার হওয়ার পেছনেও ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। নিজের সকল সম্পদ এবং বাড়িঘর বিক্রি বা বন্ধক রাখেন তিনি, এবং সেই টাকা দিয়ে নব্বই হাজার সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী গঠন করেন। তারপর সেই বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান, তার সাথে যোগ দেয় জার্মানি ও উত্তর ফ্রান্স।

তুলুসের কাউন্ট রেমন্ড (Raymond, Count of Toulouse) ছিলেন এই বাহিনীর অন্যতম এক নেতা। এর আগে স্পেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। সেই সময়ের সবচেয়ে সাহসী সেনানায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি, এবং বলতেন যে যৌবনে যেমন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইউরোপে লড়াই করেছেন, তেমনি বৃদ্ধ বয়সেও এশিয়াতে তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবেন। তার বৃদ্ধ বয়সের প্রজ্ঞা তাকে দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আগত সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে সাহায্য করেছিল।

BanglaBook.org

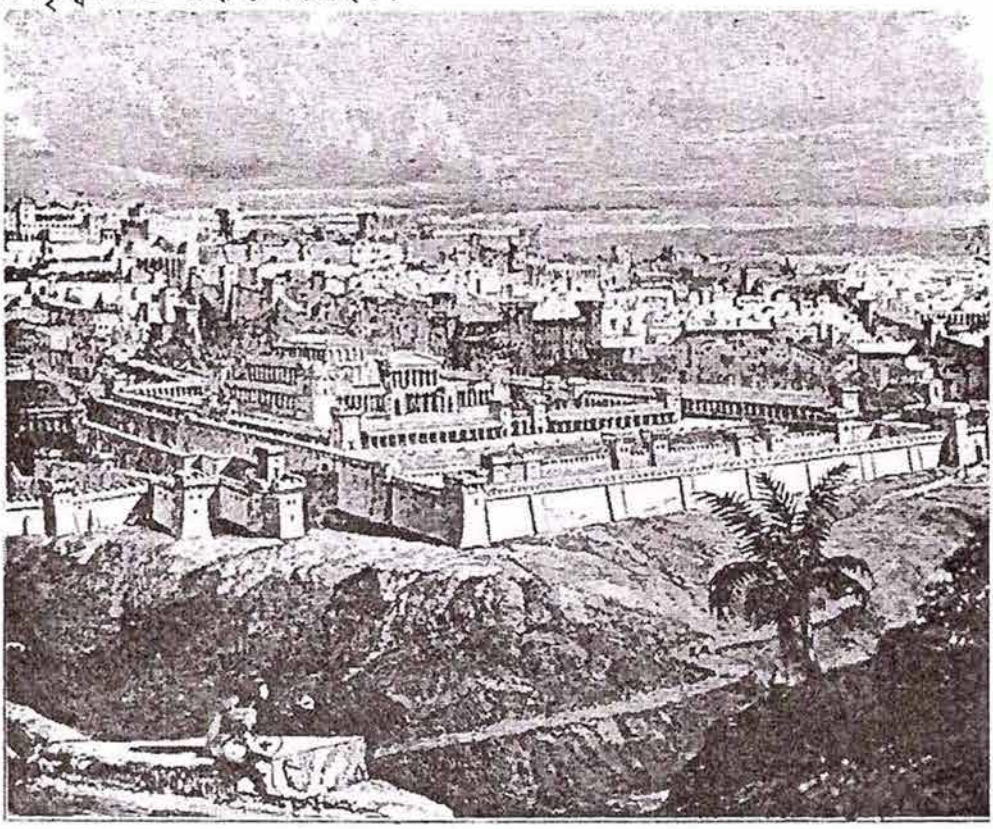

জেরুজালেম

ইটালিয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইটালির ট্যারেন্টাম (Tarentum) থেকে আগত প্রিন্স বোহেমন্ড (Prince Bohemond), যিনি ছিলেন তার বাহিনীর সবচেয়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। সাহস এবং গর্বে পূর্ণ ছিল তার হৃদয়। যখন কথা

বলতেন তখন মনে হতো বক্তৃতা দেয়াই তার একমাত্র কাজ, যখন যুদ্ধে করতেন তখন মনে হতো তলোয়ার আর কুঠার চালনা ছাড়া জীবনে আর কিছু করেননি তিনি। যিশুর সমাধিকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডে যোগ দেননি তিনি, বরং তার ইচ্ছা ছিল জেরুজালেমে পৌঁছানোর আগেই একটি রাজ্য দখল করা। অ্যান্টিওকের (Antioch) পতনের পর তার এই ইচ্ছা পূরণ হয়, অ্যান্টিওকের প্রথম প্রিন্স নির্বাচিত হন তিনি।

ফরাসী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ভার্মানডয়ের কাউন্ট হিউ দ্য গ্রেট (Count of Vermandois, Hugh the Great)। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের ভাই ছিলেন তিনি। দরবারে তার আলাদা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি, কিন্তু খুব সহজেই চাটুকারিতায় বিশ্বাস করতেন, এবং ধৈর্যেরও অভাব ছিল তার মধ্যে।

নর্মান্ডির ডিউক রবার্ট (Robert, Duke of Normandy) ছিলেন নর্মান সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদে। উইলিয়াম দ্য কনকোয়েররের (William the Conqueror) পুত্র ছিলেন তিনি। তার মাঝে কিছু গুণাবলি থাকলেও দোষের পরিমাণই ছিল বেশি। বিলাসিতা, দুর্বলতা এবং অস্থির স্বভাবের কারণে নিজের লোকরাও তাকে পছন্দ করত না, এবং শেষ পর্যন্ত দারুণ দারিদ্র্যে পতিত হয়েছিলেন তিনি।

ফ্ল্যান্ডার্সের কাউন্ট রবার্ট (Robert, Count of Flanders) ছিলেন ফ্রিসন এবং ফ্লেমিং (The Frisons and the Flemings), অর্থাৎ ডাচ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। এক সাহসী অভিযানের মাধ্যমে নিজের জন্য দক্ষ নাইট খেতাব অর্জন করেন তিনি, সেই সাথে তার উপাধি হয় খ্রিস্টানদের তলোয়ার ও বর্শা।

এই সকল সেনাপতিই তাদের নিজ নিজ বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিখ্যাত ছিলেন ট্যানক্রেড (Tancred), যার নিবাস ছিল সিসিলি দ্বীপে। তিনি ছিলেন প্রিন্স বোহেমন্ডের ভাই, এবং এই ভ্রাতৃত্বের কারণেই তিনি এশিয়ায় এসেছিলেন। যুদ্ধের সকল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না, এবং তিনি শুধু ধর্ম ও সম্মানের জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। এই দুইয়ের জন্য যে কোন সময় প্রাণ দিতেও তার আপত্তি ছিল না। টাইবেরিয়াসের (Tiberius) প্রিন্স নিযুক্ত করা হয় তাকে, এবং ১১১২ সালে অ্যান্টিওকে মারা যান তিনি।

পশ্চিমা শক্তির বিভিন্ন অংশ থেকে জড়ো হওয়া এই বাহিনীতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ সৈন্য সমবেত হয়। এদের মধ্যে এক লাখ ছিল অশ্বারোহী নাইট, এবং বাকিরা ছিল পদাতিক সৈন্য। সব ধরনের মানুষই ছিল তাদের মধ্যে। যোদ্ধাদের পাশাপাশি তাদের সাথে ছিল পাদ্রী, পরিচারিকা এবং

BanglaBook.org

অন্যান্য কর্মচারী। সবার সামনে ছিলেন সাদা চুলের বয়োজ্যেষ্ঠ রেমন্ড, গডফ্রে এবং গাধার পিঠে উপবিষ্ট পিটার দ্য হারমিট। এই বিপুল সেনাবাহিনী দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলে, এবং নিস, অ্যান্টিওক ও অন্যান্য বেশ কিছু শহর দখল করে। বিভিন্ন সংঘর্ষ ও রসদের অভাবে তাদের সংখ্যা যদিও পথে অনেক কমে এসেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, জেরুজালেমে এসে পৌঁছায় তারা। সেটি ছিল ১০৯৯ সাল। পাঁচ সপ্তাহ ধরে অবরোধ করার পর অবশেষে জুলাইয়ের ১৫ তারিখে তারা শহর দখল করে নেয়। এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য বারবার হামলা চালানো হয় শহর প্রাচীরের উপর, যদিও প্রতিবারই ব্যর্থ হতে হয় তাদের। বিপুল সেনাবাহিনী থেকে মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য তখন বাকি ছিল। যখন তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে যাবে, সেইই সময়ই অলিভেট পর্বতের (Mount Olivet) উপর গডফ্রে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পান, যে হাতে একটি পতাকা নিয়ে নাড়াচ্ছিল। তাকে দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, "দেখো! সেইন্ট জর্জ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, এবং আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র শহরে প্রবেশ করার।" তার এই কথায় জাদুর মতো কাজ হয়। নতুন করে উৎসাহ পায় সেনাবাহিনী, এবং অপ্রতিরোধ্য এক আক্রমণে শহরের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। জেরুজালেমের পতন ঘটে। ইতিহাস বলে, খ্রিস্টানরা জেরুজালেমে ঢুকেছিল এক শুক্রবারে, ঠিক দুপুর তিনটে বাজে, যেটি যিশুর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সময় বলে স্বীকৃত। বিজয়ীরা সবচেয়ে বেশি অভিনন্দন জানাতে থাকে পিটার দ্য হারমিটকে। উলের পোশাক পরিহিত, গাধার পিঠে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরে তাকে রক্ষাকর্তা ও স্বাধীনতার বাহক বলে ঘোষণা করে সবাই, এবং তার প্রশংসা করতে থাকে। গডফে অফ বুইলনও তাদের কাছ থেকে বিপুল প্রশংসা ও সম্মান পান। শহর দখল করার আট দিন পর, ২৩ জুলাই তারিখে তাকে জেরুজালেমের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। গডফ্রে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেও নিজেকে রাজা হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন যে যেই শহরে যিশু কাঁটার মুকুট পরিধান করেছিলেন, সেই একই শহরে তার পক্ষে কিছুতেই সোনার মুকুট পরা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে তাকে "প্রথম ব্যারন এবং পবিত্র সমাধির রক্ষাকর্তা" উপাধি দেয়া হবে। তবে তার সার্বভৌমত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি, এবং সবাই তাকে সাদরে নিজেদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর কিছু দিন পরেই বেশিরভাগ রাজপুরুষ ও নেতৃবৃন্দ ইউরোপে ফিরে আসেন। পিটার দ্য হারমিটও পবিত্র শহর ছেড়ে জাহাজে করে বাড়ির পথে রওনা দেন।

BanglaBook.org

মাঝসাগরে তার জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে। ভীত সন্ন্যাসী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে এই ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে পারলে যিশুর সমাধির সম্মানে তিনি একটি অ্যাবি (Abbey) বা মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। ঝড় কেটে যায়। ফ্রান্সের মেস (Maes) নদীর তীরে একটি মঠ নির্মাণ করার মাধ্যমে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন পিটার। জীবনের বাকি দিনগুলো নিজ ধর্মের নিয়মানুযায়ী এখানেই ধর্মীয় কাজে অতিবাহিত করেন তিনি।

জেরুজালেম দখল করার প্রায় এক বছর পর গডফ্রে যখন এক অভিযান থেকে ফিরছিলেন, পথিমধ্যে সিজারিয়ার এমির তার সাথে দেখা করতে আসে এবং তাকে প্যালেস্টাইনের কিছু ফল খেতে দেয়। গডফ্রে ফলগুলো গ্রহণ করেন এবং একটি আপেল খান। খাবারে বিষ দেয়া ছিল, এবং সাথে সাথেই গডফ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক কষ্টে জাফা (Jaffa) পৌঁছান তিনি, এবং সেখান থেকে তাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১১০০ সালের ১৮ জুলাই তারিখে তিনি মারা যান। তার মৃতদেহকে যিশুর সমাধির কাছে, ক্যালভারির (Calvary) প্রাচীরের মাঝে কবরস্থ করা হয়। সব দিক দিয়েই নিজ সময়ের সকল সেনানায়ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন গডফ্রে। যত দিন মানুষ ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের কথা মনে রাখবে, তত দিন তার নামও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হবে। গডফ্রের পর শাসনভার পান তার ভাই বল্ডউইন (Baldwin), যিনি প্রথম বল্ডউইন নাম গ্রহণ করেন। ১১১৮ সালে তিনি মারা যান, এবং তারপর ক্ষমতায় আসেন তারই দূর সম্পর্কের ভাই বল্ডউইন ডি বোর্গ (Baldwin de Bourg), দ্বিতীয় বল্ডউইন নাম নিয়ে।

BanglaBook.org

প্রাচীন টেম্পলারগণ

জেরুজালেম দখল করার মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের দুর্দশার দিন শেষ হয়। কিন্তু প্যালেস্টাইন তখনও মুসলিম তুর্কীদের হাতে রয়ে গিয়েছিল, যারা খুব শীঘ্রই আবার খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার চালাতে শুরু করে। ১১১৮ সালে হিউ ডি পেয়েনস (Hugh de Payens) এবং জিওফ্রে অফ সেইন্ট ওমার (Geoffrey of Saint Omar) নামে দুই ফরাসী নাইট তীর্থযাত্রীদের এই বিপদসঙ্কুল যাত্রার কথা উপলব্ধি করে নিজেরাই তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন। জেরুজালেম থেকে জর্ডানের পথে তারা সুরক্ষা দিতে থাকেন। এই মহৎ কাজ খুব দ্রুতই তাদের জন্য খ্যাতি বয়ে আনে, এবং আরও সাত নাইট তাদের সাথে যোগ দেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল এক। তাদের নামগুলো হচ্ছে–রয়াল, গুন্ডেমার, গডফ্রে বাইসল, পেয়েনস ডি মন্টিডুর, আর্চিবল্ড ডি সেইন্ট আমান, আন্দ্রে ডি

সেন্ট মলবার, এবং প্রোভিন্সের কাউন্ট (Royal, Gundemar, Godfrey Bisol, Payens de Montidur, Archibald de St. Aman, Andre de St. Moulbar, and the Count of Province)। শহরের প্রধান ধর্মগুরুর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সংঘ গড়ে ওঠে, যার নাম দেয়া হয় "খ্রিষ্টের দরিদ্র সহযোদ্ধাগণ।" এর সদস্যরা সবাই সন্ন্যাসীদের মতো আনুগত্য, সংযম এবং মিতব্যয়ীতার শপথ নেয়। সেই সাথে তাদের শপথে আরও যোগ হয় পবিত্র সমাধি এবং প্যালেস্টাইনের তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার কথা। এভাবেই শুরু হয় নাইটস টেম্পলার সংঘের পথচলা। এটি বলে রাখা ভাল যে এর আগে নাইটস হসপিটেলারদের (Knights Hospitallers) যে সংঘ চালু হয়েছিল, এবং যারা তখন খ্যাতি ও বিজয়ের শীর্ষে অবস্থান করছিল, তারা এই নতুন সংঘকে স্বাগত জানায়। "খ্রিস্টের দরিদ্র সহযোদ্ধাগণ" নামের একটি সাধারণ সংগঠন থেকে কোন রকম হুমকি আসতে পারে বলে তারা মনে করেনি। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে ধীরে ধীরে দুই সংঘের মধ্যে মাথাচাড়া দিতে থাকে হিংসা, এবং কখনও কখনও সংঘর্ষও বাঁধতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ সময়েই তারা পরস্পরের পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করেছে।

হিউ এবং গডফ্রের কাছে ঘোড়া ছিল একটাই, এবং প্রথম যখন তারা পথে নামলেন তখন এই একটি ঘোড়ার পিঠেই দুজন বসেছিলেন। (টেম্পলারদের বিখ্যাত সিলমোহরে এখনও তাদের সংঘের সাধারণ অবস্থা থেকে উত্থান বোঝাতে একটি ঘোড়ার পিঠে দুজন আরোহীকে বসে থাকতে দেখা যায়।) সংঘের প্রথম সদস্যদের থাকার জায়গা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বল্ডউইন। প্রাচীন মন্দিরের নিকটে নিজের প্রাসাদে তাদের থাকার জন্য কিছু কামরা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখান থেকেই এসেছে টেম্পলার নামটি, যা পরবর্তীতেও ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

তাদের প্রথম অস্ত্রাগার হিসেবে নির্ধারিত হয় কাছেরই একটি গির্জা। এখানে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখতেন। প্রথম যে চ্যাপ্টারটি গঠিত হয়েছিল তাতে ছিল নয় সদস্য। কিন্তু ১১২৭ সালে এই সীমাকে ট্রয়েস (Troyes) সম্মেলনে তুলে দেয়া হয়। রেইনার্ড (Raynouard) বলেন যে বল্ডউইন নতুন একটি ক্রুসেড শুরু করার অনুমতি চেয়ে হিউ ডি পেয়েনসকে ইউরোপে পাঠান, এবং বলেন যে পোপ দ্বিতীয় অনারিয়াসের (Pope Honorius II) কাছে টেম্পলারদের কথা তুলে ধরতে। নাইট হসপিটেলারদের মতো ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার অনুমতি চাওয়ার কথাও বলা হয় তার কাছে। এ সময় ট্রয়েসে যে সম্মেলন চলছিল সেখানেই পাঠানো হয় হিউ ডি পেয়েনসকে। সেখানে

BanglaBook.org

পেয়েনস উপস্থিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে নিজেদের সম্পর্কে অবহিত করেন, এবং বলেন যে তারা তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করতে চান। তাদের উদ্যোগকে সমর্থন দেয়া হয় এবং ক্লেয়ারভ্যু-র (Clairvaux) অ্যাবট সেইন্ট বার্নার্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয় এই নতুন সংঘের জন্য একটি নীতিমালা ও তাদের পোশাকের নকশা তৈরি করার। নাইট হসপিটেলারদের পোশাকের ঠিক বিপরীতভাবে তৈরি করা হয় টেম্পলারদের পোশাক। হসপিটেলাররা যেখানে কালো পোশাক পরত, আর বুকের বাম পাশে থাকত সাদা রঙের আট কোনা ক্রুশ; সেখানে টেম্পলারদের জন্য নির্ধারিত হয় সাদা রঙের টিউনিক, যার বাম বুকের উপর অংকিত থাকত লাল রঙের ক্রুশ। ১১২৮ সালে তাদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি ও নীতিমালা চালু করেন পোপ দ্বিতীয় অনারিয়াস। এর প্রধান নিয়মগুলো ছিলঃ নির্দিষ্ট সময় পরপর নাইটদের মৌখিক প্রার্থনা করতে হবে; সপ্তাহে চার দিন মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে; শিকার করা যাবে না; খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসকে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে হবে; গির্জার সাতটি বিধি, বিশ্বাসের চৌদ্দটি অনুচ্ছেদ এবং যিশুর শিষ্য ও আথানাসিয়াসের (Athanasius) দেয়া শিক্ষা পালন করতে হবে; দুই টেস্টামেন্টের মূল ধারণাকে সমুন্নত রাখতে হবে, সেই সাথে বিশ্বাস করতে হবে এক পরম পিতা ও তার সত্তার তিনটি দিকের উপর, এবং পুত্রকে জন্মদানের আগে ও পরে মেরির কুমারিত্বের উপর; দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার হলে সাগর পাড়ি দিতে হবে; এবং কমপক্ষে তিনজন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হলে কখনও তাদের সামনে থেকে পলায়ন করা যাবে না। এই নীতিগুলো হিউ ডি পেয়েনসের সংঘকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়, এবং গির্জার সমর্থন নিয়ে তিনি বিজয়ী হয়ে জেরুজালেম ফিরে আসেন। এই সংঘের সদস্য হওয়ার অন্যতম শর্ত ছিল সাদামাটা জীবনযাপন। টেম্পলারের শিরস্ত্রাণে কোন বাড়তি অংশ থাকবে না, সে দাড়ি কামাবে না, তার পোশাক হবে সঙ্গীদের ভৃত্যের মতো। নাইটের পোশাক পরার পর প্রতিটি সদস্যকে একটি লিনেনের দড়ি বেঁধে নিতে হবে শরীরে, যেটি তার দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকার প্রতীক।

এই সংঘের প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করা। কিন্তু জেরুজালেমকে হারানোর পর মুসলিমরা ধীরে ধীরে আবার সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে, এবং চারপাশ দিয়ে খ্রিস্টানদের হামলা করতে শুরু করে। ফলে সংঘের মাঝে অনিবার্যভাবেই সামরিক প্রভাব চলে আসতে থাকে। এক সময় এটি পরিণত হয় খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর ডান হাতে, এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেয় তারা। সেইন্ট বার্নার্ড এক পর্যায়ে তাদের

BanglaBook.org

মন্দিরস্থ আশ্রয়স্থলে আসেন এবং তাদের সাদামাটা জীবনধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের পতাকা ছিল সাদা এবং কালো রঙের, যা দ্বারা বোঝানো হতো যে তারা বন্ধুর প্রতি শান্তিপূর্ণ আচরণ করে, আর শত্রুর সাথে করে যুদ্ধ।

টেম্পলারদের সংঘে থাকত চার ধরনের সদস্য–নাইট, স্কয়ার (Squires) বা পার্শ্বচর, সারভিটর (Servitors) এবং পাদ্রী। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল। একটি অর্ডারের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হতো মাস্টার, যা পরবর্তীতে হয় গ্র্যান্ড মাস্টার। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইটালিসহ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রতিটি প্রদেশে একজন প্রাদেশিক মাস্টার নিযুক্ত করা হয়। পুরো সংঘের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মাস্টারকে। খুব দ্রুত এই সংঘের সদস্যসংখ্যা, সম্পদ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, এবং পুরো পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কাউন্ট, ডিউক, প্রিন্স, এমনকি রাজারাও সেই সম্মান পেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, যা ছিল সংঘের সদস্যদের প্রাপ্য।

সময় পরিক্রমার সাথে সাথে টেম্পলের নাইটরা এক সার্বভৌম অস্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠে, যারা ধর্মীয় বাদে অন্য কোন রকম ক্ষমতার তোয়াক্কা করত না। আর ধর্মের দিক দিয়ে পোপকেই প্রধান হিসেবে ধরা হতো ঠিক, কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে গ্র্যান্ড মাস্টারের ক্ষমতা সমস্ত ইউরোপের প্রধান ব্যক্তির মতোই হয়ে উঠেছিল। নাইটদের বাড়িতে কোন সরকারী কর্মচারী ঢুকতে পারত না। তাদের গির্জা এবং গোরস্থানগুলোতে কখনও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করা হতো না। তাদের সম্পদ ছিল সকল কর থেকে মুক্ত। তাদের সুযোগ সুবিধার মাত্রা এত বেশি হয়ে উঠেছিল যে হাজার হাজার মানুষ তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য, তাদের মতো সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

নাইট টেম্পলার এবং হসপিটেলারদের কারণেই পরবর্তী ক্রুসেডগুলোতে খ্রিস্টানদের জন্য খ্যাতি এবং সম্মান তৈরি হয়। এমন ধর্মযুদ্ধের সংখ্যা সব মিলিয়ে সাতটি। এই নাইটরা ছিল সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাদের সব সময় দেখা যেত খোলা তলোয়ার হাতে, বা কর্তব্যের ডাক এলে পতাকা হাতে এগিয়ে যেতে। পরিখাঘেরা দুর্গ বা দুর্গম পাহাড়ের প্রতিরক্ষা–সকল ক্ষেত্রেই তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করত, যাতে করে তাদের তলোয়ারও হয়ে উঠেছিল সম্মানের বস্তু। পুবের খ্রিস্টান রাজ্য যখন অন্তিম দশায় পৌঁছে যায়, তখন টেম্পলাররা নিজেদের সুবিধার জন্য মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের ভাগ্য বাঁধা ছিল পশ্চিমা শক্তির সাথে, যাদের সাথে সাথে টেম্পলারদেরও পতন ঘটে। ১১১৮ সালে

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে টেম্পলারদের প্রধান শহর ছিল জেরুজালেম। তবে ১১৮৭ সালে মিশরের সুলতান সালাদিন (Saladin) প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন, এবং সেই বছরের অক্টোবরে জেরুজালেম দখল করে নেন। তখন জেরুজালেম চলে যায় অ্যান্টিওকের হাতে, যা ১০৯৮ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টানদের হস্তগত হয়েছিল। সেখানেই যিশুর অনুসারীরা প্রথম খ্রিস্টান নাম নেয়, এবং সেখানেই গির্জার প্রথম বিশপ হিসেবে নির্বাচিত হন সেইন্ট পিটার। প্রথম যুগের সাধু ও শহীদগণ এখানেই নানা অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, যার কারণে জেরুজালেম পায় ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক শহর হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদা মর্যাদা। গ্র্যান্ড মাস্টারদের প্রধান কার্যালয় চার বছর যাবত অ্যান্টিওকেই থাকে, তারপর সেখান থেকে ১১৯১ সালে সরিয়ে আনা হয় অ্যাকরে (Acre)। শহরটি প্রথম দখল করেছিলেন প্রথম বল্ডউইন, ১১০০ সালে। পরে ১১৯১ সালে রিচার্ড কোর দে লিওন (Richard Coeur de Lion), তৃতীয় ক্রুসেডের নেতা, একে পুনর্দখল করেন। ধারণা করা হয় যে এই অবরোধে খ্রিস্টানরা প্রায় তিন লাখ সৈন্য হারিয়েছিল, মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির চাইতে যা সামান্য বেশি ছিল। মানব ইতিহাসে যত যুদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে অ্যাকর শহর দখলের যুদ্ধের মতো বিপুলসংখ্যক প্রাণের অপচয় বিরল। ১২১৭ সাল পর্যন্ত এটি নাইটদের প্রধান দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেই সাথে এখানেই স্থাপিত থাকে তাদের প্রধান কার্যালয়। তারপর তৃতীয়বারের মতো এই কার্যালয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সিজারিয়ার কাছে, পিলগ্রিমস ক্যাসল (Pilgrims Castle) নামের এক দুর্গে। সিজারিয়া ছিল হেরড দ্য গ্রেটের প্রতিষ্ঠিত এক শহর, যা সিজারের সম্মানে তিনি ২২ খ্রিস্টপূর্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরে, জেরুজালেমের উত্তর পশ্চিম এবং জাফার উত্তরে। কিন্তু এখন সেখানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। ১২৯১ সালে অ্যাকর শহর পুনরায় মুসলিমদের হস্তগত হয়, যেখানে মূল ভূমিকা পালন করেন কায়রোর সুলতান খাতিল (Sultan Khatil), এবং খ্রিস্টানদের রাজত্ব উৎখাত হওয়ার কারণে টেম্পলাররা সাইপ্রাস দ্বীপে আশ্রয় নেয়। ১১৯১ সালে তৃতীয় ক্রুসেডের সময় রিচার্ড কোর দে লিয়ন এই দ্বীপ দখল করেছিলেন। টেম্পলাররা তাকে পয়ত্রিশ হাজার মার্ক পরিশোধ করে। টেম্পলারদের অনেকেই সাইপ্রাসে কিছু দিন থাকার পর ইউরোপের বিভিন্ন প্রিসেপ্টরিতে চলে যায়। অ্যাকর শহরের প্রতিরোধ এবং পতনের সাথে তুলনা করা যায় অতীতের আরও অসংখ্য যুদ্ধের, যেগুলো সংগঠিত হয়েছিল বিধর্মীদের হাত থেকে খ্রিস্টানদের তীর্থস্থান, পবিত্র শহরকে রক্ষা করতে

BanglaBook.org

গিয়ে। এগুলোর কোনটা সফল হয়েছিল, কোনটা পর্যবসিত হয়েছিল ব্যর্থতায়। শুকনো বালি রঞ্জিত হয়েছিল খ্রিস্টান আর মুসলিম যোদ্ধাদের রক্তে। কোথাও কোথাও যুদ্ধে জয় পেয়েও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল খ্রিস্টানরা, কারণ বিজিত অঞ্চল ধরে রাখার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল না তাদের কাছে।

অ্যাকরের প্রতিরোধ ও পতন

শহরের ভেতরে খ্রিস্টান অস্ত্রধারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো হাজার, যা দিয়েই তাদের প্রায় দুই লাখ মুসলিম সৈন্যের হাত থেকে শহরের প্রাচীরকে সুরক্ষিত রাখতে হচ্ছিল। শহরের পথে ঘাটে জড়ো হয়েছিল প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় জাতি থেকে আসা লোকজন। মে মাসের চার তারিখ, খ্রিস্টানদের কাছে এক ভয়ংকর দিনে চূড়ান্ত আক্রমণের সংবাদ দেয়া হয়। ভোরবেলা অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয় মুসলিম বাহিনী, যাদের সাথে উপস্থিত থাকেন স্বয়ং সুলতান। বিগত দিনগুলোর চাইতে সেই দিন আক্রমণ এবং প্রতিরোধ উভয়ের মাত্রাই বেশি ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যত সৈনিক মারা পড়েছিল, তাদের মধ্যে প্রতি সাতজন মুসলিমের বিপরীতে ছিল একজন খ্রিস্টান। কিন্তু মুসলিমরা তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারছিল, আর খ্রিস্টানদের জন্য তেমন কোন উপায় ছিল না। মুসলিমরা ক্রমেই আরও আগ্রাসী আক্রমণ চালাতে থাকে। শহরের দেয়াল এবং টাওয়ারগুলো ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এক সময় দুর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, কার্সড টাওয়ার (Cursed Tower) নামের একটি টাওয়ার

মুসলিমদের আক্রমণের মুখে ধসে পড়ে। এর ফলে শহরের ভেতরে ঢোকার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় তাদের জন্য। টেম্পলাররা দ্রুত একটি ব্যূহ গড়ে তোলার চেষ্টা করে, এবং মুসলিম শিবিরে হামলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু শত্রুদের যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় পায় তারা। রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষের পর টেম্পলাররা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। টেম্পলারদের গ্র্যান্ড মাস্টার উইলিয়াম দে বিউজ্যু (William de Beaujeu) ছিলেন সবচেয়ে সাহসীদের মধ্যে একজন। তীরের আঘাতে আহত হয়ে পড়ে যান তিনি। হসপিটেলারদের গ্র্যান্ড মাস্টারও একই সময়ে আরেকটি আঘাতে আহত হন। এরপর সবার মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, এবং বোঝা যায় যে শহর রক্ষা করার আর কোন আশা নেই। রক্ত আর প্রতিশোধের নেশায় স্রোতের মতো শহরে ঢুকে পড়ে বিজয়ী মুসলিমরা। মনে হয় যেন পুরো অ্যাকর শহরের উপর নেমে এসেছে মৃত্যুর ছায়া। প্রতিটি অলিগলিতে চলতে থাকে হত্যার উৎসব, প্রতিটি প্রাসাদ, চত্ত্বর আর সরকারী ভবনের প্রবেশপথে খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। এই যুদ্ধগুলোতে এত

BanglaBook.org

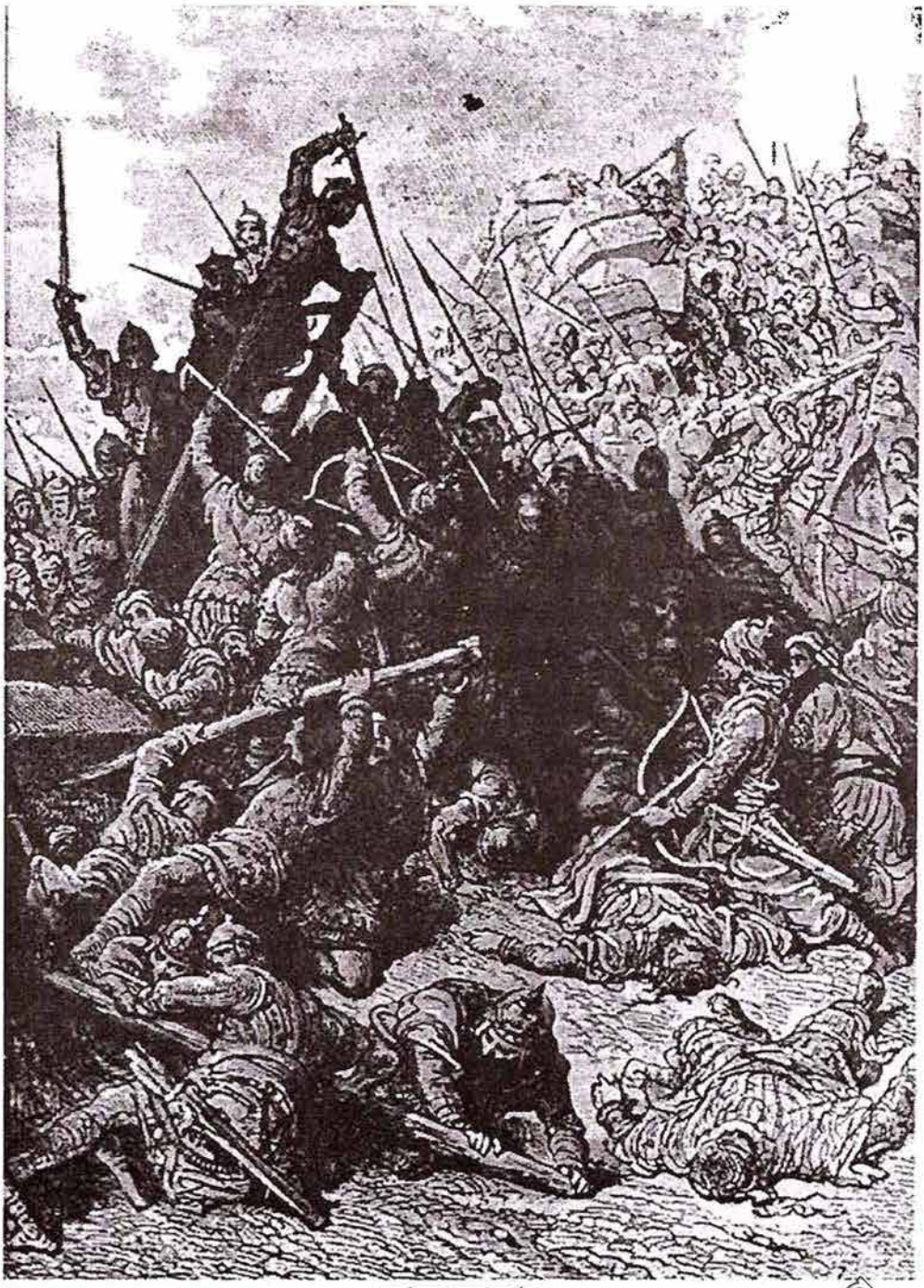

অ্যাকর যুদ্ধ দখল

বেশি মানুষ মারা পড়ে যে এক ঐতিহাসিকের মতে, "যেন লাশের তৈরি সেতুর উপর দিয়ে হাঁটছিল তারা।" এরপরেই আসে এক ভয়ংকর ঝড়, যা পুরো শহরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। তার সাথে আসে বৃষ্টি আর বজ্রপাত। দিগন্তে ঘন কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়, ফলে সৈনিকদের নিজ নিজ পক্ষ নির্ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। টাওয়ারের উপর উড়তে থাকা পতাকাও হারিয়ে যেতে বসে দৃষ্টি থেকে। বেশ কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠলেও কেউ সেগুলো

BanglaBook.org

নেভানোর চেষ্টা করেনি; কারণ বিজয়ীদের চিন্তা ছিল শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, আর বিজিতরা কেবল নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। বেশ কিছু পরিবার গিয়ে আশ্রয় নেয় গির্জাগুলোতে, যেখানে তাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। বহু কুমারী ও বিবাহিতা নারী নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য নাক কেটে ফেলে, বা চেহারা বিকৃত করে দেয়, যাতে বিধর্মীদের নিষ্ঠুরতার স্বীকার হতে না হয়।

টেম্পলারদের প্রধান দুর্গ, যেটি ছিল সমুদ্রের তীরে, সেখানেই সকল নাইটরা আশ্রয় নেয়। এবং শহরের মধ্যে এই একটিমাত্র জায়গায় মুসলিমদের বারবার পিছিয়ে আসতে হচ্ছিল। বেশ কয়েক দিন অবরোধ করে রাখার পর সুলতান তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন, এবং তিন শ সৈন্যকে পাঠান সন্ধি করার জন্য। গ্র্যান্ড মাস্টারের টাওয়ার, অর্থাৎ প্রধান টাওয়ারে ঢুকেই সৈন্যরা সেখানে লুটতরাজ শুরু করে। যুদ্ধের শর্তের এই বরখেলাপ দেখে খ্রিস্টান নাইটরা খেপে গিয়ে সবাইকে সেখানেই হত্যা করে। সুলতান রেগে গিয়ে আবার অবরোধ শুরু করার নির্দেশ দেন, এবং বলেন যে সকল টেম্পলারকে হত্যা করতে হবে। টেম্পলাররা আরও কয়েক দিন প্রতিরোধ ধরে রাখে, কিন্তু এক পর্যায়ে গ্র্যান্ড মাস্টারের টাওয়ার শত্রুদের আক্রমণে ধসে পড়ে। মুসলিমরা তখন এর নিচেই নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যারা টাওয়ার আক্রমণ করেছিল এবং যারা এর প্রতিরোধে নিয়োজিত ছিল তারা সবাই টাওয়ারের নিচে চাপা পড়ে। টেম্পলারদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল যে সব নারী, শিশু এবং খ্রিস্টান সৈনিক, তারা সবাই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়ে। টেম্পলাররা তাদের সংঘের সমস্ত সময় জুড়ে এমনই সাহস ও আত্মত্যাগের নমুনা প্রদর্শন করেছে টেম্পলাররা। তাদের সত্যিকারের বীরত্বের কথা থেকেই জানা যায় ক্রুসেডের ইতিহাস।

উপকূলীয় শহর সিরিয়াতে সামান্য যে কজন খ্রিস্টান আশ্রয় নিয়েছিল তারা যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যায়। ফলে পুরো দেশ মুসলিমদের পদানত হয়। ১৯১ বছর ধরে ক্রুশ এবং অর্ধচন্দ্রের মাঝে যে বিবাদ চলছিল তার অবসান হয়, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর চলে যায় মুসলিমদের হাতে। ইসলামের অর্ধচন্দ্র আবার সমুন্নত হয়।

সর্বশেষ ভাঙন

চতুর্দশ শতকের শুরুতে ফ্রান্সের লোভী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা ফিলিপ দ্য ফেয়ার গোপনে পোপ পঞ্চম ক্লিমেন্টের সাথে আলোচনায় বসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল টেম্পলারদের ধ্বংস করা এবং তাদের সম্পদ হস্তগত করা। এই সময় সংঘটি দারুণ শক্তিশালী ও সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল, যা তাদের হিংসা

BanglaBook.org

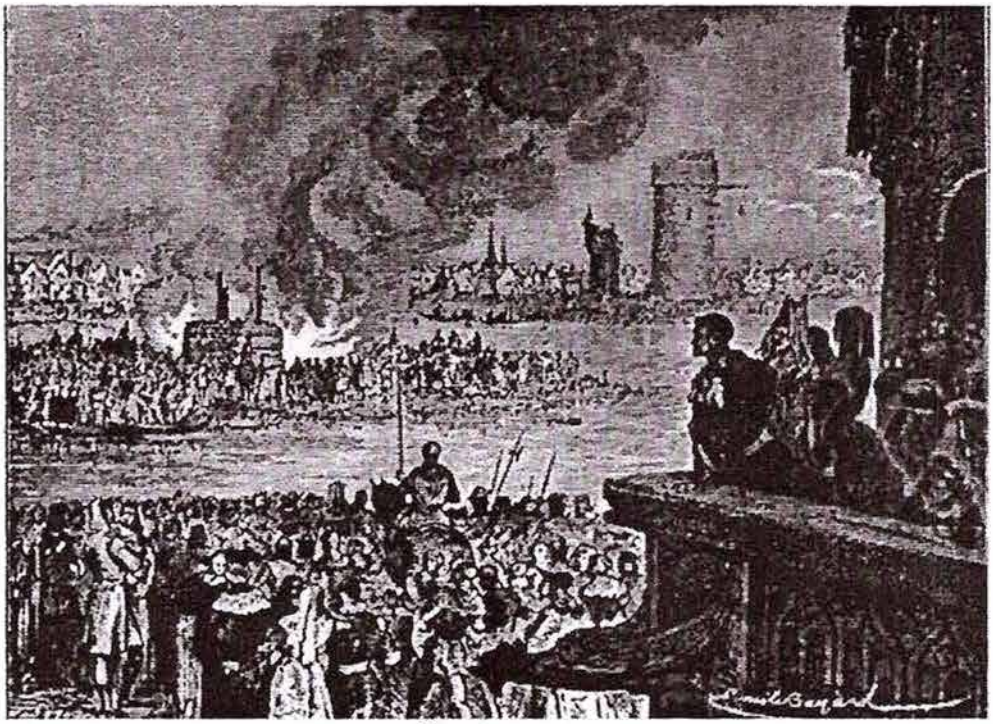

জ্যাকডি মোলে-র মৃত্যুদণ্ড

জাগিয়ে তুলেছিল। ফিলিপ এবং পঞ্চম ক্লিমেন্ট যে ছক আঁকছিলেন তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল টেম্পলারদের শক্তি, ফলে তারা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। ফিলিপের কথা অনুযায়ী ১৩০৬ সালে গ্র্যান্ড মাস্টার ডি মোলে'র (De Molay) কাছে চিঠি লেখেন পোপ ক্লিমেন্ট। মোলে তখন ছিলেন সাইপ্রাসে। চিঠিতে তাকে সংঘের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ষাটজন নাইট এবং প্রচুর পরিমাণে সম্পদ নিয়ে প্যারিসে আসেন ডি মোলে। সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়, যা পরবর্তীতে ফ্রান্সের সকল নাইটের ভাগ্যেই ঘটে। মুর্তিপুজা এবং অন্যান্য বড় অপরাধের অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে, বলা হয় যে সংঘের এক নাইটই তাদের সদস্যদের মাঝে চলমান অপরাধ সম্পর্কে জানিয়েছে। এসব অবিশ্বাস্য অভিযোগের মাধ্যমেই নাইটদের কাঠগড়ায় তোলা হয়, এবং প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৩১০ সালের ১২ মে চুয়ান্ন জন নাইটকে জনসমক্ষে পুড়িয়ে মারা হয়। কারাগারে থাকার সময় ডি মোলের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হলেও তিনি কখনও নিজের সংঘের দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য রাজি হননি। ১৩১৪ সালের এগারোই মে তাকেও সিন (Seine) নদীর অগাস্টিনিয়ান ও রয়াল গার্ডেনের মধ্যবর্তী ছোট্ট একটি দ্বীপে পুড়িয়ে মারা হয়। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তিনি সংঘের নির্দোষিতার কথা বলে যান। সেই সাথে আরও বলেন যে চল্লিশ দিনের মধ্যেই পোপ ক্লিমেন্টকে

BanglaBook.org

ঈশ্বরের সামনে জবাবদিহির জন্য হাজির হতে হবে, আর ফ্রান্সের রাজার জন্য সময় বেঁধে দেন এক বছর। দুজনই তাদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই মারা যান। বেশিরভাগ দেশেই তাদের সম্পদ সে দেশের রাজা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, এবং অন্যান্য যা ছিল তা হসপিটেলারদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়। ১১১৮ সালে প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হিউ ডি পেয়েনস এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং ১৩১১ সালে বিলীন হওয়ার আগে সর্বশেষ গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন ডি মোলে। তারা ছাড়াও আরও বাইশ জন গ্র্যান্ড মাস্টার টেম্পলারদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মেসনিক নাইট টেম্পলার

ফ্রিমেসনদের সাথে নাইট টেম্পলারদের সম্পর্কটি আরও ভালভাবে বোঝা যায় নাইটস অফ মাল্টার মাধ্যমে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে যে উৎস থেকে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই কিংবদন্তী, এবং সঠিক দিন তারিখ বা দলিলের কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি এখানে।

বলা হয় যে মেসনিক টেম্পলাররা মূলত চারটি উৎসকে নিজেদের মূল হিসেবে স্বীকার করে থাকে। ফলে মেসনিক টেম্পলারদের মধ্যে বিভাগও চারটি।

১। যে সব টেম্পলার জন মার্ক ল্যারমেনিয়াসকে (John Mark Larmenius) ডি মোলের উত্তরসূরী হিসেবে স্বীকার করে। এখান থেকে এসেছে ফ্রান্সের টেম্পলারগণ।

২। যারা পিটার দু'মোকে (Peter d'Aumont) কে ডি মোলের উত্তরসূরী হিসাবে দাবি করে। জার্মানির টেম্পলারগণ এই মতের অনুসারী।

৩। যারা ডি মোলের ভ্রাতুষ্পুত্র কাউন্ট বিউজ্যুকে এই স্থানে দাবি করে। সুইডিশ টেম্পলারগণ এই মতের অনুসারী।

৪। যারা দাবি করে যে তারা স্বাধীন, এবং লারমেনিয়াস, দু'মো বা বিউজ্যু–কারও নেতৃত্বেই বিশ্বাস করে না।

এই শেষ বিভাগটি আবার আরও দুটি ভাগে বিভক্ত; স্কট এবং ইংলিশ। কারণ, কেবলমাত্র স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডেই এই শেষোক্ত বিভাগের টেম্পলাররা অবস্থান করছে।

ইংলিশ মেসনিক টেম্পলারদের উৎপত্তি হয়েছে সম্ভবত ব্রিস্টলের "বল্ডউইন এনক্যাম্পমেন্ট" নামের একটি সংঘ থেকে। অথবা লন্ডন, বাথ, ইয়র্ক এবং স্যালিসবারিতে (London, Bath, York and Salisbury) অবস্থিত

BanglaBook.org

সহযোগী সংঘগুলোও হতে পারে তাদের উৎস। বলা হয় যে এগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রিসেপ্টরির সদস্যরা, যেগুলো অনেক আগে থেকেই অবস্থিত ছিল ব্রিস্টলে। নিজেদের সংঘ ভেঙে যাওয়ার পর তারা মেসনিক ভ্রাতৃসংঘে যোগ দিয়েছিল। বল্ডউইন এনক্যাম্পমেন্ট[১১] নামক সংঘের দাবি ছিল যে তাদের সৃষ্টি অনেক আগে, অনন্তকাল আগে। তবে অন্যান্য সকল ইংলিশ এনক্যাম্পমেন্টের থেকে তাদের বয়স যে বেশি ছিল এতটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে। টেম্পলারদের এই ভাগটি, যারা ডি মোলের পর অন্য কোন গ্র্যান্ড মাস্টারের কর্তৃত্ব স্বীকার না করে মেসনরির নিরাপত্তা ও প্রাচীনতার কারণে তাদের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিল; ড. ম্যাকির (Dr. Mackey) মতে তারাই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পলারদের পূর্বসূরী। তবে এই দেশে কমান্ডারিগুলো কবে থেকে স্থাপিত হতে শুরু করল সে সম্পর্কে কোন জোরাল তথ্য নেই। বোস্টন কমান্ডারি দাবি করে যে তাদের জন্ম ১৭৬৯ এ, এবং তাদেরকেই সবচেয়ে পুরনো কমান্ডারির মর্যাদা দেয়া হয়।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে নাইটস টেম্পলার সংঘের সামরিক ইতিহাস। তাদের বাইরের চেহারা হয়তো বদলে গেছে, ছেড়া পতাকা, চকচকে ঢাল, উজ্জ্বল বর্ম আর ধারাল তলোয়ার এখন আর নেই, কেবল ইতিহাস আর গানেই তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নাইটদের বীরোচিত মনোভাব এখনও প্রত্যেক যুগে সত্যিকারের মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান।

BanglaBook.org

নাইটস অফ মাল্টা

ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে এই সংঘের নাম বদলেছে। কখনও তারা ছিল নাইটস হসপিটেলারস, নাইটস অফ সেইন্ট জন অফ জেরুজালেম, নাইটস অফ রোডস, এবং সব শেষে নাইটস অফ মাল্টা। নাইটদের সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো এবং গুরুত্বপূর্ণ এই সংঘের উৎপত্তি হয় ক্রুসেডের সময়, পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্য যে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিল জেরুজালেমের হসপিটেলারগণ। ১০৪৮ সালে জেরুজালেমের কিছু ধার্মিক ব্যবসায়ীর হাতে ধর্মীয় ও দাতব্য সংঘ হসপিটেলারদের জন্ম হয়। ইটালির আমালফি (Amalfi) শহর থেকে আসা এই ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন ল্যাটিন তীর্থযাত্রীদের সাহায্যে এই নাইটদের কাজে লাগাতে।

জেরুজালেম যখন মুসলিমদের হাতে, তখন গড়ে ওঠে হসপিটেলারদের সংঘ। বিভিন্ন বিপদের মাঝ দিয়েও এটি বেঁচে থাকে, এবং খ্রিস্টান নাইটদের

---

[১১] নির্ঘন্টের 'বলডউইন শিবির' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

হাতে পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের সাক্ষী হয়। ক্রুসেডারদের অনেকেই পরে অস্ত্র নামিয়ে রেখে দরিদ্র্য ও অসুস্থের সেবা করার জন্য এই সংঘে যোগ দেয়। আর এই সময়ে, অর্থাৎ ১০৯৯ সালেই হাসপাতালের প্রধান ব্যক্তি (Rector) জেরার্ড হসপিটেলার সংঘের নাইটদের দারিদ্র্য, সততা এবং কঠোরতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের শপথ করান। ঠিক হয় যে তারা সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরবে, যার বাম বুকের উপর অংকিত থাকবে আট কোনা ক্রুশ।

জেরার্ডের পর আসেন রেমন্ড ডি পুই (Raymond de Puy), যিনি সংঘের নিয়মকানুন পরিবর্তন করার প্রস্তাব রাখেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী এটি হয়ে ওঠে একটি সামরিক সংঘ, যাদের কাজ ছিল বিধর্মীদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান জেরুজালেমের রাজা বল্ডউইন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, ফলে বাড়তি শক্তি পাওয়ার প্রস্তাবে খুশি হয়ে ওঠেন। এভাবে সংঘটি সামরিক রীতিতে সজ্জিত হয়, এবং সদস্যরা নতুন করে শপথ করে, যাতে বলা হয় যে খ্রিস্টানধর্ম রক্ষার জন্য তারা জীবনও দিতে পারবে, এবং এ ছাড়া অন্য কোন কারণে কখনও অস্ত্র ধরবে না। "এই একই বছরে টেম্পলারদের প্রাচীন সংঘটি একই শহরে গঠিত হয়েছিল।"

১১১৮ সালের এই উদ্যোগের মাধ্যমেই নাইটস হসপিটেলারস অফ সেইন্ট জন নামক সংঘের কার্যক্রম শুরু হয়। সকল ঐতিহাসিকের মতে, রেমন্ড ডি পুই-ই ছিলেন এর প্রথম গ্রান্ড মাস্টার। সংঘটির নামকরণ হয় ১০৪৮ সালে এর প্রতিষ্ঠাতার হাতে জেরুজালেমে নির্মিত গির্জা ও মঠ থেকে, এবং একে উৎসর্গ করা হয় সেইন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্টের নামে। এই সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নাইটদের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগত যুদ্ধের ইতিহাস, যেখানে বিপক্ষ ছিল খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধ শক্তি। ১১৮৭ সালে সালাদিন যখন জেরুজালেম দখল করে নিলেন, তখন হসপিটেলাররা প্যালেস্টাইনের মারগাট (Margat) নামক একটি দুর্গ-শহরে আশ্রয় নেয়, যেখানে তখনও খ্রিস্টানরা ক্ষমতায় ছিল। এর আগে টেম্পলারদের সাথে হসপিটেলারদের সংঘর্ষে দুই পক্ষেই অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু বিপদের মুখোমুখি হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য দুই সংঘই একত্রিত হয়। ১১৯১ সালে তারা অ্যাকরকে নিজেদের প্রধান শহর হিসেবে গ্রহণ করে। ১২৯১ সালে শহরের পতনের পর তারা পালিয়ে যায় সাইপ্রাস দ্বীপে। সেখানে নিজেদের দুর্গ তৈরি করে তারা। এই পর্যায় থেকে তারা নৌশক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করে, এবং নিজেদের জাহাজবহরের

BanglaBook.org

সাহায্যে পুব ভূমধ্যসাগরে বিভিন্ন বিজয় ছিনিয়ে আনতে থাকে। এক সময় সাইপ্রাসে থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। ভারি কর ও অন্যান্য বোঝা বসিয়ে রাজা তাদেরকে এতই বিরক্ত করে তোলে যে চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে তারা সাইপ্রাস ছেড়ে চলে যায় এবং রোডস দ্বীপ দখল করে নেয়। এখানেই নিজেদের আশ্রয় তৈরি করে তারা, এবং তুর্কীদের প্রায় দুই শ বছর ধরে ঠেকিয়ে রাখে। পরে, ১৫২২ সালে তুর্কী শক্তি তাদের আক্রমণ করে এবং পরাজিত করে। নাইটদের অনুমতি দেয়া হয় নিজেদের সম্পদ ধরে রাখার, যেগুলো নিয়ে তারা সমুদ্রে ভেসে পড়ে এবং ক্রিট বা ক্যান্ডিয়া (Candia) দ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে সিসিলি দ্বীপের মেসিনায় (Messina) চলে যায় তারা, এবং তারপর ইটালির মূল ভূখণ্ডে চলে আসে। এখানে, জার্মানির সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সাথে সাত বছর ধরে আলোচনার পর মাল্টা দ্বীপের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের হাতে আসে। ১৫৩০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপ অধিগ্রহণ করে তারা। এই সময় থেকেই তাদের সংঘ "নাইটস অফ মাল্টা" বলে পরিচিত হতে থাকে।

মাল্টা দ্বীপকে দুর্গে পরিণত করে তারা, এবং তুর্কীদের বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে। তারপর কোন যুদ্ধ ছাড়াই অযোগ্য ও ভীরু গ্র্যান্ড মাস্টার লুই ডি হমপেশ (Louis de Hompesch) একে বোনাপার্টের নেতৃত্বাধীন ফরাসী সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর কাছে সমর্পণ করে। এই ঘটনা থেকেই শুরু হয় সংঘের ক্ষমতার ধীরে ধীরে কমে আসা। এখন কেবল এর অতীতের ছায়াই বেঁচে আছে। রোডস দ্বীপে অবস্থান করার সময় সংঘের নীতিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়, যাতে পবিত্র ভূমিতে যে সংঘের জন্ম হয়েছিল তা আরও সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারে। ১৩২০ সালে একে ভাষার উপর ভিত্তি করে আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ভাষাকে ঠিক করা হয় অঞ্চল অনুযায়ী, যার প্রতিটির প্রধান হন কনভেনচুয়াল বেইলিফ (Conventual Bailiff) পদের অধিকারী একজন গ্র্যান্ড মাস্টার বা সমপর্যায়ের কেউ। এই বেইলিফরা বাস করতেন প্রাসাদ বা সরাইখানায়, আর হসপিটেলাররা থাকত রোডসে, এবং পরবর্তীতে মাল্টায়। প্রতিটি প্রদেশে এক বা একাধিক গ্র্যান্ড প্রায়রি (Grand Priories) থাকত, যার প্রধান হতেন গ্র্যান্ড প্রায়র (Grand Prior)। এর পর ছিল কমান্ডারির অবস্থান, যা থাকত কমান্ডারের অধীনে। এখন বাকি আছে কেবল ইটালি ও জার্মানির ভাষাভিত্তিক ভাগগুলো। আর গ্র্যান্ড মাস্টারের দায়িত্ব পালন করে রোমে বসবাসকারী একজন লেফটেন্যান্ট।

BanglaBook.org

মাল্টার প্রাচীন সংঘের সাথে অবশ্য মেসনরির কোন সম্পর্ক নেই। তবে সম্ভবত টমাস এস ওয়েব (Thomas S. Webb) একে টেম্পলারদের সাথে যুক্ত হিসেবে দেখিয়েছেন। বর্তমানে এই দেশে নাইটস অফ মাল্টার কার্যক্রম পরিচালিত হয় কমান্ডারির আশ্রয়ে, অথবা এই উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে আয়োজিত কোন প্রায়রিতে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সহযোগী নির্ঘন্ট

প্রাচীন দেশ ও শহর

সেই সাথে প্রথম দিকের গোত্রসমূহের ছবি এবং মেসনিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত প্রাচীন চরিত্রসমূহ

প্রাচীন দেশ ও শহরসমূহের নির্ঘন্ট

অ্যারন–আমরাম ও জোশেবেদের পুত্র, লেভিয় গোত্রের সদস্য এবং মোজেস ও মিরিয়ামের ভাই। জন্ম ১৫৭৪ খ্রিস্টপূর্বে। মোজেসের চাইতে তিন বছরের বড় ছিলেন, এবং তাদের বোন মিরিয়ামের চাইতে কয়েক বছরের ছোট। বাকপটু ও বুদ্ধিমান হওয়ায় মোজেসের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পান তিনি। মিশরের কাছ থেকে ইসরায়েলিয়দের মুক্তির জন্য আবেদনে মোজেসকে সাহায্য করেন। তার স্ত্রীর নাম এলিশেবা, আমিনাদাবের মেয়ে। এলিশেবার গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়। অ্যারনের মূল গুরুত্ব নিহিত রয়েছে পুরোহিত হিসেবে তার এবং তার উত্তরসূরীদের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার মাঝে। তাকে বলা হয় ইসরায়েলিয়দের প্রথম প্রধান পুরোহিত। এদমের হর পাহাড়ে মারা যান তিনি, যাকে এখনও বলা হয় "অ্যারনের পাহাড়।" মিশর থেকে ফিরে আসার চল্লিশ বছর পর ১২৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তার। এরপর পুরোহিত হয় তার ছেলে এলিয়েজার। আরবরা এখনও পাহাড়ের উপর তার সমাধির অবস্থান আছে বলে দাবি করে, এবং এই স্থানকে অত্যন্ত সম্মান করে।

আব্রাহাম বা আব্রাম–তেরাহ-এর পুত্র, শেমের বংশধর। জন্ম মেসোপটেমিয়ার উর-এ, ১৯৯৬ খ্রিস্টপূর্বে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ পিতা, স্ত্রী সারাই, ভাই নাহর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লতকে নিয়ে মেসোপটেমিয়ার হারানে চলে আসেন। এর পরপরই তার পিতা মারা যান। লত এবং স্ত্রী সারাইকে নিয়ে কেনানে চলে যান আব্রাহাম। ১৯২০ খ্রিস্টপূর্বে মিশরে চলে যান তারা, তবে ফিরে আসেন দুই বছর পর। এরপর আব্রাহাম ও লত আলাদা হয়ে যান; লত যান সডোমে, এবং আব্রাম যান মামর উপত্যকায়, যা কিনা কেনানে হেবরন বলে পরিচিত। সারাই নিজে বন্ধ্যা হওয়ায় নিজের মিশরীয় পরিচারিকাকে আব্রাহামের হাতে তুলে দেন, যার গর্ভে ১৯১০ খ্রিস্টপূর্বে ইশমায়েলের জন্ম হয়। ঈশ্বর আব্রামকে দেখা দেন, তার নাম বদলে আব্রাহাম রাখেন, খতনার প্রচলন করান এবং বলেন যে সারাই-এর গর্ভে ইসাকের জন্ম হবে। সারাইকে ঈশ্বর নাম দেন সারাহ।

BanglaBook.org

১৮৯৬ খ্রিস্টপূর্বে ইসাকের জন্ম হয়, এবং চার বছর পর সারাহ-এর অনুরোধে হাজার ও ইশমায়েলকে নির্বাসন দেন আব্রাহাম। ১৮৫৯ খ্রিস্টপূর্বে সারাহ মারা যান, এবং পাঁচ বছর পর কেতুরাহকে বিয়ে করেন আব্রাহাম, যার গর্ভে তার ছয় পুত্র হয়। ১৮২১ খ্রিস্টপূর্বে ১৭৫ বছর বয়সে মারা যান আব্রাহাম। মাকপেলাহ গুহায় সমাহিত করা হয় তাকে। ইশমায়েল মারা যান ১৭৭৩ খ্রিস্টপূর্বে, ১৩৭ বছর বয়সে।

১৮৫৬ খ্রিস্টপূর্বে ইসাক রেবেকাহ-কে বিয়ে করেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টপূর্বে তাদের যমজ পুত্র হয়, যাদের নাম রাখা হয় জ্যাকব এবং ইসাউ। ইসাক ১৭১৬ খ্রিস্টপূর্বে হেবরনে মারা যান। তখন তার বয়স হয়েছিল ১৮০ বছর। তাকে আব্রাহামের সমাধিতে কবর দেয়া হয়।

১৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বে জ্যাকব লিয়াহ এবং র‍্যাচেলকে বিয়ে করেন। লিয়াহ-র গর্ভে ছয় পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে : রিউবেন, সিমিওন, লেভি, জুডাহ, ইসাচার, জেবুলুন এবং দিনাহ। র‍্যাচেলের পরিচারিকা বিলহাহ-এর গর্ভে দুই পুত্র–দান এবং নাফতালি; লিয়াহ-এর পরিচারিকা জিলপাহ-এর গর্ভে দুই পুত্র–গাদ এবং আশার; আর র‍্যাচেলের গর্ভে দুই পুত্র–জোসেফ এবং বেঞ্জামিন। ১৬৮৯ খ্রিস্টপূর্বে জ্যাকব মিশরে মারা যান। তখন তার বয়স হয়েছিল ১৪৭। তাকে কেনানে সমাধিস্থ করা হয়।

অ্যাকর–আশার গোত্রের একটি শহর। ফিনিশিয়রা একে বলত আচো (অপপযড়), গ্রিকরা বলত টলেমেইস (চঃড়ষব্রসধ্রং)। ক্রুসেডাররা এর নাম দেয় অ্যাকর, বা সেইন্ট জন অফ অ্যাকর। তুর্কীরা একে বলত আক্কা (অশশধ)। এটি সিরিয়ার একটি শহর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি সমুদ্রবন্দর। টায়ার শহর থেকে এটি ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি ছিল "প্যালেস্টাইনের চাবি।" বহু বিখ্যাত অবরোধ ও যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এখানে। ১১০০ সালে একে ক্রুসেডাররা দখল করে, আর ১১৮৭ সালে দখল করে মুসলিমরা। ১১৯১ সালে একে আবার পুনরুদ্ধার করে খ্রিস্টানরা (জেরুজালেমের গুইডো, ফ্রান্সের ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্টেড এর নেতৃত্বে)। ১২৯১ সালে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত দখল ধরে রাখে তারা। খ্রিস্টানদের হাত থেকে যে সব অঞ্চল তুর্কীরা ছিনিয়ে নেয় তার মধ্যে এটিই ছিল সর্বশেষ।

আহোলিয়াব–দান গোত্রের একজন দক্ষ নির্মাতা, যাকে বুনো অঞ্চলে আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্টের জন্য উপাসনালয় নির্মাণের জন্য বেজালিলের সাথে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

আমালেকিয়–যাযাবর এবং যোদ্ধা প্রকৃতির এক গোষ্ঠী, যারা ইহুদীদের দেশত্যাগের সময় সিনাই অঞ্চল ও মিশর এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী বুনো এলাকার বাসিন্দা ছিল। ভ্রাম্যমান দল বেঁধে বাস করত তারা, বিভিন্ন তাবু বা

BanglaBook.org

গুহায় আশ্রয় নিত–যেমনটি করে বর্তমানের আরব বেদুইনরা। ইসরায়েলিয়রা লোহিত সাগর পার হওয়ার সাথে সাথে আমালেকিয়রা তাদের রেফিডিমে হামলা করে, এবং যারা দুর্বলতা বা অসুস্থতা বশত পেছনে পড়ে গিয়েছিল তাদের হত্যা করে। কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণে আমালেকিয়রা পরাজিত হয়। পবিত্র ভূমির সীমান্তে তাদের সাথে ইসরায়েলিয়দের আবার সংঘর্ষ হয়। প্রায় চার শ বছর পর সল তাদের আক্রমণ করে বেশিরভাগ অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বাদবাকি যারা পালিয়ে যায় তারা ডেভিডের হাতে বেশ কয়েকবার পরাজিত হয়। সব শেষে হেজেকিয়াহ-এর শাসনামলের কোন এক সময় সিমিওনিয়দের হাতে তাদের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটে।

আমোনিয়–এরা ছিল লতের আমোন বা বেন-আমি'র বংশধর, আমোনের ছোট মেয়ের সাথে লতের বিবাহের ফসল। জামজুম্মিম (Zamzummim) নামক প্রাচীন এক দৈত্যদের পরাজিত করে তারা, এবং তাদের দেশ অধিকার করে। আরনোন এবং জাবোক নদীর মধ্যবর্তী স্থানে, জর্ডানের পুবে এই দেশ অবস্থিত। একই সাথে মোয়াবের উত্তর অংশও তাদের দখলে আসে। তাদের প্রধান শহর ছিল রোবাহ, যা জেরুজালেমের পঞ্চান্ন মাইল উত্তর পুর্বে, জাবোক নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু মোজেসের সময় তাদের এই অঞ্চল থেকে পুবের দিকে সরিয়ে দেয় আমোরিয়রা। ১১৮৭ খ্রিস্টপূর্বের দিকে আমোনিয়রা ইসরায়েলিয় ও জেফথাহ-এর বিরোধীতা করতে শুরু করে। জেফথাহকে তার ভাইয়েরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং তিনি টোব অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। জর্ডানের অপর পাশের একটি অঞ্চলের নাম টোব। সেখানে এক দল ডাকাতের নেতা হয়ে বসেন তিনি। আমোনিয়দের পরাজিত করতে পারলে তাকে রাজা বানানো হবে–এই শর্তে আমোরিয়দের সাহায্য করতে রাজি হন তিনি। আমোনিয়রা পরাজিত হয়, এবং জেফথাহ বাকি জীবন রাজত্ব করেন। তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ঝোঁকের মাথায় শপথ করে বসার ফলে নিজের মেয়েকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা।

আমোরিয়–এমের-এর বংশধর, যিনি ছিলেন কেনানের চতুর্থ পুত্র। প্রথমে হেবরনের কাছে, মৃতসাগরের পশ্চিমের পাহাড়ে বসতি স্থাপন করে তারা। কিন্তু পরবর্তীতে সেখান থেকে নিজেদের সীমানা আরও বৃদ্ধি করে মোয়াব ও আমোনের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি দখল করে নেয়। তাদের রাজা সিহনের কাছ থেকে দেশটি পুনরুদ্ধার করেন মোজেস। আমোরিয়রা জর্ডানের পশ্চিমে যে জমি অধিকার করে রেখেছিল তা জুডাহ গোত্রকে দেয়া হয়। আর পুব পাশের জমি দেয়া হয় রিউবেন এবং গাদকে। আমোরিয়রা পরবর্তীতে জোশুয়ার হাতে পরাজিত হয়, কিন্তু তিনি তাদের সমূলে উৎখাত করতে পারেননি। সম্ভবত তারা দীর্ঘ সময় ধরে ইসরায়েলিয়দের বিরুদ্ধে শত্রুতা ধরে রেখেছিল। কিন্তু সলোমনের সময়ে আপোষ করতে বাধ্য হয়।

BanglaBook.org

অ্যান্টিওক–প্রাচীন শহর, এবং সিরিয়ার প্রাক্তন রাজধানী। ওরোন্টেস নদীর বাম তীরে সুন্দর এবং উর্বর এক উপত্যকায় অবস্থিত। ৩০১ খ্রিস্টপূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই শহরের নাম রাখা হয় অ্যান্টিওকাসের নামে, যিনি ছিলেন সিরিয়ান সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং সেলুকাস নিকেটর (Seleucus Nicator) এর পিতা। নিকেটর সিরিয়ায় সাম্রাজ্য প্রথা চালু করেন। এটি ছিল সিরিয়ার রাজাদের পছন্দের আবাস, নাম ছিল "সুন্দরী অ্যান্টিওক" হিসেবে। এর বিলাস এবং প্রাসাদ ও মন্দিরের জাকজমকপূর্ণ অবস্থার সুনাম ছিল সর্বত্র। উন্নতির চরম শিখরে থাকার সময় এর জনসংখ্যা চার লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শহরটি। এখন এর কিছুই আর অবশিষ্ঠ নেই। খ্রিস্টের শিষ্যদের প্রথমবারের মতো অ্যান্টিওকেই খ্রিস্টান নাম দেয়া হয়। এছাড়া খ্রিস্টের শিষ্য পলের বিভিন্ন ঘটনার কারণে এই শহরটি খ্রিস্টান ধর্মের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১০৯৮ সালে মুসলিমদের কাছ থেকে অ্যান্টিওক দখল করে নেয় ক্রুসেডাররা। তারপর থেকে ১২৬৯ সাল পর্যন্ত এটি খ্রিস্টান বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অবস্থান, অসংখ্য বাগান এবং ছোট ছোট ঝর্ণা, এবং আলেক্সান্ডার ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যবর্তী হওয়ার কারণে সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য এটি বিখ্যাত। বাণিজ্যিকভাবেও এর গুরুত্ব কম নয়। এর প্রাচীন সৌন্দর্যের যা কিছু অবশিষ্ঠ আছে তার মাঝে ভগ্নপ্রায় দেয়াল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়।

আরব–এটি পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ, যা জুডিয়ার দক্ষিণ ও পুবে অবস্থিত। এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত–ডেজার্টা, পেট্রা এবং ফেলিক্স। অ্যারাবিয়া ডেজার্টা (Arabia Deserta) হচ্ছে বিশাল এক বালিময় সমভূমি, যার স্থানে সাথে পাহাড় পর্বত, সবুজ নেই বললেই চলে। এর পশ্চিমে রয়েছে গিলিয়াদ পর্বতমালা, পুবে ইউফ্রেটিস নদী, আর দক্ষিণে বহু দূর বিস্তৃত। পেট্রা হচ্ছে পবিত্র ভূমির দক্ষিণে, যার রাজধানীর নামও পেট্রা। এই অঞ্চলে বাস করত এদোমীয় এবং আমালেকিয়রা, যারা বর্তমানে আরব বলে পরিচিত। ফেলিক্সের অবস্থান আরও দক্ষিণ ও পুবে, এবং পবিত্র ভূমির সাথে সীমান্ত সংযগ নেই। শেবার রানি, যিনি সলোমনের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি সম্ভবত এই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এই অঞ্চলে ছিল প্রচুর সম্পদ, বিশেষ করে মসলা। এখন এর পরিচয় হেডজার (Hedjar) নামে। আধুনিক সময়ে এই অঞ্চল মক্কা ও মদিনা শহরের অবস্থানের কারণে সবার কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকদের মতে, আরবদের দুটি জাতি ছিল, যারা ওই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী, এবের-এর পুত্র জোকতান-এর (Joktan) বংশধর ছিল। ইহুদীসহ শেমিটিয় বংশধারার অন্যান্য জাতি, এবং যারা ইশমায়েলকে

BanglaBook.org

পূর্বপুরুষ দাবি করত তাদের সাথেও আরবদের এই দিক দিয়ে সম্পর্ক ছিল। তারাই বর্তমানের মুসলিম জাতি।

আরাম-নাহা-রাইম (Aram-Naha-raim)–মেসোপটেমিয়া দ্রষ্টব্য।

আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্ট–১১১৬ খ্রিস্টপূর্বে এবেনেজার থেকে শিলোহ-তে নিয়ে যাওয়া হয় আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্ট। সেখানে প্যালেস্টাইনিয়রা ইসরায়েলিয়দের পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে আর্ক ছিনিয়ে আশদোদে নিয়ে যায়, এবং দাগোনের (Dagon) বাড়িতে স্থাপন করে। সেখান থেকে এটিকে নিয়ে যাওয়া হয় গাথে, এবং তারপর একরনে। ১১১৫ খ্রিস্টপূর্বে একে নিয়ে যাওয়া হয় বেথ-শেমেশ (Beth-shemesh) অঞ্চলে, সেখান থেকে কিরজাথ-জিয়ারিমে, যা ছিল জেরুজালেমের প্রায় নয় মাইল উত্তর পুবে গিবিয়নিয় অধ্যুষিত একটি শহর। সেখানে আবিনাদাব নামে এক লেভিয়-র বাড়িতে রাখা হয় আর্ক। ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে আর্কটি নিয়ে যাওয়া ওবেদ-এদোম নামে এক অভিজাতের বাড়িতে, এবং একই বছর রাজা ডেভিডের নির্দেশে একে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি অস্থায়ী উপাসনালয়ের মাঝে রাখা হয় আর্ক।

অ্যাথেলস্তান–ইংল্যান্ডের একজন দক্ষ অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজা। এডওয়ার্ড দ্য এল্ডার-এর (Edward the Elder) পুত্র এবং এলফ্রেড দ্য গ্রেটের (Elfred The Great) নাতি ছিলেন তিনি, জন্ম ৮৯৫ সালে। ৯২৫ সাল থেকে রাজত্ব করতে শুরু করেন তিনি, এবং ইংল্যান্ডের প্রথম প্রকৃত সার্বভৌম রাজা হন। নর্দামব্রিয়ার রাজা সিগট্রিকের (Sigtric) মৃত্যুর পর দেশটিকে নিজের সাম্রাজ্যে জুড়ে নেন অ্যাথেলস্তান। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ওয়েলশ, স্কট এবং পিয়েতরা, যাদের অ্যাথেলস্তান ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করেন। শিক্ষা ও সভ্যতাকে উৎসাহিত করতেন তিনি, এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে একজন ছিলেন। ৯৪০ সালের অক্টোবরের ২৭ তারিখে স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তার। এরপর সিংহাসনে বসে তার ভাই এডমন্ড (Edmund)।

অ্যাথানাসিয়াস–একজন সাধু, গির্জার অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন গ্রিক ফাদার। ২৯৬ খ্রিস্টাব্দে আলেক্সান্দ্রিয়ায় তার জন্ম। শহরের আর্চ বিশপ আলেক্সান্ডার তার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধর্মগুরু হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তাকে নিস-এর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য করা হয় (৩২৫ খ্রিস্টাব্দ), যেখানে তিনি খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করেন।

ব্যাক্কাস (গ্রিক: ডায়োনিসাস)–মদের সুদর্শন এবং তরুণ দেবতা, জুপিটারের পুত্র। মানুষকে মদ উৎপাদন শেখান তিনি, এবং প্রথম আঙুর থেকে

BanglaBook.org

নেশার উদ্রেককারী পানীয় তৈরি করেন। বিশ্বের অনেক দেশে তার উপাসনা প্রচলিত, এবং তার সম্পর্কে মানুষের মুখে বিভিন্ন কাহিনী শোনা যায়।

বল্ডউইন এনক্যাম্পমেন্ট–ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে অবস্থিত নাইট টেম্পলারদের একটি শিবির বা সংঘ, যা বহু আগে স্থাপিত বলে প্রচলিত (নিঃসন্দেহে ত্রয়োদশ শতকের প্রিসেপ্টরিসমূহের মেসনিকৃত রূপ। মেসনিক নাইটস টেম্পলার দ্রষ্টব্য)। একই ধরনের আরও চারটি শিবির ছিল লন্ডন, বাথ, ইয়র্ক এবং স্যালিসবারিতে। ব্রিস্টলের নাইটরা অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। অষ্টদশ শতকে ডিউক অফ সাসেক্স "অর্ডার অফ দ্য টেম্পল" বা মন্দির সংঘের কাছ থেকে নাইট টেম্পলার ডিগ্রি পান, এবং এর ফলে ইংল্যান্ডে একটি গ্র্যান্ড কনক্লেভ (Grand Conclave) তৈরির দায়িত্ব বর্তায় তার কাঁধে। তিনি কাজ সমাধা করেন, তবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শুধু একবার। ফ্রান্সের টেম্পলাররা ছিল তার ক্ষমতার উৎস, যারা জেমস ডি মোলে কর্তৃক লারমেনিয়াসের কাছে পাঠানো একটি নির্দেশের মাধ্যমে সংঘ চালিয়ে নেয়ার অনুমতি পেয়েছে বলে দাবি করত। গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন ইংল্যান্ডে টেম্পলারদের কোন উপস্থিতির চিহ্ন ছিল না, কারণ তিনি কোন এক কারণে মেসনরির সব চিহ্নকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর কিছু কর্মকর্তা ও অনুসারী আবারও সংঘকে চালু করার লক্ষ্য নেয়, এবং এনক্যাম্পমেন্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি মিলে ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড কনক্লেভ তৈরি করে।

ইতোমধ্যে, ইংল্যান্ডে যে পাচটি শিবির টেম্পলের নাইটদের সত্যিকার উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের দাবি করে আসছিল, তাদের মধ্যে চারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। থাকে শুধু ব্রিস্টল এনক্যাম্পমেন্ট। দেশের অন্যান্য অংশ যে শিবিরগুলো ছিল তাদের মতো ব্রিস্টলের কোন নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না। তারা পরিচালিত হতো বল্ডউইন এনক্যাম্পমেন্টের নাইটদের মাধ্যমে।

এই পরস্থিতিতে বল্ডউইনের নাইটরা নিজেদের সংঘের প্রধান বলে মনে করতে থাকে, এবং ডিউক অফ সাসেক্সের এনক্যাম্পমেন্টের সামনে নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্যারিসের টেম্পল বিজাতীয় হওয়ার দোহাই দেখিয়ে এই পদক্ষেপ নেয় তারা, এবং ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড কনক্লেভে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানো থেকেও বিরত থাকে। নিজদের প্রস্তাবে গুরুত্ব পাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রিস্টলে অন্য কারও কতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় তারা।

১৮৫৭ সালে ব্রিস্টলের নাইটরা ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড কনক্লেভের সাথে একটি চুক্তিতে আসতে চায়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। একই বছরে তারা "Ancient Supreme Grand and Royal Encampment of Masonic Knights Templar" নামক সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে, যার ছিল সাতটি অংশ। কিন্তু এটি

BanglaBook.org

খুব বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি, কারণ ১৮৬০ সালে বল্ডউইন শিবির আত্মসমর্পন করে এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের গ্র্যান্ড কনক্লেভের একটি অংশে পরিণত হয়।

বেলশাজার–নাবোনাদিয়াসের পুত্র, দ্বিতীয় ব্যাবিলনিয় যুগের ষষ্ঠ ও শেষ রাজা। তার মা ছিলেন নেবুচাদনেজারের কন্যা এবং সম্ভবত নেরিগলিসারের বিধবা, যিনি ছিলেন ওই সময়ের চতুর্থ রাজা। উপযুক্ত বয়সে তিনি পিতার সাথে সিংহাসন ও শাসনভার ভাগ করে নেন, এবং এ কারণেই বুক অফ দানিয়েলে তাকে রাজা বলা হয়েছে। ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বের যে রাত্রে ব্যবিলনের পতন ঘটে সে রাত্রে তিনি ভোজে ও আমোদে ব্যস্ত ছিলেন, এবং জেরুজালেমের মন্দির থেকে নেবুচাদনেজারের নিয়ে যাওয়া পবিত্র স্বর্ণপাত্রে পান করছিলেন। এই সময় দেয়ালের উপর একটি হাত দ্বারা কিছু কথা লিখিত হতে দেখে ভয় পেয়ে যান তিনি, এবং একই রাতে নিহত হন। শহর চলে যায় পার্সিয়ার রাজা সাইরাসের দখলে। দখল হওয়ার পর থেকেই শহর হিসেবে ব্যবিলনের গুরুত্ব দ্রুত কমতে থাকে, কারণ সাইরসা নিজের রাজধানী নির্বাচিত করেছিলেন সুসা-কে (Susa)। "চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে একটি শহর ছিল, এবং বহু মানুষ সেখানে বাস করত।" কিন্তু এই সময়ের পর থেকে ব্যবিলনের নাম আর প্রায় শোনাই যায় না, এমনকি বিগত দুই শতাব্দী আগেও এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি। সেখানে এখন হিংস্র প্রাণীর বাস। অতীতের গৌরবের সাথে বর্তমানের হীনতার পার্থক্যের এত বড় উদাহরণ আর দেখা যায় না।

বেথানি–অলিভেট পাহাড়ের পূর্ব ঢালের একটি গ্রাম, জেরিকো যাওয়ার পথে জেরুজালের দুই মাইল পুব-দক্ষিণপুবে অবস্থিত। খ্রিস্ট প্রায়ই এখানে আসতেন। এখানেই মার্থা ও মেরি বাস করতেন। এই গ্রামের নিকটে একটি জায়গা থেকেই শিষ্যদের মাঝ থেকে যিশু স্বর্গে উত্থিত হন।

বেথেলহেম–জুডাহ গোত্রের একটি বিখ্যাত শহর, জেরুজালেমের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। একটি খাড়া ঢালের উপর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাতাশ শ ফিট উপরে অবস্থিত এই শহর, যেখান থেকে চার দিকে বহু দূর দেখা যায়। চারপাশের পাহাড়ে নানা ধরনের গাছপালার মেলা, এবং উপত্যকায় ফলে প্রচুর ফসল। এর স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে বোয়াজ এবং রুথের নাম, এটি ডেভিডের জন্মস্থান। কিন্তু সব কিছুর উপর এটি হলো সেই স্থান যেখানে যিশু জন্ম নিয়েছিলেন।

বার্থরাইট (birthright) বা জন্মগত অধিকার–প্রথম পুত্রের পাওয়া সুযোগসমূহ। হিব্রুসহ অন্যান্য বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র কিছু বিশেষ সুবিধা পায়, এবং যে সব জায়গায় বহুবিবাহ প্রচলিত সেখানে

BanglaBook.org

এই প্রথার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। পিতার সবচেয়ে বেশি আদর পাওয়া ছাড়াও একজন পুরোহিতের প্রথম পুত্রই কেবল তার উত্তরাধিকারী হতে পারত। জ্যাকবের ছেলেদের মধ্যে প্রথম পুত্র রিউবেন তার এই অধিকারসমূহ পরিত্যাগ করে, ফলে তা লেভিকে দেয়া হয়। প্রথম পুত্র তার পিতার সম্পত্তি থেকে অন্যান্য ভাইদের তুলনায় দ্বিগুণ অংশ পায়, এবং তার পিতার সকল মর্যাদা ও অধিকারের উত্তরাধিকারী হয়।

ব্রাইটন–প্রাচীন ব্রিটেন বা ব্রিটানিয়ার নাগরিক, দেশটির প্রাচীন এবং আসল অধিবাসীদের এই নামে ডাকা হতো। ৫৫ খ্রিস্টপূর্বে যখন সিজার দেশটিকে আক্রমণ করেন তখন দুই ধরনের জনগোষ্ঠী দেখতে পান তিনি। দেশের ভেতরের অংশে বাস করত প্রায় অসভ্য এবং স্থানীয় জাতি সেল্টিকরা, যাদেরকে গথিক বংশোদ্ভূত একদল লোক তীরবর্তী অঞ্চল থেকে ভেতরের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। গথিকরা দ্বীপটির দক্ষিণ অংশে থাকতে শুরু করে, যাদের সংখ্যা ছিল সেল্টিক ব্রাইটনদের তুলনায় কম। সিজারই প্রথম এই দ্বীপের নাম দেন ব্রিটানিয়া, যার আগে এর পরিচয় ছিল আলবিয়ন (Albion) নামে। সেল্টিক ব্রাইটনদের ভাষার সাথে বর্তমানের ওয়েলশদের ভাষার মিল আছে। আর জি লোথাম (R. G. Lotham) বলেছেন, "গল এবং ব্রাইটনরাই হচ্ছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আদি অধিবাসী।" পিয়েতরা ছিল হয় স্থানীয়, অথবা বহিরাগত। স্থানীয় হয়ে থাকলে তারাও সেল্টিক জাতিরই অংশ ছিল। দ্বীপে প্রচলিত ধর্ম ছিল ড্রুইডিজম (Druidism)।

বিবলোস–ফিনিশিয়ার একটি সমুদ্রবন্দর ও জেলা, বৈরুতের উত্তরে অবস্থিত। বাইবেলে বা হিব্রু ভাষায় এর নাম গেবাল। অধিবাসীদের বলা হতো গিবলিয়, হিব্রু ভাষায় যার অর্থ "পাথর-খোদাইকারী।" তাদের জমি এবং সম্পুর্ণ লেবানন দেয়া হয় ইসরায়েলিয়দের, যদিও তারা কখনও একে সম্পুর্ণ দখলে আনতে পারেনি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, এবং থাম্মুজের উপাসনার কেন্দ্রস্থল।

সিজারিয়া–ভূমধ্যসাগরের তীরে, জোপ্পা ও টায়ারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি শহর। প্রাচীনকালে এটি ছিল টাওয়ার অফ স্ট্রাটো (Tower of Strato) নামের একটি ছোট্ট স্থান। কিন্তু হেরড দ্য গ্রেড একে দারুণ সৌন্দর্য ও শক্তির অধিকারী করে গড়ে তোলেন। শহরের কাছে একটি বন্দর তৈরি করেন তিনি, বহু আধুনিক ভবন তৈরি করেন, এবং সিজারের সম্মানে এই শহরের নাম রাখেন সিজারিয়া। এই শহর ছিল হেরড দ্য গ্রেট ও প্রথম হেরড আগ্রিপ্পা'র (Herod Agrippa) সময়কালে জুডাহ-এর রাজধানী। জুডিয়া যখন রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, তখন এখান থেকেই রোমান শাসন পরিচালিত হত। এখন এটি এক ধ্বংস্তূপ।

BanglaBook.org

কেনান–নোয়াহ-এর পুত্র হ্যামের পুত্র কেনানের বংশধররা যেখানে বাস করত। নোয়াহ-এর বংশধররা সম্ভবত প্রথমে জিডনে চলে যায়, তারপর সেখান থেকে সিরিয়া ও কেনানে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে এই দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যার মূলে দায়ী ছিল হয় এর অধিবাসীরা, অথবা ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনা।

১। "কেনানের দেশ," যে নামটি দিয়েছিলেন কেনান। নিজের পুত্রদের মধ্যে একে বিতরণ করে দেন তিনি, যারা প্রত্যেকে একটি বিশাল গোত্রের জন্ম দেয়, এবং আলাদা আলাদা জাতির সৃষ্টি করে। প্রথমে এর মাঝে জর্ডানের পুব অংশের কোন জমি ছিল না।

২। "প্রতিশ্রুতির দেশ," যে নামটি এসেছিল আব্রাহামকে দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে, যেখানে বলা হয়েছিল যে তার বংশধররা এখানে বসতি স্থাপন করবে।

৩। অধিবাসীরা যেহেতু হিব্রু ছিল, তাই তারা যেখানে বাস করত সে জায়গাকে "হিব্রুদের দেশ" বলেও পরিচয় দেয়া হতো।

৪। "ইসরায়েলের দেশ," যেটি এসেছিল ইসরায়েলিয়দের কাছ থেকে। জ্যাকবের এই বংশধররাই কেনানে বসতি স্থাপন করেছিল। এই নামটি দিয়ে বোজানো হতো জর্ডানের দুই পাশের সকল ভূখন্ড, যা হিব্রুদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। পরবর্তীতে এই নামটিকে ব্যবহার করা হতো দশ গোত্রের দেশ বোঝাতে।

৫। "জুডাহ-এর দেশ।" প্রথমে এই নামের ভেতর অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবল জুডাহ গোত্রের জন্য নির্ধারিত ভূখন্ড। দশ গোত্রের আলাদা হয়ে যাওয়ার পর জূডাহ এবং বেঞ্জামিনের জমিকে একত্রে "জুডাহ-এর দেশ" বলা হতে থাকে, যদিও তারা আলাদা আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তীতে পুরো অঞ্চলই এই নাম গ্রহণ করে, যা দ্বিতীয় মন্দিরের নির্মাণ থেকে শুরু করে রোমানদের রাজত্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

৬। "পবিত্র ভূমি।" ব্যাবিলনে বন্দী থাকার সময় হিব্রুরা এই নামটি ব্যবহার করত।

৭। "প্যালেস্টাইন", যে নামটি এসেছে ফিলিস্তিনীদের কাছ থেকে, যারা বাস করত ভূমধ্যসাগরের পারে। নামটি দিয়ে অবশ্য পুরো দেশকেই বোঝানো হতো, যদিও ফিলিস্তিনীরা বাস করত এর ছোট্ট একটি অংশে। অন্যান্য লেখকদের কাছে এই অঞ্চল পরিচিত হয়েছে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং ফিনিশিয়ার মতো নামে। কেনানের পশ্চিমে ছিল ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন ও সিরিয়া পর্বত, পুবে আরব মরুভূমি, এবং দক্ষিণে এদোম ও জিন এবং পারান মরুভূমি। এর দৈর্ঘ্য হবে এক

BanglaBook.org

শ আশি মাইলের মতো, এবং চওড়ায় পয়ষট্টি মাইল। কেনানের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, এবং জলপাই, ডুমুর, আঙুর ও ডালিম প্রচুর জন্মাত এখানে। পাহাড়ে বিচরণ করত পশুর পাল, এবং উপত্যকায় চাষ হতো ভুট্টা। প্রতিশ্রুত এই ভূমিকে বলা হতো "যেখানে দুধ ও মধু প্রবাহিত হয়।" এগারোটি গোত্র বাস করত এখানে, যারা সবাই ছিল কেনানের বংশধর।

কেনানীয়দের কাছ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বে ইহুদীরা জোশুয়ার নেতৃত্বে দখল করে নেয়, এবং নিজেদের গোত্রদের জন্য একে বারোটি অংশ বিভক্ত করে। সল একে সম্পূর্ণ একটি রাজ্য হিসেবে গঠন করেন, আর ডেভিড এর সীমানা আরও বিস্তৃত করেন। ৯৭৫ খ্রিস্টপূর্বে একে ইসরায়েল ও জুডাহ-এর রাজ্য হিসেবে বিভক্ত করা হয়, পরে যার সাথে যোগ হয় জুডাহ ও বেঞ্জামিনসহ অন্যান্য গোত্রগুলো। ৭২১ খ্রিস্টপূর্বে আসিরিয়া এসে ইসরায়েলের রাজ্য দখল করে নেয়, এবং দক্ষিণের অংশটি দখল করে নেয় ব্যাবিলন, ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে। তারপর থেকেই এই দেশ বিদেশী শক্তির পদানত হয়ে রয়েছে, এবং বেশিরভাগ সময়েই স্বাধীনতার কোন চিহ্ন ছিল না এখানে। পারসীয়, গ্রিক এবং রোমানরা একের পর এক এখানে রাজত্ব করেছে। যিশুর সময়ে, রোমানদের রাজত্বকালে এখানে ছিল চারটি প্রদেশ-গ্যালিলি, সামারিয়া, এবং জুডিয়া ছিল জর্ডানের পশ্চিমে, আর পুবে ছিল পেরিয়া (Perea)। ৬৩৭ সালের পর, যখন প্যালেস্টাইন মুসলিমদের হস্তগত হয়, তখন থেকেই এই অঞ্চল মুসলিমদের হাতে রয়েছে।

BanglaBook.org

সেরেস–রোমানদের শস্য, ফল ও কৃষির দেবী, গ্রিকরা যাকে বলত দিমিতার (Demetar)। সেরেস হচ্ছেন প্রোসেরপাইনের (Proserpine) এর মা।

চালডিয়–চালডিয়া দ্রষ্টব্য।

চালডিয়া–এশিয়ার একটি দেশ, যার সর্বোচ্চ উন্নতির সময়ে রাজধানী ছিল ব্যাবিলন। শুরুতে এর আয়তন ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এর সীমানা বহু দূর বিস্তৃত হয়, এবং নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে আরও বড় একটি অঞ্চলকে বোঝাতে। ব্যাবিলনিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চালডিয়রা প্রথম দিকে ছিল যুদ্ধবাজ জাতি, যারা আসিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার উত্তরে, কুর্দিশ পর্বতমালায় (Koordish Mountains) বাস করত। আসিরিয় সম্রাটরা উত্তর ও পশ্চিমে তাদের রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত করার সাথে সাথে চালডিয়রা তাদের অধীনে চলে আসে, এবং রুক্ষ ও কর্কশ স্বভাবের এই জাতিগোষ্ঠী তাদের শাসকের প্রভাবে নিজেদের স্বভাব বদলে ফেলতে বাধ্য হয়। অসভ্য থেকে সুসভ্য এক জাতিতে পরিণত হয় তারা। চালডিয় যোদ্ধাদের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় নবী

হাবাক্কুক (Habakkuk) এর বিবরণে, যার জীবদ্দশায় চালডিয়রা প্রথমবারের মতো প্যালেস্টাইন এবং এর আশপাশের এলাকায় হামলা চালাতে শুরু করে। ব্যাবিলনিয়ায় তাদের অবস্থানের সময় সম্পর্কে অবশ্য এখন কিছুই জানা যায় না। খ্রিস্টের দুই হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নিমরড, এবং তারপর এর সাথে যুক্ত করেন বাবেল, এরেক (Erech), আক্কাদ (Accad) এবং ক্যালনেহ (Calneh) শহর। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম হচ্ছে শিনার (Shinar), যা পরবর্তীতে বাবেল নামে পরিচিত হয়। ব্যাবিলন এবং ব্যাবিলনিয়াও এর জনপ্রিয় পরিচয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে চালডিয়া বা চালডিয়দের দেশ নামটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। ৭১৩ খ্রিস্টপূর্বে, রাজা হেজেকিয়াহ-এর রাজত্বের সময় ব্যাবিলনের এক রাজার কথা বলা হয়েছে, নিমরড এবং আমরাফেলের (Amraphel) এর পর প্রথম যার কথা জানা যায়। এর প্রায় এক শ বছর পর দেখা যায় যে চালডিয়রা ব্যাবিলন রাজ্য দখল করে নিয়েছে। ইতিহাসে এর পর প্রথম যে সার্বভৌম শাসকের কথা জানা যায় তার নাম নেবোপোলাসার। তার ছেলে নেবুচাদনেজার প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন, এবং তারপর ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র এভিল-মেরোদাক। তারপর একে একে আসেন নেরিগলিসার (Neriglissar), লাবোরোসোয়ারকোদ (Laborosoarchod), এবং নেবোনাদিয়াস বা বেলশাজার। বেলশাজারের সময়ে এই সাম্রাজ্য মেদো-পার্সিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাবিলনিয়রা ছিল শেম-এর (Shem) এর বংশধর।

সাইরাস–সাইরাস দ্য গ্রেট ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার পিতা ছিলেন পারস্যের রাজা ক্যামবিসিস, মা মানডেন (Mandane) ছিলেন মেদেস (Medes) এর রাজা অ্যাস্টিয়াজিস (Astyages) এর কন্যা। এই দুই জাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট ছিল একই রকম, এবং দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ারও তেমন কোন কারণ ছিল না। নিঃসন্দেহে পারসিয়রা কিছু কিছু ব্যাপার, যেমন রাজনৈতিক ও কর প্রদানের দিক দিয়ে মেদিয় রাজাদের উপর নির্ভর করত। শিক্ষা এবং অন্যান্য আচারব্যবহার শেখার জন্য সাইরাসকে তার দাদা অ্যাস্টিয়াজিসের কাছে, মেদেসের রাজদরবারে পাঠানো হয়। কিংবদন্তী বলে যে অ্যাস্টিয়াজিস একটি স্বপ্ন দেখে সচকিত হয়ে ওঠেন, যেখানে দেখানো হয় যে মানডেনের পুত্র রাজা হবে, মিদিয়া দখল করবে। তাই হারপাগাস (Harpagus) নামের এক কর্মকর্তাকে অ্যাস্টিয়াজিস নির্দেশ দেন সাইরাসকে হত্যা করার জন্য। হারপাগাস মুখে মুখে নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি জানালেও প্রকৃতপক্ষে ছেলেটিকে এক মেষপালকের তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন, যে সাইরাসকে নিজ পুত্রদের সাথে বড় করে। বড় হওয়ার পর সাইরাস নিজের আসল পরিচয় জানতে পারেন, এবং পারসিয়দের যোদ্ধা মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে মিদিয়ার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক এক চিঠি লেখেন। পিতার কাছ

BanglaBook.org

থেকে উৎসাহ ও সাহায্যে বলিয়ান হয়ে তিনি অ্যাস্টিয়াজিসকে পরাজিত করেন, তার সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং রাজাকে বন্দী করেন। তবে তার পিতা এই যুদ্ধে মারা যান। তার এই বিজয় এতই নিরঙ্কুশ ছিল যে তার বাহিনীর সেনাপতি ও সেনানায়করা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী রাজার চারপাশে জড়ো হন এবং তাকে মিদিয়া ও পারসিয়ার রাজা বলে আখ্যায়িত করেন। নিজ রাজত্বের সময় তার বহু অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলনের দখল। ৫৩৬ খ্রিস্টপূর্বে তিনি সেই বিখ্যাত নির্দেশ জারি করেন, যেখানে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে আসা ইহুদীদের জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

হেরোডোটাস বলেছেন, এরপর সিরিয়াস স্কাইদিয়দের (Scythians) দেশ আক্রমণ করতেন, সে সময় যে অঞ্চল ছিল রানি টোমিরিসের (Queen Tomyris) শাসনে। বেশ কয়েকবার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হন সাইরাস, কিন্তু ৫২৯ খ্রিস্টপূর্বে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন তিনি। তার পর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র ক্যামবিসিস।

পারস্য, মিদিয়া এবং ব্যাবিলন রাজ্যের মাঝে ছিল রাজকীয় বন্ধন, যার শুরু হয়েছিল নেবোপোলাসারের সাথে দারিয়াসের পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। নেবোপোলাসারের পুত্র, এবং ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার বিয়ে করেন মিদিয়ার রাজা অ্যাস্টিয়াজিসের মেয়ে অ্যামিতিসকে (Amyitis)। পারস্যের রাজা ক্যামবিসিস বিয়ে করেন অ্যাস্টিয়াজিসের মেয়ে মানডেনকে। সাইরাস দ্য গ্রেট ছিলেন রাজা ক্যামবিসিস এবং মানডেনের পুত্র, এবং অ্যাস্টিয়াজিসের নাতি। ব্যাবিলনের রাজা নেবোনেডিয়াসের পুত্র এবং নেবুচাদনেজারের পুত্র ছিলেন বেলশাজার।

দামেস্ক–সিরিয়ার অন্যতম বৃহৎ এক শহর, এবং সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শহর। বারাদা (Barada) নদীর তীরে, সুন্দর ও উর্বর এক উপত্যকায় অবস্থিত এই শহরটি। উপত্যকার পরিধি হবে পঞ্চাশ মাইলের মতো। দক্ষিণে এবং পুবে রয়েছে আরব মরুভূমি, এবং অন্য পাশগুলো পাহাড়ে ঘেরেয়া। এই অঞ্চলকে এখনও ভ্রমণকারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও আরামদায়ক স্থান বলে থাকে। এখানকার অধিবাসীরা একে বলে "পৃথিবীর বুকে স্বর্গ।" বাইবেলে যে সব শহরের উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে এই শহরটিই সবচেয়ে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। এর প্রধান ভবন এবং বাজারগুলো অত্যন্ত মনোরম, এবং বসবাসের ঘরবাড়িগুলো বাইরে থেকে দেখতে সাদামাটা হলেও ভেতরে বহুমূল্য বিলাসদ্রব্য দিয়ে সজ্জিত। এর অবস্থানের কারণে প্রথমে বাণিজ্যিক শহর হিসেবে গুরুত্ব পায় দামেস্ক। প্রাচীন কালের মতো এখনও এখানে যাত্রাবিরতি করে বিশাল সব বাণিজ্য কাফেলা।

BanglaBook.org

দারিয়াস, পারস্যের রাজা–সাইরাস ও ক্যামবিসিসের উত্তরাধিকারী, যিনি পারস্য, ব্যাবিলন এবং মিদিয়ার সিংহাসনে বসেন। হিস্টাসপেসের (Hystaspes) পুত্র, এবং আখমেনিদ বংশের একজন সদস্য। তিনি ছিলেন সাত অভিজাত পারসিয়ের একজন, যারা অত্যাচারি রাজা স্মেরদিস (আর্তাজারজিস) কে হত্যা করে। এরপর দারিয়াস ৫২১ সালে ক্ষমতায় বসেন। সাইরাস দ্য গ্রেটের দুই কন্যাকে বিয়ে করেন তিনি, এবং সাইরাস ও ক্যামবিসিসের রেখে যাওয়া বিশাল সাম্রাজ্যকে সংগঠিত করেন। ইহুদীদের প্রতি তার মনোভাব ছিল সাইরাসের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং আর্তাজারজিসের সময় ইহুদীদের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তা দারিয়াস তুলে দেন। রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে হাজ্জাই এবং জেকারিয়াহ (Haggai and Zechariah) তার শাসনে উৎসাহিত হয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ নেয়, যা চার বছর পর সমাপ্ত হয়। ৪৮৫ খ্রিস্টপূর্বে মারা যান দারিয়াস। এরপর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র জারজিস (Xerxes)।

মরুভূমি, বা বুনো অঞ্চল–বাইবেলের ভাষায় মরুভূমি বলতে বোঝানো হয়েছে অচাষযোগ্য জমি বা বুনো এলাকা, বা ক্ষেত্রবিশেষে চারণভূমি। কিছু কিছু মরুভূমি ছিল সত্যিই শুকনো এবং বন্ধ্যা, অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা ছিল সুন্দর এবং উর্বর। মরুভূমির সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় বাইবেলে বর্ণিত ডেভিডের কথাতে।

কাদিশের মরুভূমি–পারানের বুনো অঞ্চল দ্রষ্টব্য।

জিনের মরুভূমি–পারানের বুনো অঞ্চল দ্রষ্টব্য।

ডায়োনিসাস–ব্যাক্কাস দ্রষ্টব্য।

এদোম–এদোমিয় দ্রষ্টব্য।

এদোমিয়–এরা ছিল জ্যাকবের জমজ ভাই, এসাউ (এদম নামে পরিচিত) এর বংশধর, এবং জুডিয়ার উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে একটি অঞ্চলে বাস করত। এই অঞ্চলকে বলা হতো এদোম, যাকে গ্রিকরা বলত ইদুমিয়া (Idumea)। এক সময় এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল হেবরন পর্যন্ত জুডিয়ার কিছু অংশ, এবং পেট্রা অঞ্চলের মরুভূমি। পরবর্তীতে ডেভিড এবং মক্কাবাসীরা একে জুডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ইহুদী এবং এদোমিয়দের মধ্যে বরাবরই শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক বিরাজ করেছে, এমনকি হেরড দ্য গ্রেটের সময় এদোমিয় রাজবংশের ভার ইহুদীদের উপর চলে আসার পরেও। যদিও তখন ধর্মীয় দিক দিয়ে এদোমিয়রাও ইহুদী ছিল।

ফাতিমিত–আরব খলিফাদের একটি বংশধারা, যারা নবী মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধর দাবি করত নিজেদের। সেখান থেকেই তাদের ফাতিমিত নামটি এসেছে। ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলত কায়রো

BanglaBook.org

থেকে শাসন করে তারা। সর্বোচ্চ উন্নতির সময় তাদের শাসনের অধীনে ছিল সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন।

ফিস্ট বা ভোজ–ইহুদীদের বেশ কিছু উৎসব রয়েছে, যেগুলোকে বলা যায় বিশ্রাম ও উপাসনার দিন। তাদের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে তুলে ধরার জন্য এই দিনগুলো তৈরি করা হয়েছে। স্যাবাথ (Sabbath) এর দিনটি হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার ঘটনার উৎসব; পাসওভার (Passover) হচ্ছে মিশর থেকে তাদের নিজ দেশে ফিরে আসার ঘটনার পরিচয় বহনকারী। কারণ, তারা যে দিন ফেরার পথে রওনা হয়, তার আগের দিন রাতে মিশরীয়দের প্রথম সন্তানদের হত্যা করে মৃত্যুর দেবদূত। ইসরায়েলিয় ঘরগুলোকে সে এড়িয়ে যায়, এবং এই ঘটনাই পাসওভারের দিনে স্মরণ করা হয়। পেন্টেকোস্ট (Pentecost) হচ্ছে আরেকটি উৎসব, যা পাসওভারের পর সাতষট্টিতম দিনে পালন করা হয়। ইহুদীরা একে বলে "সপ্তাহের ভোজ।" প্রথমে এর প্রচলন হয়েছিল ইহুদীদের মন্দির নির্মাণে উৎসাহিত করার জন্য। দ্বিতীয়ত এর আরেকটি কারণ ছিল সিনাই পর্বত থেকে পাঠানো নির্দেশনাবলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া। ইসরায়েলিয়দের চল্লিশ বছর যাবত মরুভূমিতে কাটানো সময়কে মনে রাখার জন্য স্থাপিত হয় প্রধান উপাসনালয়। আরেকটি কারণ ছিল উৎপাদিত ফসলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো, যে কারণে একে "ফসল কাটার ভোজও" বলা হয়ে থাকে। এই তিনটি ভোজে সকল পুরুষকে মন্দিরে যেতে হতো। অন্যান্য উৎসবগুলোর মধ্যে ছিল "নতুন চাঁদের ভোজ (Feast of Trumpets or New Moon)", পুরিম (Purim), ভক্তি (Dedication), "স্যাবাথের বছর (The Sabbath Year)" এবং "মিলনের বছর (The Year of Jubille)"। ইহুদীরা ছিল অতিথিপরায়ণ, এবং সে কারণে অতিথির আগমন এবং প্রস্থানের সময় তাকে ভোজের মাধ্যমে সম্মানিত করার রীতি ছিল। এর পাশাপাশি আরও আনন্দ উৎসবেরও প্রচলন ছিল–জন্মদিন, বিয়ে, পশম কাটা এবং ফসল কাটার অনুষ্ঠান যার মধ্যে অন্যতম।

পাসওভার–ভোজ দ্রষ্টব্য।

পেন্টেকোস্ট–ভোজ দ্রষ্টব্য।

স্যাবাথ–ভোজ দ্রষ্টব্য।

গেদালিয়াহ–আহিকামের (Ahikam) পুত্র, যাকে জেরুজালেম ধ্বংসের পর জুডিয়ার শাসনভার দিয়েছিলেন নেবুচাদনেজার। পিতার মতো গেদালিয়াহও জেরেমিয়াহ-র সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। মিজপেহ (Mizpeh) থেকে দক্ষতার সাথে শাসনকাজ শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু রাজত্বের মাত্র দুই মাসের মাথায় ইশমায়েল নামন এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত হন।

BanglaBook.org

গিবিওনিয়–গিবিওন দ্রষ্টব্য

গিবিওন–হিভিয়দের (কেনানের বংশধর) একটি শহর। পরবর্তীতে বেঞ্জামিন গোত্রের লেভিয়দের স্থানে পরিণত হয়। গেবা এবং গিবিয়াহ (Geba and Gebeah) এর নিকটে অবস্থিত, মাঝে মাঝে একে গেবা বলে ভুল করে অনেকে। এখানকার কেনানিয় বাসিন্দারা জোশুয়ার সাথে একটি চুক্তি করে, এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের দেয়া হয় মন্দিরের কাঠের কাজ তদারক করার দায়িত্ব। বহু বছর এখানেই ছিল তাদের উপাসনালয়। জেরুজালেমের ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত এই শহরের অধিবাসীদের বলা হত গিবিওনিয়।

হারান–প্রাচীন শহর, নিউ টেস্টামেন্টে যার পরিচয় চারান (Charran)। মেসোপটেমিয়ার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত। উর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পিতা তেরাহ-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই ছিলেন আব্রাহাম। ইসাক এখানেই বিয়ে করেছিলেন, আর এসাউ-এর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য এখান থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন জ্যাকব। হেজেকিয়াহ-র শাসনামলে (৭১৩ খ্রিস্টপূর্ব) হারানে আক্রমণ চালায় আসিরিয়রা। এখানেই রোমান জেনারেল ক্রেসাস (Crassus) পার্থিয়ানদের (Parthians) হাতে পরাজিত ও নিহত হন (৫৩ খ্রিস্টপূর্ব)। পার্থিয়ানরা ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং আধুনিক যুগের কসাকদের (Cossacks) সাথে তাদের মিল ছিল। বলা হয় যে তারা ছিল স্কাইদিয় জাতির কাছ থেকে পালিয়ে আসা গোষ্ঠী। ইউফ্রেটিসের একটি শাখার পাশে, বালুময় সমভূমির উপর অবস্থিত হারান। কিছু যাযাবর আরব ছাড়া এখানে আর কোন মানুষ বাস করে না।

হিব্রু–আব্রাহামের বংশধর, যাদের বসবাস ছিল প্রতিশ্রুত ভূমিতে। বাইবেলে আব্রাহামকে হিব্রু বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা সম্ভবত হেবের (Heber) থেকে আগত। হেবের ছিলেন শেষ দীর্ঘজীবি মানুষ। হেবের তার ছয় প্রজন্ম পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, যাদের মধ্যে আব্রাহামও ছিলেন। আব্রাহামের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইসাক ও জ্যাকবের একমাত্র জীবিত পূর্বপুরুষ। বিদেশীরা ইহুদীদের হিব্রু নামেই চেনে। "ইসরায়েলের সন্তান" হিসেবে তারা নিজেদের সম্বোধন করে। জুডাহ থেকে এসেছে Jew শব্দটি, যা পরবর্তীতে জুডিয়ার অধিবাসীদের চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হতো।

হেবরন–কেনানের অন্যতম প্রাচীন শহর, যা নিম্ন মিশরের রাজধানী তানিসের সাত বছর আগে তৈরি হয়েছিল। প্রাচীনকালে একে বলা হতো মামর, এবং আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবের প্রিয় বাসস্থান ছিল এটি। তাদের সমাধিও এখানেই অবস্থিত। জোশুয়া ও ক্যালেবের নেতৃত্বে ইসরায়েলিয়রা এটিকে কেনানিয়দের কাছ থেকে দখল করে নেয়, এবং পরবর্তীতে লেভিয়দের শহরে পরিণত হয়। ডেভিড যখন কেবল জুডাহ শাসন করতেন তখন সাত

BanglaBook.org

বছর এখান থেকেই সরকার পরিচালনা করেন তিনি। এখান থেকেই আবসালোমের (Absalom) এর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। সলোমনের পুত্র রেহোবোয়াম একে দুর্গ শহরে পরিণত করেন।

বর্তমানে হেবরন একটি উন্মুক্ত শহর, যেখানে আট হাজারের মতো বাসিন্দা রয়েছে। তাদের মধ্যে ছয় শ হচ্ছে ইহুদী, বাকিরা তুর্কী এবং আরব। জেরুজালেমের বিশ মাইল দক্ষিণে, প্রাচীন জুডিয়ার স্থানে একটি গভীর উপত্যকার উপর অবস্থিত এটি। এর আধুনিক নাম এল-খুলিল (El-Khulil), যে নামে মুসলিমরা আব্রাহামকে সম্বোধন করে, এবং যার অর্থ হচ্ছে "ঈশ্বরের বন্ধু।" তারা দাবি করে যে মাকপেলাহ গুহাও তাদের শহরে অবস্থিত। এর উপর রয়েছে একটি ছোট মসজিদ, যা ষাট ফিট উঁচু, দেড় শ ফিট প্রস্থ এবং দুই শ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর মাঝে কোন খ্রিস্টানের প্রবেশের অনুমতি নেই। তবে এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন, এবং প্রাচীন সেই সমাধিক্ষেত্রের সত্যিকারের অবস্থান হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। শহরের মাটি অত্যন্ত উর্বর, যেখানে প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে ভাল আঙুর, জলপাই এবং অন্যান্য ফলের প্রচুর ফলন হয়।

হোরাস–আইসিস এবং ওসিরিসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পৃথিবীতে আসেন। যুবক বয়সে তার নাম ছিল বুটো। তারপর তিনি পরিণত হন শক্তিশালী হোরাসে, যিনি পৃথিবীর স্তম্ভ বলে পরিচিত। হোরাস হচ্ছেন আলোর দেবতা, যিনি শীতের রুক্ষতাকে সরিয়ে দিয়ে বসন্তের প্রাণপ্রাচুর্য ডেকে আনেন।

পবিত্র ভূমি–কেনান দ্রষ্টব্য।

ইশমায়েল–ইশমায়েলীয় দ্রষ্টব্য।

ইশমায়েলীয়–আব্রাহাম ও হাজারের পুত্র ইশমায়েলের বংশধর, যার জন্ম হয়েছিল ১৯১০ খ্রিস্টপূর্বে। হাজার ছিলেন আব্রাহামের স্ত্রী সারাহ-এর মিশরীয় পরিচারিকা। ইশমায়েলকে প্রথমে "প্রতিশ্রুত পুত্র" হিসেবে মনে করা হতো, কিন্তু ইসাকের জন্মের পর তাকে পিতার গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, যখন তার বয়স ছিল সতেরোর মত। তার মা তাকে নিয়ে মিশরে, নিজ দেশে চলে যান। গরম ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন তারা, এবং পারানের বুনো অঞ্চলে আবার আশ্রয় খুঁজে পান। ইশমায়েলের জন্য মিশরীয় একটি মেয়েকে ঠিক করেন তার মা, এবং বারো পুত্রের পিতা হন, যারা প্রত্যেকে একটি করে আরব গোত্রের জন্ম দেয়। ইসাকের সাথে তার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং দুজনই উপস্থিত ছিলেন পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে। ১৩৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। মোজেসের সময়ে ইশমায়েলীয়রা আরবের উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করত। সেখান থেকে শেমের চতুর্থ পুত্র জোকতান এবং আব্রাহামের স্ত্রী কেতুরাহ-এর

BanglaBook.org

সন্তান শেমের বংশধরদের সাথে মিলে পুরো আরব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের জীবন ছিল যাযাবর এবং বুনো প্রকৃতির। আজও তাদের প্রকৃতি অনেকটাই আগের মতো রয়েছে।

জেবুসিয়–জেরুজালেম দ্রষ্টব্য

জেরিকো–প্যালেস্টাইনের অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর, জর্ডান থেকে সাত মাইল পশ্চিমে এবং জেরুজালেম থেকে আঠারো মাইল উত্তর পুবে অবস্থিত। জেরিকো থেকে পশ্চিমে চলে গেছে চুনাপাথরের একটি পাহাড়শ্রেণী, কিন্তু এর আশপাশের এলাকায় রয়েছে উর্বর মাটি ও পানির অফুরন্ত সরবরাহ। এখানে খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি চাষ হয়। প্রাচীনকালে এখানে প্রচুর বিষধর সাপ পাওয়া যেত। কেনানে প্রবেশের পর ইসরায়েলিয়দের হাতে জেরিকো দখল, আহাবের সময়কালে ৯১৮ খ্রিস্টপূর্বের দিকে হিয়েলের (Hiel the Bethelite) হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং পুনর্গঠন ইত্যাদি সব কিছু বর্ণিত রয়েছে বাইবেলে। এখানে প্রচুর নবী এসেছেন, এবং এটি ছিল এলিশার (Elisha) বাসস্থান। হেরড দ্য গ্রেট এই শহরের সৌন্দর্যবর্ধন করেন। ক্রুসেডের সময় এটি বারবার বিভিন্ন পক্ষের হাতে দখল হয়, এবং এক পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে এর স্থানে একটি ছোট্ট গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নেই, যার নাম রিচা বা এরিশা (Richa or Erisha)। জেরিকো থেকে জেরুজালেম যাওয়ার পথটি দুর্গম এবং খানাখন্দে ভর্তি। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক রাস্তা, এবং এখনও এখানে ডাকাতের উপদ্রব রয়েছে।

জেরুজালেম–এর সৃষ্টি এবং প্রাথমিক ইতিহাস অত্যন্ত ঝাপসা। জেবুসিয় জাতি, যারা ছিল কেনানের বংশধর, তারাই এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। একে তারা নাম দিয়েছিল জেবুস। আমরা জানি যে জেবুসিয়রা কেনান বিজিত হওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় জায়ন পর্বতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। জুডাহ আর বেঞ্জামিনের গোত্র শহরের নিচের এলাকা দখলে নেয়। শেষ পর্যন্ত ডেভিড জেবুসিয়দের সমূলে উৎখাত করেন। এটি জুডাহ ও বেঞ্জামিন গোত্রের সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত, যার কারণে জায়ন পর্বত এবং শহরের উত্তর অংশ পড়েছে বেঞ্জামিনদের এলাকায়। এর ইতিহাস শুরু হয়েছে ডেভিডের আমল থেকে, যিনি সেখানে নিজের বাসস্থান নির্বাচন করেন, এবং আর্ক অফ দ্য কভেন্যান্ট স্থাপন করেন। সলোমনের হাতে মন্দির নির্মাণ শুরু হওয়ার পর জেরুজালেমের সম্মান এবং পবিত্রতা বেড়ে যায়, যেটি পরবর্তী রাজাগণ আরও বিস্তৃত করেন। তবে দশ গোত্রের মধ্যবর্তী বিদ্রোহের কারণে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব কমে আসতে থাকে। এর পর থেকে ইতিহাসে একে জুডাহ গোত্রের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়েছে। ৯৭১ খ্রিস্টপূর্বে মিশরের রাজা শিশাক

BanglaBook.org

এখানে হামলা চালান। তারপর ইসরায়েলের রাজা জোয়াশ এবং সব শেষে ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে তিন বছরের অবরোধ শেষে নেবুচাদনেজার একে দখল করে নেন। শহরের প্রাচীর ধুলোয় মিশিয়ে দেন নেবুচাদনেজার, এবং মন্দির ও প্রাসাদসমূহে আগুন ধরিয়ে দেন। ৫৩৬ খ্রিস্টপূর্বে ইহুদীদের মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় গঠিত হয় জেরুজালেম, কিন্তু ৩২০ খ্রিস্টপূর্বে টলেমি লাগোস (Ptolemy Lagos) নামের এক মিশরীয় রাজা এখানে আবার হামলা করেন, এবং হাজার হাজার মানুষকে দাস বানিয়ে মিশরে নিয়ে যান। ১৭৬ খ্রিস্টপূর্বে চতুর্থ অ্যান্টিওকাস (Antiochas IV) সিরিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং ইহুদী জনগোষ্ঠীকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা শুরু করেন। জেরুজালেমে সেনাবাহিনী পাঠান তিনি, যা স্যাবাথের দিনে শহরে প্রবেশ করে এবং পুরো শহরপ্রাচীরকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ৬৩ খ্রিস্টপূর্বে পম্পেই (Pompey) শহর দখল করেন এবং ১২০০০ অধিবাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কয়েক বছর পর (৫৬ খ্রিস্টপূর্বে) ক্রাসাস এখানে হামলা চালান। এরপর থেকে রোমানরা এখানে নিয়মিতভাবে হামলা করতে থাকে, যা ৭০ খ্রিস্টপূর্বে ভেসপাসিয়ান এবং টাইটাসের (Vespasian and Titus) হাতে শহরের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ইহুদীদের বিতাড়নের মাধ্যমে শেষ হয়।

জেথরো–মোজেসের শশুর, এবং মিদিয়ানের মেষপালক রাজপুরুষ ও পুরোহিত। হিব্রুরা যখন সিনাই পর্বতে ছিল তখন তিনি মোজেসের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে গোত্র পরিচালনা সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়ে আবার নিজের লোকদের কাছে ফিরে যান। জেথরো ছিলেন ঈশ্বরের উপাসক এবং কেউ কেউ বলেন যে তিনি মিদিয়ানের মধ্য দিয়ে আব্রাহামের বংশধরও ছিলেন।

ইনিগো জোনস–ইংলিশ স্থপতিদের মধ্যে বিখ্যাত, এবং ইংল্যান্ডের ভিট্রুভিয়াস বলে পরিচিত। ১৫৭৩ সালের জুলাইতে লন্ডনে জন্ম, আর মৃত্যু ১৬৫২ সালের ২১ জুন, ঊনআশি বছর বয়সে। তিনজন রাজার জন্য স্থপতি হিসেবে কাজ করেছেন তিনি–প্রথম জেমস, প্রথম চার্লস এবং দ্বিতীয় চার্লস। দীর্ঘ কর্মজীবনে ইংল্যান্ডের বহু সরকারী ও ব্যক্তিগত ভবনের নকশা করেছেন, যাদের মধ্যে সেইন্ট পলের পুরাতন গির্জাও আছে। ১৬০৭ সালে প্রথম জেমসের নির্দেশে গ্র্যান্ড মাস্টার নির্বাচিত হন তিনি। তার সময়ে অনেক শিক্ষিত মানুষকে সংঘে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়, এবং খ্যাতি ও প্রভাবের দিক দিয়ে ফ্রিমেসনরি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

জোপ্পা–পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রবন্দরগুলোর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত। দান গোত্রের একটি সীমান্ত শহর ছিল জোপ্পা, ভূমধ্যসাগরের তীরে, এবং জেরুজালেম থেকে পয়ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে। কিংবদন্তী অনুসারে এখানেই

BanglaBook.org

অ্যান্ড্রোমিডাকে (Andromeda) পাথরের সাথে বেঁধে সাগরের দানবের কাছে উতসর্গ করা হয়েছিল। এর বন্দরে সামুদ্রিক বাতাসের প্রকোপ রয়েছে, কিন্তু জেরুজালেমের নিকটবর্তী হওয়ায় এটি জুডিয়ার প্রধান বন্দর হয়ে উঠেছিল। এখনও এই বন্দর দিয়ে প্রচুর তীর্থযাত্রী যাওয়া আসা করে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মন্দির বানানোর সামগ্রী লেবানন ও টায়ার থেকে নিয়ে আসার পর এখানেই রাখা হয়েছিল। রোমানদের হাতে দুইবার ধ্বংস হয় জোপ্পা। ক্রুসেডের সময় এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ খ্রিস্টান যোদ্ধারা এখানেই প্রথম অবতরণ করত। ১৭৯৯ সালে একে ফরাসীরা দখল ও ধ্বংস করে দেয়, এবং বারো শ তুর্কী বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বর্তমানে জোপ্পাকে বলা হয় জাফা বা ইয়াফা (Jaffa or Yafa), যা সমুদ্র থেকে দেড় শ ফিট উঁচু একটি জায়গায় অবস্থিত, যেখান থেকে দারুণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। শহরের দক্ষিণ ও পুবে দেয়াল ঘেরা রয়েছে, এবং উত্তর ও পশ্চিমে, অর্থাৎ সমুদ্রের দিকেও রয়েছে আংশিক দেয়াল। অধিবাসীরা বেশিরভাগই তুর্কী এবং আরব।

আরিমেথিয়ার জোসেফ–আরিমেথিয়ার অধিবাসী, কিন্তু যিশুকে যখন ক্রুশে চড়ানো হয় তখন তিনি জেরুজালেমের অধিবাসী ছিলেন। ইহুদী সানহেড্রিমের সদস্য ছিলেন তিনি, এবং তাদের হাতে যিশুর শাস্তি পাওয়ার বিরোধীতা করেছিলেন। সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি "সাহসের সঙ্গে পাইলেটের সামনে যান এবং যিশুর দেহ ফেরত চান।" তখন ছিল রাতের বেলা, এবং ইহুদীদের স্যাবাথের সময়। তাই নিকোডেমাসের সহায়তায় দেহটি মসলা দিয়ে আবৃত করেন তিনি, এবং কবরে শুইয়ে দেন।

কাব্বালাহ–ইহুদীদের দর্শন বা ধর্মসম্পর্কিত অলৌকিক জ্ঞান। শব্দটি এসেছে হিব্রু কাবাল (Kabal) থেকে, যার অর্থ গ্রহণ করা। পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে গৃহিত জ্ঞানের সংগ্রহ হলেই এর এই নাম দেয়া হয়েছে। সোজা কথায় কাব্বালাহ এর দর্শন বলতে বোঝায় মৌখিকভাবে চলে আসা বিভিন্ন রীতিনীতি, যেগুলোকে ঐতিহ্যও বলা যেতে পারে। কখনও কখনও একে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়, এবং ইহুদীদের মাঝে প্রচলিত সকল ব্যাখ্যা, প্রবাদ এবং অনুষ্ঠানকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু শাব্দিক অর্থে, যেখানে ফ্রিমেসনরির প্রতীকবাদের সাথে কাব্বালাহ-এর অনেকখানি মিল রয়েছে; সেখানে একে বলা যায় এমন এক দর্শন যা ধর্মীয় পুস্তকের কিছু অংশের অলৌকিক তাৎপর্য তুলে ধরে, এবং দেবতা, মানুষ ও আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। এই ধারণা থেকে, এবং ইহুদী বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী বলা যায় যে কাব্বালাহ হলো ধর্মের গভীর সত্যগুলোর সংকলন, যেগুলো মানুষের বোঝার সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রতীক এবং কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

BanglaBook.org

কাদেশ-বার্নিয়া–পারানের বুনো অঞ্চল দ্রষ্টব্য।

জুডাহ রাজ্য- কেনান দ্রষ্টব্য।

চালডিয়দের দেশ–চালডিয়া দ্রষ্টব্য।

গোশেনের দেশ–গোশেনের দেশ হচ্ছে মিশরের সেই অংশ যেখানে জ্যাকবের সময় থেকে মোজেসের সময় পর্যন্ত ইহুদীরা বাস করত। এটি সম্ভবত আরবের দিকে চলে যাওয়া নীলের একটি শাখা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। গোশেনের রাজধানী ছিল রামসেস (Ramses), যে শহরকে বন্দীদশায় থাকার সময় ইহুদীরা নির্মাণ করেছিল। এখান থেকেই তারা একত্রিত হয়ে মিশর ছেড়ে দেশে ফেরার পথে যাত্রা করে। ধারণা করা হয় যে এটি নীলনদ থেকে লোহিত সাগর অভিমুখে প্রবাহিত খালের তীরে অবস্থিত ছিল, সুয়েজের পয়ত্রিশ মাইলের মতো উত্তর পশ্চিমে। এর নিকটেই ছিল ওন বা হেলিওপোলিস নগরী। মিশরের অধিবাসীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যেত– কপ্ট (Copts) বা প্রাচীন মিশরীয়দের বংশধর, ফেলাহ (Fellahs) বা পশুপালক, যারা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ফুল (Phul) নামক গোত্রের বংশধর; এবং আরব, অর্থাৎ ওই দেশকে যারা জয় কররেছিল। গোশেনের শুরুর ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাদের ধর্ম ছিল আকাশের বিভিন্ন বস্তু এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করা। পুরোহিতরা ছিল সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।

BanglaBook.org

শিনারের দেশ–চালডিয়া দ্রষ্টব্য

লত–হারানের পুত্র, এবং আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি উর থেকে চাচার সাথে চলে আসেন, এবং পরবর্তীতে কেনানে বসতি স্থাপন করেন। তাকে আব্রাহাম অত্যন্ত ভালবাসতেন, এবং যখন তাঁদের পশুপাল এত বেশি হয়ে গেল যে উভয়ের পক্ষে একসাথে কেনানে থাকা আর সম্ভব হচ্ছিল না, তখন লতকে তিনি নিজের জন্য পছন্দসই জায়গা বেছে নেয়ার অনুমতি দেন। লত বেছে নেন সডোম উপত্যকা, যা ছিল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর ভূমি। এখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন, যত দিন না বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সডোম ও আশপাশের অঞ্চল ঈশ্বরের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়।

মেসোপটেমিয়া–টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের গ্রিক নাম, যা ব্যাবিলনিয়ার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। হিব্রুতে একে বলা হয় "আরাম-নাহা-রাইম" (দুই নদীর সমভূমি), অথবা "পাদান-আরাম" (আরামের সমভূমি), বা শুধু পাদান (সমভূমি)। হিব্রুতে আরাম বলতে বোঝায় সিরিয়াকে, যা এশিয়ার বড় একটি অঞ্চল, এবং প্যালেস্টাইনের উত্তর পুবে অবস্থিত। এর পুবে রয়েছে টাইগ্রিস নদী, এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। উত্তরে রয়েছে টরাস পর্বতমালা। এর নাম হয়েছিল শেমের পুত্র আরাম-এর নামে।

মেসোপটেমিয়া এমন একটি এলাকা যা মহাপ্লাবনের আগে এবং পরে–উভয় সময়েই মানবজাতির ইতিহাসের সাথে জড়িত। এদেন (Eden) এখান থেকে বেশি দূরে ছিল না, আরারাত ছিল উত্তরে সামান্য দূরে, আর দক্ষিণে ছিল শিনারদের দেশ। এখানে ভ্রমণকারীরা সত্যিকারের প্রাচীন পৃথিবীর দেখা পায়, এবং গ্রিস এবং রোমের প্রাচীন নিদর্শনকে হারিয়ে দিতে পারে এমন বহু কিছু তাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে। আব্রাহামের আগে যারা ছিলেন–তেরাহ, হেবের, পেলেগ–তাদের ঠিকানা ছিল এখানে। আব্রাহাম ও সারা এখানে জন্মগ্রহণ করেন, এছাড়া ইসাক ও জ্যাকবও এখানে বিয়ে করেন। জ্যাকবের বারো পুত্রের বেশিরভাগের স্ত্রীও এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। মেসোপটেমিয়ার কথা বাইবেলেও উল্লেখ আছে, যেখানে একে ইসরায়েলের উপর প্রথম আক্রমণকারীর বাসস্থান বলে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ডেভিডের যুদ্ধসমূহের ইতিহাসেও এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্য যুগ–বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে এই যুগের ব্যপ্তি হচ্ছে ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, যেখানে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৪৯৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের আয়তন বৃদ্ধিকরণ।

মিদিয়ানিয়–প্রাচীন এক আরব জাতি, পশুপাল, ভেড়া, এবং উটের মাধ্যমে সম্পদশালী, যারা ছিল আব্রাহাম ও কেতুরাহ-এর চতুর্থ পুত্র মিদিয়ানের বংশধর। মোয়াবের দক্ষিণে বসবাস করত তারা, এবং সিনাই পর্বত পর্যন্ত তাদের এলাকা বিস্তৃত ছিল। মিদিয়ানিয়রা ছিল মুর্তিপুজারী, এবং প্রায়ই ইসরায়েলিয়দের বিপথে নিয়ে যেত। এছাড়া ইহুদীদের উপর প্রায়ই অত্যাচার চালাত তারা। প্রায়ই দেখা যেত ইসরায়েলিয়দের ফসল যখন প্রায় ঘরে তোলার উপযুক্ত হয়ে গেছে, তখনই মিদিয়ানিয় এবং আমালেকিয়রা পালে পালে এসে সেই শস্য ধ্বংস করছে এবং লুট করছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো নেতৃত্ব না থাকায় ইহুদীরা তখন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিত, যতক্ষণ না আক্রমণকারীরা চলে যায়। বর্তমানে সিনাই অঞ্চলে বসবাসকারী তাওয়ারাহ (Tawarah) আরবরা তাদের বংশধর বলে মনে করা হয়।

মোয়াবিয়–এরা হচ্ছে মোয়াবের বংশধর, যার বড় মেয়েকে লত বিয়ে করেছিলেন, এবং তার বংশধারা থেকে মোয়াবিয়দের উৎপত্তি হয়েছিল। স্বভাবে মুর্তিপুজারী হওয়ায় ইসরায়েলিয়দের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল। মোয়াবিয়দের দক্ষিণ সীমান্তে ছিল জেরেড (Zered) খাল, যা ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। এক সময় এটি গিলিয়াদ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ মাইলের মতো। ডেভিড তাদের পরাজিত করেন, কিন্তু হিব্রু রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর তারা আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়। নেবুচাদনেজারের হাতে পরাজিত হওয়ার পর তাদের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ইতিহাসে।

BanglaBook.org

আধুনিক সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মোয়াবিয় পাথর (The Moabite Stone), যেটি মাশা নামের এক মোয়াবিয় রাজার কীর্তি উল্লেখ করেছে (৯০০ খ্রিস্টপূর্ব)। ১৮৬৮ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে এটিকে খুঁজে পান রেভারেন্ড মিঃ ক্লাইন। বর্তমানে এটি রয়েছে লন্ডনে (রোজেটা স্টোন দ্রষ্টব্য)।

সন্ন্যাসী বা মঙ্ক (গড়হশ)–এমন একজন ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পার্থিব বস্তুকে বর্জন করেন এবং নির্জনে ধর্ম পালন করেন। একজন ধর্মীয় সাধু, এবং পরবর্তী বছরগুলোতে যাদের পরিচয় হয় ধর্মীয় দায়িত্ব ও উপাসনা পালনের জন্য গঠিত ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হিসেবে। নিজেদের উপর দারিদ্র্য, সংযম এবং নিষ্ঠার রীতি আরোপ করতেন তারা, বিশেষ করে নিয়মিত সদস্যরা। অ্যাবি, প্রায়রি, নানারি (Nunnery) এবং ফ্রায়ারি (Friary) নামক সংঘগুলো এর উদাহরণ। প্যালেস্টাইন এবং মিশরে এর আগে কিছু একই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলোকে বলা হতো এসেনস (Essence) এবং থেরাপিউটি (Therapeutae)।

এসেনসের সদস্যরা ছিলেন সাধু, এবং বেশিরভাগই থাকতেন ব্রহ্মচারী হয়ে। বেশিরভাগ অংশকে দেখা যেত মৃত সাগরের তীরে বসবাস করতে। ১১০ খ্রিস্টপূর্বে ইতিহাসে তাদের প্রথম দেখা যায়, এবং রোমানদের হাতে জেরুজালেম ধ্বংস হওয়ার পরে তাদের চিহ্ন মুছে যায়।

থেরাপিউটিরা এক দিক দিয়ে এসেনসের কাছাকাছিই ছিলেন। তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল মিশরের মারকোটিস হ্রদের কাছে (Lake Marcotis)। তারা পুরোদস্তুর সংযমী জীবন পালন না করলেও মদ ও মাংস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

খ্রিস্টান ধর্ম চালু হওয়ার পর প্রথম তিন শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের সংযমী না হলেও মোটামুটি সাধারণ জীবনযাপন করতে দেখা গেছে। খ্রিস্টান সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয় উচ্চ মিশরে তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে, সেইন্ট অ্যান্থনি নামক এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্করিয়-এর হাত ধরে। আঙ্করিয় হচ্ছে তারা, যারা প্যালেস্টাইন, মিশর এবং সিরিয়ার বুনো অঞ্চল ও গুহায় একাকী বসবাস করত। কখনও কখনও তাদের খুঁজে বের করে হত্যাও করা হয়েছে। প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন পাচোমিয়াস (Pachomius), নীলনদের তাবেনা দ্বীপের উপর, ৩৪০ সালের দিকে। আট বছর পর তার বোন প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম নানারি বা নানদের আশ্রম। মধ্য যুগে খ্রিস্টিয় মঠ ব্যবস্থায় প্রচুর সংস্কার হতে দেখা যায়। এই সংস্কারের পর থেকে, এবং বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোতে এই প্রথার প্রচলন কমে গেছে, অথবা বলা যেতে পারে জেসুইট (রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় সংগঠন) সমাজের

BanglaBook.org

চাপে পড়ে গুটিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যের দেশসমূহে এখনও এই প্রথা জনপ্রিয়।

মোজেস–আমরাম ও জোশেবেদের পুত্র, লেভিয় গোত্রের সদস্য, মিরিয়াম এবং অ্যারনের ছোট ভাই। জন্ম ১৫৭১ খ্রিস্টপূর্বে। তার জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য চল্লিশ বছর। প্রথম ভাগ শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে, যখন তাকে নীলনদে ফেলে দেয়া হয় এবং ফারাও-এর কন্যা তাকে উদ্ধার করেন; আর শেষে রয়েছে মিদিয়ানের উদ্দেশ্যে মোজেসের পলায়ন। এই সময়ের মাঝে তিনি মিশরের রাজদরবারে বাস করতেন, এবং তাকে মিশরীয়দের সকল জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এটি মামুলি কোন ব্যাপার ছিল না, কারণ মিশরীয় পুরোহিতদের জ্ঞান ছিল সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় ভাগ বিস্তৃত হয়েছে তার পলায়ন থেকে শুরু করে মিশরে ফিরে আসা পর্যন্ত, যেই সময়ের মাঝে তিনি মিদিয়ানেই বাস করেন বলে জানা যায়। সম্ভবত বর্তমানের বেদুইনদের মতোই তখন জীবন কাটাতেন তিনি। এই সময়ে তিনি জেথরোর কন্যা জিপোরাহ (Zipporah) কে বিয়ে করেন এবং মরুর জীবনের সাথে পরিচিত হন। প্রথম জীবনে যিনি রাজদরবারের জাঁকজমক আর জ্ঞান গরিমার মধ্যে বড় হয়েছেন, তিনিই এবার মরুর বুকে যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তবে এই জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েই তিনি জীবনের তৃতীয় ভাগের দায়িত্ব পালন করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই ভাগের বিস্তৃতি হচ্ছে ইহুদীদের দেশত্যাগ থেকে শুরু করে নেবো পাহাড়ে মোজেসের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। মোজেসের জীবন এবং শিক্ষার মাঝে নিহিত আছে স্বাধীনতা, সততা, বুদ্ধি, ন্যায়বিচার এবং মানবতার অনন্য উদাহরণ, এবং সব কিছুর উপর ঈশ্বরের উপর ভরসা ও সম্মান করার শিক্ষা। এগুলোই হিব্রুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট গঠন করে, এবং তাদেরকে যাযাবর মেষপালক জাতি থেকে তুলে এনে স্থায়ী আবাস ও কৃষিজীবি সমাজের অধিবাসী করে তোলে। এই জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে, এবং বাইবেলের সাহায্যে মোজেসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীতে। মোজেস ছিলেন পেন্টাটিউকের (Pentateuch) লেখক, যা আসলে বাইবেলের প্রথম পাঁচটি অংশ। এগুলো লেখার সময় তাকে সম্ভবত অ্যারন সাহায্য করেছিলেন।

সিনাই পর্বত–সিনাই দ্রষ্টব্য

নিকোডেমাস–ইহুদী সানহেড্রিমের সদস্য। প্রথম দিকে একজন ফারিসি (ইহুদী হলেও যার কিছু আচরণ আলাদা) ছিলেন, পরবর্তীতে যিশুর শিষ্য হন। বাইবেলে দেখা যায় যে তিনি সানহেড্রিমের বিরুদ্ধে গিয়ে যিশুর পক্ষ নিচ্ছেন। ক্রুশবিদ্ধ করার দৃশ্যে তিনি নিজেকে সত্যে বিশ্বাসী বলে দাবী

BanglaBook.org

করেন এবং আরিমাথিয়ার জোসেফকে নিয়ে যিশুর মৃতদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে যান। দেহটিকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে সমাধিস্থ করেন তিনি।

অলিম্পিয়াড–এক অলিম্পিক থেকে আরেক অলিম্পিকের মাঝে যে চার বছরের ব্যবধান, যার মাধ্যমে গ্রিকরা ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্ব থেকে সময় গণনা করে আসছে, যে বছর প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিয়াড বর্ষপঞ্জীকে খ্রিস্টিয় বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তর করতে হলে প্রথমে চার দিয়ে গুণ করতে হবে, অলিম্পিয়াডের বছর থেকে এক বাদ দিয়ে গুণফলের সাথে যোগ করতে হবে এবং ৭৮০ বিয়োগ করতে হবে।

পাদান-আরাম–মেসোপটেমিয়া দ্রষ্টব্য

প্যাগান–এমন ব্যক্তি যে ঈশ্বর বাদে অন্য কারও উপাসনা করে। এই নামটি জনপ্রিয়তা পায় তখন, যখন প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দেবতাদের উপাসনার বিপক্ষে খ্রিস্টান ধর্ম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এক পর্যায়ে প্রাচীন দেবতাদের উপাসনা কেবল দূরবর্তী গ্রামগুলোতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যেগুলোকে বলা হতো প্যাগি (Pagi)। বর্তমানে এটিকে যে কোন বহুঈশ্বরবাদী ধর্মের উপাসকদের বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়, যাতে খ্রিস্টান, ইহুদী এবং ইসলাম বাদে অন্য ধর্ম থাকতে পারে। তবে মধ্যযুগে প্যাগান বলতে মুসলিমদেরও বোঝাত।

BanglaBook.org

প্যালেস্টাইন–কেনান দ্রষ্টব্য।

প্যাট্রন বা পৃষ্ঠপোষক–প্রাথমিক যুগে দেখা যায় যে খ্রিস্টান গির্জাগুলো প্রতিটি কাজ এবং পেশার জন্য পৃষ্টপোষক সাধু বা সেইন্টদের নির্ধারণ করেছে, যাদের বলা হতো প্যাট্রন (Patron)। পৃষ্ঠপোষক সাধু ওই গির্জা বা ওই পেশাকে নিজের দায়িত্বে রেখেছেন বলে মনে করা হতো। তাদের নির্বাচন করা হতো সাধুর জীবনের উপর নির্ভর করে, এবং তার যা পেশা থাকত তার উপরেই ঠিক করা হতো যে তিনি কিসের পৃষ্ঠপোষক হবেন। এ কারণে সেইন্ট ক্রেসপিনকে বলা হয় "হস্তশিল্পের" পৃষ্ঠপোষক, কারণ তিনি ছিলেন জুতাপ্রস্তুতকারী। সেইন্ট ডানস্টিন, যিনি ছিলেন একজন কামার, তাকে ধরা হয় কামারদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। প্রাচীনকালে প্রতিটি মন্দির, বেদী, ভাস্কর্য বা পবিত্র স্থানকেই অলৌকিক কোন অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হতো। মন্দিরের নিবেদন ছিল মানুষের জন্য উৎসবের উপলক্ষ্য, এবং এটি প্রতি বছর পালন করা হতো। প্যাগানরা তাদের মন্দিরগুলোকে এক বা একাধিক দেবতার নামে উৎসর্গ করতে পারত, কিন্তু একেশ্বরবাদী ইহুদীরা তাদের সকল মন্দিরকেই উৎসর্গ

করত এক জিহোভার নামে। মন্দিরের পবিত্রকরণ এবং উৎসর্গকরণ ছিল দুটি আলাদা ব্যাপার। খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই পার্থক্য মেনে চলতে দেখা যায়। প্রাথমিক যুগে তাদের সকল গির্জাই ছিল ঈশ্বরের উপাসনার জন্য। কিন্তু সেগুলোকে নির্দিষ্ট করা হতো বিভিন্ন সাধুর পৃষ্ঠপোষকতায়। একই ধরণের প্রচলন দেখা যায় মেসনদের মধ্যে। তাদের লজগুলোকে "ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের জন্য" নির্ধারিত করা হয় ঠিকই, কিন্তু নিবেদন করা হয় সংঘের পৃষ্ঠপোষকদের। ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, মেসনিক লজগুলো প্রথমে রাজা সলোমনকে নিবেদন করা হতো, কারণ তিনি ছিলেন মেসনদের প্রথম মোস্ট এক্সিলেন্ট গ্র্যান্ড মাস্টার। ষোড়শ শতকে সেইন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্টকে ফ্রিমেসনরির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ধারণা করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এই সম্মানের জন্য দুজন সাধু–জন দ্য ব্যাপটিস্ট এবং জন দ্য ইভানজেলিস্টকে নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক মেসনিক লজগুলো, অন্তত আমেরিকান লজগুলো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়, এবং জন নামের দুই পবিত্র সাধুকে পৃষ্ঠপোষক মানা হয়।

ফারাও–মিশরের রাজাদের সম্বোধন করার জন্য বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দ, যার অনেক ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। যে কোন মিশরীয় রাজার নামের সাথে এটি ব্যবহার করা যায়। সম্ভবত খান, সিজার বা জার্ক ধাচের কোন সম্বোধন ছিল এটি।

ফিডিয়াস–গ্রিসের বিখ্যাত ভাস্কর, সম্ভবত সকল যুগের এবং দেশেরও। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বে অ্যাথেনসে তার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন বলে ধারণা করা যায়, এবং ৪৩২ খ্রিস্টপূর্বে বিষপ্রয়োগে তার মৃত্যু হয়।

ফিলিস্তিনি, বা প্যালেস্টাইনিয় (Philistines)–প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ উপকূলে বসবাসকারী একটি জাতি, যারা বাইবেলিয় ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই সেখানে বসবাস করেছে। ইসরায়েলিয়দের সাথে তাদের প্রায় সর্বদা যুদ্ধ লেগে থাকে। জোশুয়ার সময় ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে অবশ্য তাদের নাম পাওয়া যায় না, ফলে আন্দাজ করা হয় যে তারা ছিল ক্রিট দ্বীপ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী, যারা পরবর্তীতে বিচারকদের সময়ে ওই এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তাদের জাতিগত ইতিহাস নিয়ে প্রচুর দ্বিধার অবকাশ আছে। বাইবেলের বংশলতিকা অনুসরণ করলে তাদের হ্যামের বংশধর বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই তাদের বলেন সেমিটিক জাতির অংশ, যাদের সাথে ফিনিশিয়দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিয়দের সাথে আসিরিয়া, ব্যাবিলন এবং মিশরের দাসত্ব করেছে। খ্রিস্টান যুগ শুরু হওয়ার আগেই তাদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে যায়।

BanglaBook.org

ফিনিশিয়া–ফিনিশিয় দ্রষ্টব্য।

ফিনিশিয়া–প্যালেস্টাইনের উত্তরে, ভূমধ্যসাগরের তীরে এক চিলতে ভূখণ্ডে বসবাসকারী একটি জাতি। টায়ার এবং সিডন ছিল তাদের প্রধান শহর। এখানকার বাসিন্দারা তাদের দেশকে বলত কেনান। এদের ইতিহাস ধোঁয়াটে, খুব বেশি কিছু জানা যায় না। ফিনিশিয়রা তাদের কোন সাহিত্য বা শিল্পকলার নিদর্শন রেখে যায়নি, কিছু মুদ্রা ও খোদাইকাজ ছাড়া। তারা ছিল মূলত বাণিজ্যপ্রধান জাতি। কোন উৎপাদন ছাড়াই কেবল এক জায়গার দ্রব্য আরেক জায়গায় বিক্রি করত তারা, এবং নিজেরা শিল্পে কোন অবদান না রাখলেও এর প্রসারে কাজ করেছে। তবে নিঃসন্দেহে টায়ারে অনেক রকম কারিগরি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল, কারণ রাজা হিরাম নানা ধরনের কর্মী দিয়ে সলোমনকে সাহায্য করেছিলেন। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে ইহুদী এবং ফিনিশিয়রা যে ভাষায় কথা বলত তা প্রায় একই রকম। এই ব্যাপারটি সলোমন এবং হিরামের মধ্যে, এবং ইহুদী কর্মী ও তাদের টায়ার থেকে আসা সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব নির্ধারণে মেসনিক জ্ঞান সংগ্রহকারীর জন্য আগ্রহের কারণ হতে পারে।

প্র্যাক্সিটেলিস–একজন গ্রিক ভাস্কর, ৩৯২ খ্রিস্টপূর্বে অ্যাথেনসে প্রতিষ্ঠিত অ্যাটিক স্কুলের (Attic School) প্রধান। ফিডিয়াসকে যেমন বলা হতো বিমূর্তের ভাস্কর, তেমনি প্র্যাক্সিটেলিসকে বলা হতো সৌন্দর্যের ভাস্কর।

প্রোসেরপাইন–জুপিটার এবং সেরেসের কন্যা, প্লুটোর স্ত্রী এবং নরকের রক্ষাকর্ত্রী। তাকে উপাসনা করা হয় তার মায়ের সাথে, ফসল ফলার দেবী হিসেবে। হেডিসের দেবতা প্লুটো তাকে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রোসেরপাইনকে ছয় মাস মাটির উপরে থাকার অনুমতি দেন।

শেবার রানি–বাইবেলে যে শেবা নামক দেশের কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত আরবের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত সাবা বা স্ট্রাবো (Saba or Strabo) অঞ্চল। লোহিত সাগর থেকে অল্প কিছু দূরে অবস্থিত এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল মারেব (Mareb)। ইয়েমেন নামেও পরিচিত এই অঞ্চলে শেমের পুত্র জোকতানের বংশ বসতি করেছিল। শেবার রানি, যিনি সলোমনের সাথে দেখা করতে আসেন এবং তাকে সোনা, হাতির দাঁতও মূল্যবান মসলা উপহার দেন, তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের রানি। শেবার রানি কতৃক সলোমনের রাজ্যে বেড়াতে আসার ব্যাপারটি আরবদের মধ্যেও স্বীকৃত। রানি তাদের কাছে পরিচিত বালকিস (Balkis) নামে, যিনি সলোমনের স্ত্রী হয়েছিলেন বলে তারা দাবি করে।

রাব্বাহ (Rabbah/Rehoboth)–ইউফ্রেটিসের তীরে, কারশেমিশের (Carshemish) দক্ষিণের একটি শহর।

BanglaBook.org

রামসেস–গোশেনের দেশ দ্রষ্টব্য।

মেসনরির ধর্ম–ওয়েবস্টার ধর্মের দুটি আলাদা সংজ্ঞা দিয়েছেন :

১. ঈশ্বরকে উপাসনা, ভালবাসা এবং আনুগত্য করার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।

২. যে কোন ধরনের বিশ্বাস এবং উপাসনা।

প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মকে বিচার করলে দেখা যায় যে মেসনরিও একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী কেউ মেসন হতে পারে না। সব রকম ধর্মাচরণ এবং দায়িত্ব, যেগুলো আমরা পালন করি–সেগুলোর উৎস সর্বশক্তিমানের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশের ইচ্ছা। এ কথা বললে ভুল হবে যে একজন মেসন কেবল সংঘের নির্দেশ মেনে চলার জন্যই ভাল কাজ করে। সংঘের প্রতিটি নিয়মই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রেখে তৈরি, যা এই সংঘের একদম শুরু থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে। এর জন্মেরও মূল কারণ ছিল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে আরও ছড়িয়ে দেয়া।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি অবশ্য মেসনরির ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়। "বিশ্বাস ও উপাসনার পথ" হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা নেই মেসনরির, যেই ভিত্তিতে আমরা খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে, অথবা ইহুদী ও মুসলিম ধর্মের মধ্যে তফাত করি। এবং এই অর্থে বিচার করলে মেসনরির ধর্ম সম্পর্কে বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। একজন মানুষ খ্রিস্টান নয়, কিন্তু মেসন–এভাবে কখনও কোন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা সম্ভব নয় মেসনরিতে। এর মূল উদ্দেশ্যই হলো ধর্মের দিকে। প্রাচীন সব স্থাপনা, রহস্যঘেরা আচার অনুষ্ঠান, প্রতীক এবং কাহিনী–ইত্যাদি সব কিছুই ধর্মদর্শনকেই প্রচার করে, এবং ধর্মকেই সত্য বলে মানতে শেখায়।

রেফিডিম–জিন নামক অঞ্চলে ইসরায়েলিয়দের তৈরি একটি ঘাঁটি, যেটি সুয়েজ খালের পুব তীর এবং সিনাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এখানে আমালেকিয়রা ইসরায়েলিদের হামলা করে এবং পরাজিত হয়। বর্তমানে এই উপত্যকার নাম এশ-শাইখ (Esh-Sheikh), যা সিনাই থেকে এক দিনের হাঁটা পথের দূরত্বে অবস্থিত। এর পুব সীমান্তে রয়েছে হোরেব পর্বতমালা।

রিবলাহ–হামাথ (Hamath) নামক অঞ্চলে অবস্থিত সিরিয়ার একটি শহর। কেনানের উত্তর পুব সীমান্তে। বর্তমানে এখানে রয়েছে ওরোন্টেস নদীর তীরে রেবলেহ নামক একটি গ্রাম। লেবাননের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলে হামাথ ও রিবলাহ-এর মাঝ দিয়ে চলে গেছে উত্তর দিক থেকে প্যালেস্টাইনে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ। ৬০৯ খ্রিস্টপূর্বে রাজা জেহোয়াহাজকে রিবলাহ-এ সিংহাসনচ্যুত করেন ফারাও নেকো, এবং বন্দী করে মিশরে পাঠিয়ে দেন। নেবুচাদনেজারও জুডাহ-এর সাথে যুদ্ধের সময় এখানে তার কার্যালয় স্থাপন

BanglaBook.org

করেছিলেন। ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে তিনি জেরুজালেম পরাজিত ও ধ্বংস করেন, মন্দির পুড়িয়ে দেন এবং অধিবাসীদের দাস হিসেবে নিয়ে যান। জেদেকিয়াহ-কে নিয়ে যাওয়া হলেও তার ছেলেদের হত্যা করা হয়। এর ফলে জুডাহ রাজ্যের অবসান হয়। ডেভিডের আগমন থেকে ৪৬৮ বছর, দশ গোত্রের বিদ্রোহ থেকে ৩৮৮ বছর এবং ইসরায়েল রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ১৩৩ বছর পর এই ঘটনা ঘটে।

রোজেটা স্টোন–১৭৯৯ সালে নেপোলিয়নের লোকদের হাতে রোজেটা স্টোন আবিষ্কৃত হয়। সে সময় তারা নিম্ন মিশরের রোজেটা এলাকায় খননকাজ চালাচ্ছিল। পাথরে তিনটি আলাদা ভাষায় লেখা কিছু কথা রয়েছে। প্রথমটি হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic), দ্বিতীয়টি ডেমোটিক (Demotic) বা মিশরীয়দের সাধারণ ভাষা, এবং তৃতীয়টি গ্রিক। গ্রিক অক্ষরগুলো থেকেই জানা যায় যে লেখাগুলো তিনটি ভাষার, এবং প্রতিটি লেখাই অপরটির অনুবাদ। ১৮২২ সালে ফিলাসের এক স্তম্ভ থেকে ক্লিওপেট্রা (Cleopatra) কথাটি উদ্ধার করেন শ্যাপোলিও (Champollion), এবং আরও গবেষনার পর তিনিই রোজেটা স্টোনের লেখাগুলোর মর্ম উদ্ধার করেন। এর ফলে পশ্চিমের গবেষকদের সামনে মিশরীয় লেখার পাঠ উদ্ধার করার দরজা খুলে যায়।

সামারিটান–এরা ছিল ইসরায়েলের দশ বিদ্রোহী গোত্রের বংশধর, যারা সামারিয়া শহরকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিল। এরপর আসিরিয়রা শালমানেসের-এর নেতৃত্বে সামারিয়া দখল করে নেয়, অধিবাসীদের বেশিরভাগ অংশকে বন্দী করে এবং তাদের জায়গায় ব্যাবিলন, কুলতাহ, আভা এবং সিফারাভাইন (Babylon, Cuthah, Ava and Sepharavain) থেকে অভিবাসীদের বসানো হয়। নতুন এই অধিবাসীরাও সামারিটান নাম গ্রহন করে। নিজেদের সাথে পৌত্তলিক বিশ্বাস ও মুর্তি পুজার রীতি নিয়ে আসে তারা। তাই দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণের সময় সামারিটানরা ছিল পৌত্তলিক জাতি, এবং সে কারণে ইহুদীদের কাছে ঘৃণিত।

সানহেড্রিম–ইহুদীদের সত্তুর জন সদস্য নিয়ে তৈরি একটি সভা, যার কর্তা হতেন প্রধান পুরোহিত। রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো তিনি পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় মন্দির নির্মানের পর, ৬৯ খ্রিস্টাব্দে এটি তৈরি হয়। এটি ছিল মোজেসের সত্তুর জন বয়োজ্যেষ্ঠ নিয়ে তৈরি সভার অনুকরণে তৈরি। বিদেশী শহরে বসবাসকারী ইহুদীরা ধর্মীয় দিক দিয়ে এই সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকত। প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো মীমাংসা করার ভার ছিল এর উপর, যা খ্রিষ্টের জন্মের কয়েক বছর আগে রোমানরা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। প্রতিটি শহরে সাত সদস্যের আরেকটি ছোট সভা থাকত, যারা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করত।

BanglaBook.org

সেলজুক, বা সেলজুক তুর্কী (Seljook Turks)–কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরপুব উপকূলে বসবাসকারী একটিই ছোট গোত্র, যাদের নামটি এসেছিল তাদেরই এক নেতা, সেলজুকের কাছ থেকে। দশম শতকের শেষ দিকে সেলজুক দক্ষিণপুব দিক অগ্রসর হয়ে বাকজারা (Bakjara) দখল করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তার উত্তরসূরীদের নেতৃত্বে সেলজুকরা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য তুর্কী-তাতার গোত্ররাও তাদের সাথে যোগ দেয়, এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিপুল শক্তি অর্জন করে। তবে এই শক্তির পেছনে মূল কারণ ছিল সম্ভবত ধর্মীয় উন্মাদনা। ১০৪১ সালে সেলজুকের দৌহিত্র তোগরোল বেগ (Togrol Beg) খোরাসানসহ পারস্যের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান শুরু করেন, এবং ১০৬১ নাগাদ পুরো পারস্য দখল করে নেন ও নিজেকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। ১০৭৩ সালে সেলজুকের বংশধর মালেক শাহ ক্ষমতায় আসেন এবং আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, এশিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়া দখল করেন, এবং ভূমধ্যসাগর থেকে চীন সীমান্ত, ও কাস্পিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত রাজত্ব করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর সেলজুক সাম্রাজ্য তার চার পুত্রের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং শীঘ্রই অনেকগুলো স্বাধীন সালতানাত গজিয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিই ছিল সেলজুক সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ। ১২৯৯ সালে সেলজুক সাম্রাজ্যকে উৎখাত করে তার জায়গায় অস্তিত্ব পায় তুর্কী সাম্রাজ্য।

শেকেম–মধ্য কেনানের একটি শহর, জেরুজালেম থেকে চৌত্রিশ মাইল উত্তরে। এর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় আব্রাহামের ইতিহাসে, যিনি তার প্রথম বেদী তৈরি করেন কেনানে, এবং জিহোভার নামে দেশটি অধিকার করেন। এর পাশের একটি অঞ্চল কিনে নেন তিনি, যা পরে তার পুত্র জোসেফকে দেয়া হয়। সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল জোসেফকে। কেনান বিজিত হওয়ার পর এটি এফ্রাইমে লেভিয়দের একটি শহরে পরিণত হয়, এবং সেখানে নানা গোত্রের আগমণ ঘটতে থাকে। এখানেই রেহোবোয়ামের মাধ্যমে দশ গোত্রের বিদ্রোহের সূচনা হয়। শালমানেসেরের হাতে সামারিয়ার পতনের পর সামারিটানদের রাজধানী হয় শেকেম। বর্তমানেও এটি সামারিটানদের একটি ছোট্ট অংশের বসবাসস্থল। রোমানরা একে বলত নিওপোলিস, যেখান থেকে আরবরা এর নাম দেয় নাপোলোস বা নাবুলুস (Napolose or Nabulus)।

শিলোহ–শেকেমের দশ মাইল দক্ষিণে, এবং জেরুজালেমের চব্বিশ মাইল উত্তরের একটি শহর। এখানেই জোশুয়া তার জাতিকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিশ্রুত ভূমির মালিকানা বুঝিয়ে দেন; এবং এখানেই প্রথম উপাসনালয় স্থাপিত হয়। শিলোহ-এ আর্ক এবং উপাসনালয়ের স্থান হয়েছিল ১৪৪৪ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১১১৬ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। তারপর একে ফিলিস্তিনিরা দখল করে নেয়, যে সময় এখানে প্রধান পুরোহিত ছিলেন ইলাই (ঊষর)।

BanglaBook.org

সিডোন–বর্তমান নাম সাইদা (Saida)। ফিনিশিয়ার একটি বিখ্যাত শহর ছিল এটি। ভূমধ্যসাগরের তীরে, টায়ার-এর বিশ মাইল উত্তরে এবং বৈরুতের বিশ মাইল দক্ষিণে এর অবস্থান। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শহরগুলোর মধ্যে একটি, যাকে কেনানের বড় ছেলে জিডোন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। হোমারের সময়ে (৮৫০ খ্রিস্টপূর্ব) জিডোনিয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সম্পদশালী, উন্নত এক জাতি ছিল তারা, যাদের নৌবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য এবং কাচসামগ্রী নির্মাণে খ্যাতি ছিল। সে সময় তাদের বন্দর অনেক বড় থাকলেও এখন চরা পড়ে শুকিয়ে যাওয়ায় ছোট ছোট নৌকা ছাড়া আর কিছু প্রবেশের উপায় নেই। জোশুয়ার গোত্রসমূহের মাঝে কেনানকে ভাগ করে দেয়ার পর জিডোনের মালিক হয় আশারের গোত্র। কিন্তু তারা কখনও এখানে পূর্ণ দখল কায়েম করতে পারেনি। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জিডোনিয়রা নিজেদের সরকার ও রাজা নির্বাচন করে যায়, যদিও মাঝে মাঝে টায়ারের রাজাকে কর দিতে হতো তাদের। ব্যাবিলনিয়, মিশরীয় এবং রোমানরা তাদের একের পর এক পরাজিত করে, যাদের মধ্যে রোমানদের হাতেই তাদের চূড়ান্ত পরাধীনতার সূচনা হয়। বর্তমানে সিরিয়ার অন্য সব তুর্কী শহরের মতোই এটিও নোংরা এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে এখনও কিছু ব্যবসা এবং পাঁচ হাজারের মতো অধিবাসীর বাস রয়েছে এখানে।

সিনাই–একটি পর্বত, বা পর্বতমালা, যা লোহিত সাগরের দুটি শাখার মধ্যবর্তী অংশে, অ্যারাবিয়া পেট্রাতে অবস্থিত। ঈশ্বর কতৃক মোজেসের উপর দশটি নির্দেশ প্রদান করার ঘটনাস্থল হিসেবে এই পর্বত বিখ্যাত। সিনাইয়ের উপরের অংশ কমবেশি বৃত্তাকার, যার পরিধি হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইলের মতো। এখানে রয়েছে পানির অসংখ্য উৎস, সহনীয় আবহাওয়া এবং প্রাণী ও গাছপালার খাবার যোগানোর মতো উর্বর মাটি। যে কারণে উপত্যকা যখন শুকিয়ে যায়, তখন নিচের বেদুঈনরা সবাই এখানে উঠে আসে। এ কারণেই ইহুদীরা প্রথমে প্রায় এক বছরের জন্য এখানেই আশ্রয় নেয়, যেখানে ঈশ্বর তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠান। পর্বতের সবচেয়ে উঁচু এবং মধ্যবর্তী অংশটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফিট উপরে। এটিই হচ্ছে হোরেব বা সিনাইয়ের পর্বতশীর্ষ। দুটি নামকে বাইবেলে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে হোরেব ছিল পর্বতমালার নাম, আর সিনাই ছিল পবিত্র পর্বতটি।

প্রতীক–প্রতীক হচ্ছে একটি দর্শনযোগ্য চিহ্ন, যার সাথে কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আবেগ বা ধারণা সম্পর্কিত। প্রথম যুগের খ্রিস্টানরা তাই সব ধরনের ধর্মীয় আচার, উৎসব এবং ধর্মীয় অর্থবহ যে কোন কিছুর জন্য একটি করে প্রতীক তৈরি করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্রুশ এবং অন্যান্য ছবি ও

BanglaBook.org

প্রতিকৃতির কথা। তারও অনেক আগে মিশরীয়রা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রহস্যময় প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে গিয়েছিল। স্টুকলি (Stukely) বলেন, "বিশ্বের প্রথম শিক্ষা ছিল প্রতীক নিয়ে। চালডিয়, ফিনিশিয়, মিশরীয়, ইহুদীসহ যত প্রাচীন জাতির কথা আমরা জানতে পেরেছি তারা সবাই প্রতীকি শিক্ষা রেখে গেছে।" মিশরীয় সমাধি এবং সৌধগুলোতে নানা রকম প্রতীক রয়েছে, যেগুলো খ্রিস্টানদের মধ্যেও দেখা যায়। ভারতীয়দের মধ্যে একই রকম অর্থসহ একই প্রতীক দেখা যায়, যদিও ভিন্ন নামে। সেই সাথে দেখা যায় আসিরিয়, এট্রুসকান (Etruscans) এবং গ্রিকদের মধ্যে। হিব্রুরা তাদের ধর্মীয় প্রতীকসমূহের বেশিরভাগ পেয়েছিল মিশরের কাছ থেকে, যাদের কাছ থেকে পেয়েছিল ব্যাবিলনিয়রা। আর তাদের কাছ থেকেই এসব প্রতীকের নাম এবং ব্যবহার আমাদের কাছে এসেছে।

সিরিয়া–হিব্রুতে বলা হয় আরাম, যা এশিয়ার একটি বড় অঞ্চল। এর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে টরাস পর্বতমালা, পুবে টাইগ্রিস নদী, আরব মরুভূমি এবং দক্ষিণে প্যালেস্টাইন বা জুডিয়া। মেসোপটেমিয়া, যাকে হিব্রুরা নাম দিয়েছিল আরাম-নাহা-রাইম বা পাদান-আরাম। ইহুদীদের দেশত্যাগের সময় সিরিয়া এবং ফিনিশিয়া ছিল ব্যাবিলনের রাজার অনুগত, এবং পরবর্তীতে পারস্যের সম্রাটদের হাতে চলে যায় এর মালিকানা। বর্তমানে সিরিয়া তুর্কীদের অধীন। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এর উপযুক্ত জায়গাগুলোতে মানুষের ঘনবসতি বিদ্যমান, এবং ভ্রমণকারীরা এখানে এমন অনেক শহরের চিহ্ন খুঁজে পায় যাদের সম্পর্কে ইতিহাসে কিছুই নেই।

তাদমোর–সিরিয়ার মরুভূমিতে সলোমন কতৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শহর, ইউফ্রেটিস বরাবর আরব মরুভূমির মাঝে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের মধ্যবর্তী মরু অঞ্চলে হওয়ায় মানুষের বসতি এখানে গড়ে উঠতে পারেনি বহু দিন। সলোমন সম্ভবত পুবের সাথে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই শহর গড়ে তোলেন। কারণ এখানে পানির সরবরাহ ছিল, যা আরব মরুভূমিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি দামেস্কর ১২০ মাইল উত্তর পুবে, ইউফ্রেটিসের দূরত্বের অর্ধেকেরও বেশি পরে। আলেকজান্ডারের সময় পর্যন্ত এর আসল নাম অক্ষত ছিল, যিনি এর নাম পালমিরা (Palmyra) থেকে বদল করে তাদমোর রাখেন। দুটি নামেরই অর্থ হচ্ছে "খেজুর গাছের শহর।" ১৩০ সালে এটি রোমানদের হস্তগত হয়, এবং ১৫০ বছর পর্যন্ত তাদের হাতেই থাকে। তৃতীয় শতাব্দীতে পালমিরার নাগরিক ওডোনেথাস (Odonathus) স্বাধীন পালমিরিন রাজ্য গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীতে সিরিয়ার সম্পুর্ণ অংশ ও মেসোপটেমিয়াকেও দখলে আনে। তার বিধবা রানী জেনোবিয়ার (Zenobia) সময়ে এর আরও উন্নতি হয়। কিন্তু রানি রোমান সম্রাট অরেলিয়ানের (Aurelian) বশ্যতা স্বীকার করতে

BanglaBook.org

অস্বীকার করলে রোমানরা তাকে পরাজিত করে, তার সাম্রাজ্য দখল করে এবং তাকে বন্দী করে রোমে নিয়ে যায়। সারাসেনরা যখন পুব জয় করে তখন এই শহরও তাদের হাতে আসে, এবং তারা এর প্রাচীন নাম আবার ফিরিয়ে দেয়। এখনও এটি তাদমোর নামেই পরিচিত। এটি প্রথমবার কবে ধ্বংস হয় সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে মেসনিক ঐতিহ্য বলে যে এটি চালডিয় এবং ব্যাবিলনিয়দের হাতে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে ধ্বংস হয়ে যায়। ধারণা করা যায় যে শেষবার এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মুসলিমদের হাতে থাকার সময়।

তামারিস্ক–মিশরীয় কিংবদন্তীর পবিত্র গাছ, যাকে এরিকা (Erica) বলেও ডাকা হয়। একাশিয়ার (Accacia) মতো একটি চিরসবুজ গাছ।

সলোমনের মন্দির–১০১২ খ্রিস্টপুর্বে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সলোমন। ইহুদীদের দেশত্যাগ এবং প্রথম উপাসনালয় নির্মাণের প্রায় ৪৮০ বছর পর, ১০০৪ খ্রিস্টপূর্বে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। কিন্তু এর সৌন্দর্য স্থায়ী হয় মাত্র তেত্রিশ বছর, যার পর মিশরের রাজা শিশাক এখানে হামলা চালায়। এর পর অন্যান্য বিদেশী শাসকদের হাতেও মন্দির বারবার লুণ্ঠিত হয়, এবং ৪২৪ বছর টিকে থাকার পর ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজারের হাতে সমূলে ধ্বংস হয়। বায়ান্ন বছর পর এর ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে দ্বিতীয় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন জেরুবাবেল এবং অন্যান্য ইহুদীরা, যারা সাইরাসের অনুমতিক্রমে জেরুজালেমে ফিরে এসেছিল। বিভিন্ন বাধার পর ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ১৬৩ খ্রিস্টপূর্বে অ্যান্টিওকাস এই মন্দিরে লুটপাট চালায় এবং জিহোভার উপাসনা সম্পুর্ণ বন্ধ করে দেয়। তিন বছর পর জুডাস ম্যাকাবিয়াস (Judus Maccabaeus) মন্দিরের সংস্কার করে এবং নতুন করে এক ঈশ্বরের উপাসনা চালু করে।

৩৭ খ্রিস্টপুর্বে, নিজের রাজত্বের প্রথম বছরে সানহেড্রিমের সকল সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেন, শুধু দুজন ছাড়া। প্রায় বিশ বছর পর অনুতপ্ত হয়ে নতুন করে মন্দিরটি গড়ে তোলার নির্দেশ দেন তিনি, যা তখন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। দুই বছর ধরে নির্মাণসামগ্রী জোগাড় করার পর জেরুবাবেলের নির্মিত মন্দিরটি ১৭ খ্রিস্টপূর্বে ভেঙে ফেলা হয়, এবং সাড়ে নয় বছর সময়ে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এমনকি যিশু যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখনও অনেক শ্রমিক এর নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। জেরুবাবেলের মন্দিরের চাইতে হেরডের মন্দির আকারে ছিল আরও বড়, যেমন সলোমনের চাইতে বড় ছিল জেরুবাবেলের মন্দির। ইহুদী লেখকরা এই মন্দিরের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান সৈনিকরা পুরো মন্দিরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

টাইটান–টাইটান জাতি হিসেবে পরিচিত এক দৈত্যবংশের আদি পিতা, যে আকাশের কতৃত্ব পাওয়ার জন্য স্যাটার্নের (Saturn) সাথে লড়াই করেছিল। জুপিটার নিজের বজ্রদণ্ড দিয়ে দুজনকেই পাতালের শাস্তির জায়গা, টার্টারাসে (Tartarus) পাঠিয়ে দেন। বলা হয়ে থাকে যে টাইটানরা যুদ্ধের সময় পাহাড়ের উপর পাহাড় সাজিয়ে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের আকৃতি বিশাল, প্রচণ্ড শক্তি এবং স্বভাবে হিংস্র।

টাইফন–ওসিরিসের ভাই এবং তার প্রতিপক্ষ, যে ওসিরিসকে হত্যা করে। তাকে পৃথিবীর সমস্ত অশুভ'র মূল ধরা হয়। ওসিরিস যেমন সূর্যের প্রতীক ছিলেন, তেমনি টাইফন ছিল শীতের প্রতীক, যখন সকল শক্তি ও উত্তাপ বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং আলোর মুখোমুখি হয় অন্ধকার।

টায়ার–ফিনিশিয়ার বিখ্যাত নগরী, যেখানে ছিল অঢেল সম্পদ আর ক্ষমতার সম্ভার। ভূমধ্যসাগরের তীরে, আশার গোত্রের সীমানার ভেতরে অবস্থিত ছিল এই নগরী, যদিও কখনও তাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। ডেভিড এবং টায়ারের রাজা হিরামের মাঝে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, যা পরবর্তীতে সলোমনের রাজত্বের সময়ও বলবত থাকে। এই বন্ধুত্ব থেকেই ডেভিডের মন্দির নির্মাণে দক্ষ নির্মাণশৈলী ও সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসে টায়ারবাসী। সমুদ্রের রাজত্ব ছিল টায়ারের হাতে, এবং ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিকের তীরবর্তী অসংখ্য বসতি থেকে পাওয়া সম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই নগরী। টায়ারের অধিবাসীরা ছিল গর্বিত ও বিলাসে অভ্যস্ত, এবং সম্পদের সাথে আসে এমন সকল প্রকার পাপাচার চর্চাকারী। এটি ছিল সমস্ত ফিনিশিয় শহরের মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং সুন্দর, যার স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৩০০০ বছর। যদিও শালমানেসের, নেবুচাদনেজার, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, মুসলিম, ক্রুসেডার এবং প্রথম সেলিমের হাতে বারবার ধ্বংস হয়েছে এ নগরী, কিন্তু তারপর গড়ে উঠেছে আবার। সিডোনের বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এটি, এবং এর অবস্থান ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক–দুই দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি অংশ ছিল ভূখণ্ডে, আরেকটি ছিল পার্শ্ববর্তী দ্বীপে। মধ্যবর্তী এক চিলতে সাগর ব্যবহৃত হতো বন্দর হিসেবে। মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত অংশটি দখল করে নেয়ার পর দ্বীপ দখল করার জন্য একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, এবং সফল হন। তার তৈরি করা সেতুর স্থলে ক্রমে তৈরি হয় একটি খাড়ি। কিন্তু এ ছাড়া এই বিশাল শহরের প্রায় কোন নিদর্শনই অবশিষ্ঠ নেই। এর সুপ্রসিদ্ধ পণ্যসমূহ এখন বিলুপ্ত, যেখানে একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ গুদামগুলো অবস্থান করত এখান সেখানে কেবল ছোট্ট একটি গ্রাম রয়েছে।

উর–তেরাহ-এর দেশ, এবং আব্রাহামের জন্মভূমি। একে সাধারণত বলা হয় চালডিস-এর উর, এবং এর অবস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তরপশ্চিম

অংশে। ওরফাহ-এর (Orfah) শহর, যেখানে ইহুদীরা আব্রাহামের জন্মস্থান হিসেবে তীর্থে গমন করত। বর্তমানে এটি দিয়ারবেকির (Diarbekir) এর আটাত্তর মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ত্রিশ হাজার অধিবাসীর একটি শহর। কেউ কেউ অবশ্য উরকে চালডিয়ার অংশ বলে দাবি করেন, যেখানে এখন ওয়ারকা (Warka) নামক এক বিশাল ধ্বংস্তূপ বিদ্যমান।

ভেনাস–ভালবাসা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য এবং আনন্দের দেবী। সাগর থেকে জন্ম বলে ধারণা করা হয়।

পারানের বুনো অঞ্চল–প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে, এবং এল-আরাবাহ উপত্যকার পশ্চিমে অবস্থিত এক বিরাট মরুময় সমভূমি, যা মৃত সাগর থেকে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসরায়েলিরা এখানেই আটত্রিশ বছর যাবত ঘুরে বেড়িয়েছিল। এর দক্ষিণে তিন দিনের দূরত্বে রয়েছে সিনাই পর্বতমালা, তবে মূল সিনাই পর্বত নয়। উত্তরে রয়েছে কাদেশ এবং জিন মরুভূমি। কাদেশ মরুভূমিতেই কাদেশ-বার্নিয়া নামক শহরটি অবস্থিত ছিল, যাকে দাবি করা হয় "এদোমের সবচেয়ে দূরের সীমান্ত" বলে। সম্ভবত মৃত সাগরের দক্ষিণে, এল-আরাবাহ নামক বিরাট উপকূলের কাছেই এই শহরের অবস্থান ছিল। ইসরায়েলিয়রা তাদের নির্বাসনের সময় দুইবার কাদেশে আসে: প্রথমবার সিনাই পর্বতমালা ছেড়ে চলে আসার সময়, এবং আটত্রিশ বছর পর আরও একবার। প্রথমবার যখন তারা এসেছিল তখনই তাদের বারো জাতির মাঝে বিদ্রোহ সূচিত হয়, যার পরে তারা কাদেশের উত্তরে জেফাথ (Zephath) পার হয়ে কেনানে ঢোকার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়বার যখন তারা আসে তখন যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় তা হচ্ছে মিরিয়ামের মৃত্যু, পানির জন্য তাদের লোকজনের হাহাকার, অলৌকিকভাবে পানির উৎস পাওয়া, অ্যারনের পাপ এবং মোজেস কর্তৃক পাথরে আঘাত করা, এবং এদোমের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ অনুরোধ। জিন মরুভূমিতে বাস করতেন হাজার এবং ইশমায়েল।

স্যর ক্রিস্টোফার রেন–ইংল্যান্ডের অন্যতম বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। জন্ম ১৬৩২ সালের ২০ অক্টোবর। প্রথম চার্লসের চ্যাপলেইন এবং ডিন অফ উইন্ডসর, ড. রেনের পুত্র। ছোটবেলা থেকে গণিত এবং আবিষ্কারের উপর প্রতিভা দেখিয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে অক্সফোর্ডের ওয়াডহ্যাম কলেজে ভর্তি হন। বহু ভবন ও চার্চের নকশা করেছেন, তবে প্রধানত সেইন্ট পল'স ক্যাথেড্রালের মাধ্যমেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, যা ১৬৭৫-১৭১০ সালের মধ্যে নির্মাণ করেন তিনি। ১৬৮৫ সালে তাকে মেসনদের গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়োগ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যা তিনি রানী অ্যান-এর মৃত্যুর (১৭১৪) পর্যন্ত ধরে রাখেন। তারপর রাজা প্রথম জর্জ তাকে পদচ্যুত করেন। জীবনের বাকি দিনগুলো অবসরে কাটান তিনি। ১৭২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতের

BanglaBook.org

খাবারের পর তাকে তার চেয়ারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যখন তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তাকে সেইন্ট পলের সমাধিক্ষেত্রে কবর দেয়া হয়।

ইয়র্ক–ইয়র্কশায়ারের রাজধানী। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরনো এবং আকর্ষণীয় শহরগুলোর মধ্যে একটি। চারপাশে দেয়াল ঘেরা, সরু রাস্তা এবং পুরনো ধাঁচের বাড়িঘরে ভর্তি। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে তৈরি এর ক্যাথেড্রালটি সারা পৃথিবীর মধ্যে গথিক স্থাপত্যের এক অন্যতম নিদর্শন। এটি ক্রুশের আকৃতিতে তৈরি, যা ৫২৪ ফিট লম্বা, ২৫০ ফিট চওড়া এবং ক্রুশের ঠিক মাঝখানে রয়েছে ২২৫ ফিট উঁচু একটি টাওয়ার। সেই সাথে পশ্চিম পাশে রয়েছে ১৯৬ ফিট উঁচু আরও দুটি টাওয়ার। রোমানদের সময় ইয়র্ক থেকেই সমস্ত ব্রিটানিয়া প্রদেশের কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। এখানেই কনস্টানটিন দ্য গ্রেটকে সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। স্কট এবং ডেনদের সময়ে এটি উইলিয়াম দ্য কনকোয়েররের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যিনি শহর দখল করার পর একে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। পরবর্তীতে একে আংশিক পুনঃনির্মাণ করা হয়। ১১৩৭ সালের অগ্নিকাণ্ডে এটি আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেসনরির সাথে যোগাযোগের জন্য শহরটি বিখ্যাত। দশম শতাব্দীতে ইয়র্ক শহরেই অনুষ্ঠিত হয় মেসনরির সভা (৯২৬ সাল), যেখানে একটি সাধারণ সভা এবং সংবিধানের প্রচলন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। "গত শতাব্দীর সম্পূর্ণ অংশ, এবং বর্তমান শতকের বেশিরভাগ জুড়েই ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা এই তথ্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছে," বলেছেন ঐতিহাসিক ম্যাকি।

জিকলাগ–জুডাহ এবং সিমিওনের একটি শহর, ফিলিস্তিনের সীমান্তে অবস্থিত। সলের সময় পর্যন্ত জুডাহ এবং সিমিওন এর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছিল। এরপর গাথের রাজা আকিশ (Achish) একে ডেভিডের হাতে তুলে দেন। এর ফলে জুডাহ থেকে অনেক অধিবাসী অন্যত্র সরে যায়। ডেভিড বাধ্য হন আকিশকে সাহায্য করতে, এবং আমালেকিয়দের শাস্তি দিতে, যারা তার অনুপস্থিতিতে জিকলাগ আক্রমণ করেছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG